বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষা ঃ ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলা বিভাগ) অধীনে
পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ
২০০৯

গবেষক
অরুণ কুমার বাড়ৈ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মীর রেজাউল করিম
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Th 42.7
মেড়/ধীড়

234959
[redacted]

Dr. Mir Rejaul Karim
Department of Bengali
North Bengal University

P.O. North Bengal University
Raja Rammohunpur, Dist. Darjeeling
West Bengal, India

Date:

This is to certify that Sri Arun Kumar Barai has prepared his Ph.D. thesis entitle 'BARISALER AGAILJHARA UPZALAR KATHYA BHASHA : BHASHATATTWIK PARYABEKSHAN' under my supervisionfor the award of Ph. D. Degree of the University of North Bengal. He has fulfilled the requirements of the University rules and regulations in preparing the said thesis.

I further certify that this thesis has not been submitted in this form to any other University or Institution previously for Ph.D. Degree. To the best of my knowledge, it is an original work with sufficient academic merit, fit to be adjudicated for the award of Ph.D. Degree by the University of North Bengal.

Mir Rejaul Karim
11/09/2008

[Dr. Mir Rejaul Karim]
Supervisor of Sri Arun Kumar Barai

মানচিত্র নং - ১.
বাংলাদেশ

মানচিত্র নং - ২

বৃহত্তর বাকরগঞ্জ জেলা

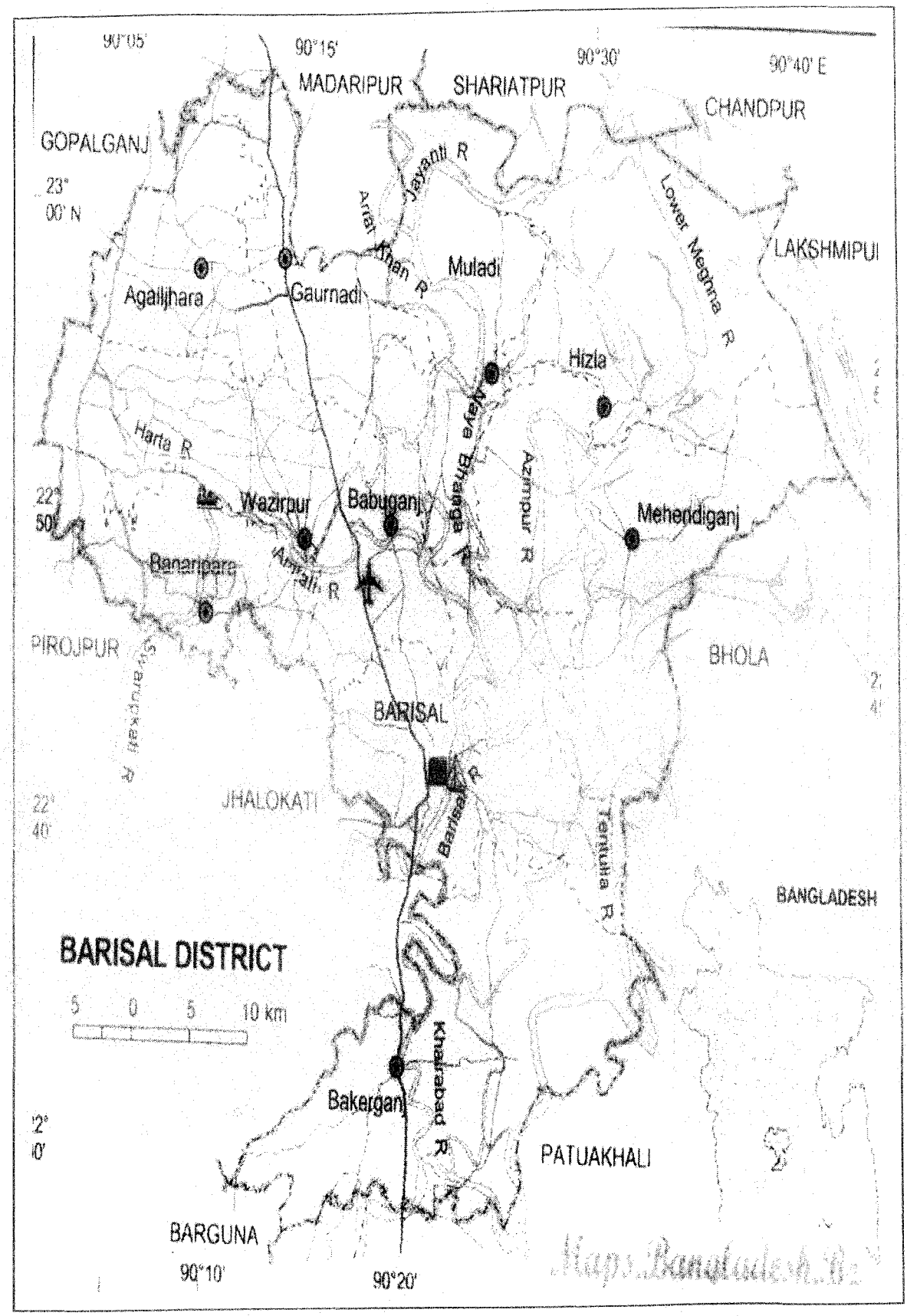

মানচিত্র নং - ৩

বরিশাল জেলা

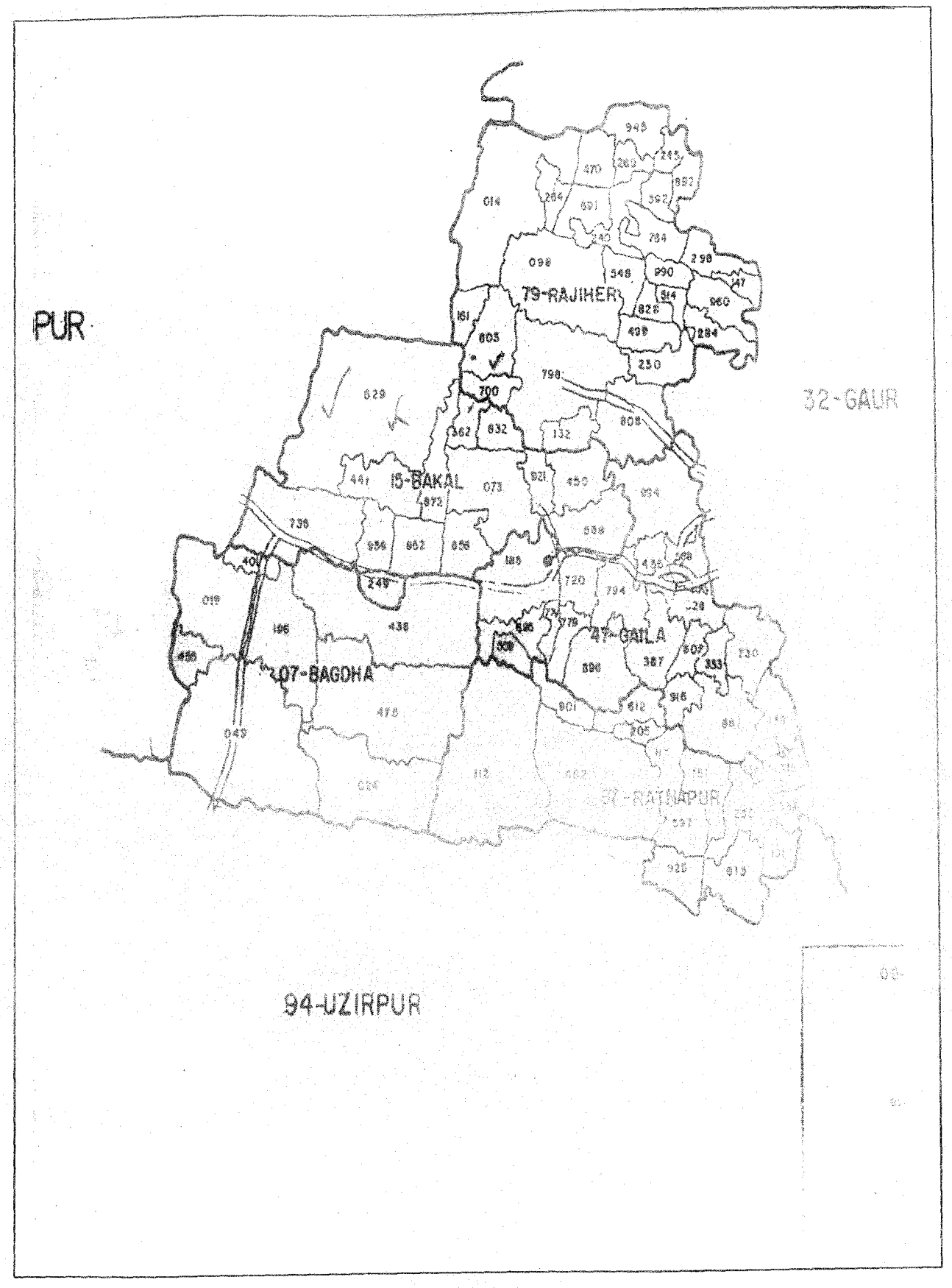

মানচিত্র নং - ৪

আগৈলঝাড়া উপজেলা

নিবেদন

ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে একেবারে খারাপ ছিলাম না বলে আমার ধারণা। তবু ভাষা নিয়ে গবেষণায় সাহস করিনি কখনো। কারণ হিসাবে মনে হয় ড. রামেশ্বর 'শ। ক্লাশে পড়াকালীন সময়ে ড. 'শ এর কাছাকাছি কখনো যাওয়ার দুঃসাহস দেখাই নি; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর এত স্নেহ এত ভালোবাসা, পেয়েছি তা অন্য কেউ পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না। দিকপাল এই ভাষাবিজ্ঞানীর এত জ্ঞান ভাষা বিজ্ঞানে সেই বিষয়ে কাজ করা আমার পক্ষে কতটা যুক্তি যুক্ত হবে সেই ভেবেই দূরে থাকতাম। একাধিক বার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভাষা ছাড়া অন্য বিষয়ে গবেষণা করব বলে স্থির করেছিলাম, এমন সময় চাকুরীসূত্রে ভাগ্যক্রমে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়লাম রামেশ্বর 'শ -এর স্নেহধন্য আমার শিক্ষাগুরু ভাষা বিষয়ের অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়ের কাছে। আমার দুই শিক্ষাগুরুর আশীর্বাদই আমাকে নিয়ে এলো আমার ভালো লাগা বিষয় ভাষাবিজ্ঞানে।

আমার গবেষণার ক্ষেত্রটি যেহেতু বাংলাদেশের বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা সেইহেতু একাধিকবার ক্ষেত্রসমীক্ষায় যেতে হয়েছে সেখানে। সুজলা-সুফলা সোনার বাংলার মনজুড়ানো প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যে ঢাকা গ্রামগুলির প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও ভাষাগত শব্দ সংগ্রহে সহযোগিতা পেয়েছি তা প্রকৃতির মতোই নিষ্পাপ। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি রইলো আমার অকৃত্রিম প্রাণঢাল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

আমার এই গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করতে আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মীর রেজাউল করিম এর নির্দেশিত পথই অবলম্বন করেছি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রামেশ্বর 'শ, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শতঞ্জীব রাহা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক নির্মল দাশ, ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সনৎ কুমার নস্কর; প্রেসিডেন্সি কলেজের ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, ড. মঞ্জুভাষ মিত্র; বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. লায়েক আলি খাঁ, এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক যাঁদের অধিকাংশের কাজ থেকে প্রত্যক্ষভাবে পাঠগ্রহণ করেছি এবং গবেষণা কাজে উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের প্রত্যেককে জানাই কৃতজ্ঞতা।

আমার কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেকেই আমার গবেষণার কাজকে সুসম্পন্ন করার জন্য নানা ধরনের আইনগত সুযোগ ও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার গবেষণা পত্রের প্রস্তুত কারক 'বুবুন' এর প্রতি রইলো অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগার, যেমন - জাতীয় গ্রন্থাগার (National Library), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, আমার কর্মক্ষেত্র তথা শিলিগুড়ি বি. এড. কলেজের গ্রন্থাগার -এ আমি আমার গবেষণা কাজে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি পড়ার এবং হাতে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছি বলে - ঐ গ্রন্থাগার সমূহের কর্তৃপক্ষের কাছে চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সর্বোপরি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক যিঁনি প্রতিনিয়ম আমাকে নানা ভাবে কাজে সহযোগিতা করেছেন তাঁর অমূল্য সময়ের ফাঁকে ফাঁকে, তাঁর প্রতি রইল আমার শত কোটি প্রণাম।

পরিশেষে আমার নিজের কথা না বললেই নয়। বহুদিন পূর্বে বাবা-মা হারা গবেষককে পিতৃসম দাদারা, মাতৃসম বৌদিরা সন্তানস্নেহে গড়ে তুলেছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমরণ ঋণে জর্জরিত থাকলাম। আমার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা যারা বহুদিন আমাকে গৃহের বাইরে থেকে কাজের সময় করে দিয়েছে, আমার যৌথ পরিবারের দিদিরা, ভাগনে, ভাগনী, ভাইপো, বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকের অনুপ্রেরণা আমার গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করেছে, তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইলো আমার স্নেহ ও ভালোবাসা।

এ ছাড়াও সমগ্র বাংলাদেশের রাস্তা ঘাটে চলার পথে নিকট ও দূর-আত্মীয়দের মধ্যে যাঁরা উপাদান সংগ্রহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে আমার গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

ভাষাবিষয়ক গবেষণার কাজে যে সমস্ত সুধীবর্গ আমাকে নানা ভাবে উৎসাহিত ও উদ্দীপনা দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

আমার গবেষণা পত্রটিতে আমি বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষার সামগ্রিক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করতে চেয়েছি। এ বিষয়ে সচেতন অভিনিবেশ সানুরাগ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণু ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোনো কার্পণ্য করিনি। এ সত্ত্বেও অনবধানবশতঃ যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি আমার গবেষণায় থাকে, তবে তার জন্য বিদগ্ধ জনের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিপাতের প্রত্যাশী।

অরুণ কুমার বাড়ৈ

অরুণ কুমার বাড়ৈ

সূ চি প ত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১-৪

প্রথম অধ্যায় ৫ - ২৩

আগৈলঝাড়া উপজেলার সাধারণ পরিচয়

ক. প্রাকৃতিক পরিচয় —

খ. ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত পরিচয় —

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৪ - ৫৬

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

স্বরধ্বনি — স্বরধ্বনির অবস্থান, স্বরধ্বনির প্রকৃতি ও পরিবর্তন, দ্বি-স্বরধ্বনি।
ব্যঞ্জনধ্বনি — ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান ও ব্যবহার, ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন,
ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা।

তৃতীয় অধ্যায় ৫৭ - ৯০

রূপতত্ত্ব (Morphology)

রূপিমের সাহায্যে শব্দ গঠন, ক্রিয়ার কাল, অসমাপিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া,
সংযোগমূলক ক্রিয়া, অস্ত্যর্থক ক্রিয়া, ন-ঞর্থক ক্রিয়া, নামধাতু, কারক,
উপসর্গ, অনুসর্গ, সর্বনাম, ক্রিয়া বিশেষণ, লিঙ্গ, বচন, বিশেষ্যমূলক রূপিম,
বিশেষ্যমূলক পদ গঠন, পদাশ্রিত নির্দেশক বা বিশেষ বিশেষ্য, যৌগিক শব্দ,
শব্দ দ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

চতুর্থ অধ্যায় ৯১ - ১০২

বাক্যতত্ত্ব বা বাক্যরীতি (Syntax)

পদসংস্থান, সর্বনাম পদের ব্যবহার রীতি, বিশেষণ পদের ব্যবহার রীতি,
অব্যয় পদের ব্যবহার রীতি, অন্তর্ভাবাত্মক বা মনোভাব বাচক অব্যয়
বাক্যের শ্রেণি বিভাগ, উক্তি, বাচ্য।

পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায় ১০৩ - ১৬৯

শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary)

শব্দ ভাণ্ডারের উপাদানগত পরিচয় —
তৎসম শব্দ, অর্ধ-তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, দেশিমূল, অজ্ঞাতমূল,
আগন্তুক শব্দ, হিন্দি, বিভিন্ন প্রাদেশিক শব্দ, বিদেশিমূল,
আরবি-ফারসি শব্দ, পোর্তুগিজ, তুর্কি, ইংরেজি, ও মিশ্র শব্দ।
এই উপজেলার মানুষজন দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার
করেন মান্য চলিতের প্রতিশব্দ সহ বিভিন্ন শীর্ষকে তার একটি তালিকা।

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৭০ - ১৮১

বাগার্থতত্ত্ব বা শব্দার্থ তত্ত্ব (Semantics)

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ, সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ পার্থক্য,
বিশিষ্টার্থক শব্দ, শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা।

উপসংহার ১৮২ - ১৮৪

পরিশিষ্ট ১৮৫ - ২২২

১. লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান (**Folk-elements**)

ক. প্রবাদ-প্রবচন
খ. ধাঁধা,
গ. লোক-গান।

২. ক্ষেত্র সমীক্ষার তথ্যাবলী ২২৩ - ২৩২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ ২৩৩ - ২৩৯

গবেষণা পত্রটিতে প্রদত্ত মানচিত্র ও ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন

মানচিত্র সূচি

১. বাংলাদেশের মানচিত্র
২. অবিভক্ত বাকরগঞ্জ জেলার মাত্রচিত্র
৩. বরিশাল জেলার মানচিত্র
৪. আগৈলঝাড়া উপজেলার মানচিত্র

সাংকেতিক চিহ্ন

প্রা. = প্রাকৃত
প্রা. বাং. = প্রাচীন বাংলা
প্র.= প্রত্যয়
বাং. = বাংলা
ইং. = ইংরেজি
Prt./পো. = পোর্তুগিজ
আঃ = আরবি
ফাঃ = ফারসি
√ = শব্দের মূল
হি. = হিন্দি
অস = অসমীয়া
গু = গুজরাটী
ঠ = মারাঠী
দ্র = দ্রাবিড়ীয়
বৃ. বা. জে. ই. = বৃহত্তর বাকরগঞ্জ জেলার ইতিহাস।
ক > খ = ক থেকে উৎপন্ন
সং. = সংস্কৃত
// = মূলধ্বনি
স ~ চ = স ও চ এর উচ্চারণ প্রায় একই রকম

গবেষণা পত্রটিতে এই উপভাষার '-চ' বর্গীয় ধ্বনিগুলিকে চ, ছ, জ, ঝ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিষদে আলোচনা রয়েছে।

ভূমিকা

উপভাষা বলতে মূলত কথ্যভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বা একটি বিশেষ অঞ্চলভুক্ত লোকজনের মুখের ভাষাকে বোঝায়। এই ভাষা হতে হবে কতগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার দ্বারা ঐ অঞ্চলভুক্ত জনসমষ্টি নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে পারেন। ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুম ফিল্ড এর মতে — 'A Group of people who use the same system of spech singnals is a speech community.' অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যাকে বলেছেন 'একটি ভাষা সম্প্রদায়' (speech community) ; কিন্তু ভাষা সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষার রূপ সর্বত্র একরকম নয়, আর একই ভাষার মধ্যে এই আঞ্চলিক পার্থক্য থেকেই উপভাষার সৃষ্টি। সুতরাং এটা পরিস্কার যে একই ভাষার একাধিক উপভাষা থাকতে পারে কিন্তু একটি উপভাষার ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না। উপভাষার থেকে ভাষার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল বিস্তৃত হলেও ভাষা থেকে উপভাষা বিছিন্ন কিংবা পৃথক নয়। এই প্রসঙ্গে ভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে — ' Specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language.' [Pei. Merio A. and Gaynor, Frank. 'A dictionary of Linguisties' - 1970, Londan, p. 56] অর্থাৎ ভাষা ও উপভাষার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা শ্রেণিগত নয়, মাত্রাগত। এই পার্থক্যের মান বেশি হলে সেটি উপভাষা না হয়ে আলাদা ভাষার মর্যাদা লাভ করে। অবশ্য এই মাত্রা নির্ণয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড এখনও স্থির হয় নি।

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে বলেছেন — 'বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য শব্দ সংকলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা বঙ্গ-ভাষা-ভাষী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য।' — তাঁর এই মহামূল্যবান কথাটি মাথায় রেখে আমার পূর্বপুরুষের জন্মভূমি অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ বিষয়ে গবেষণা করতে উদ্যোগী হই। বহুবার ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকে যে সমস্ত ভাষাবিষয়ক শব্দ ও উপাদান সংগ্রহ করেছি; তারই ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা আমার সীমাবদ্ধ বুদ্ধিমত্তায় অকুণ্ঠ ভাবে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করেছি গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে উপভাষা বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণার কাজ হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'A study of standard Bengali and the Noakhali Dialect' (1985). ড. পৃথ্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বীরভূমের উপভাষা', ড. অনিমেষ কান্তি পালের 'পূর্ববঙ্গের একটি উপভাষা ঃ ঢাকাই', ড. অসীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদিয়া জেলার উপভাষা', ড. অদিতি রায়ের 'কাঁথি মহকুমার উপভাষা', ড. শ্যামাপ্রসাদ দত্তের 'পাঁচ পরগণিয়া উপভাষা', ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা'। এছাড়াও অনেকে উপভাষা নিয়ে কাজ করেছেন। তবে আমাদের জানা মতে বরিশাল জেলার ভাষা নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অদ্যাবধি হয় নি। আমাদের গবেষণা সেই শূণ্যতা পূরণ করবে বলে আশা করছি।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন আমাদের গবেষণার শিরোনাম — 'বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষা ঃ ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ।' - হলেও এই গবেষণায় সমগ্র বরিশাল জেলার উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়বে। ভাষা যেহেতু কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডীর দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে সমগ্র বরিশাল জেলা ঘুরে ঘুরে সেটাই মনে হয়েছে। কেবলমাত্র দক্ষিণ বরিশালে কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণে ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। এই উপভাষা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে উপভাষার উচ্চারণগত, শব্দ ব্যবহারগত, অর্থগত এত বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে; যা মাঝে মাঝেই আমাদেরকে বিব্রত হতে হয়েছে কিন্তু পাশাপাশি কাজে অধিকতর উৎসাহিত হয়েছি। ভৌগোলিক দিক থেকে উপজেলাটির উত্তরে ফরিদপুর, পশ্চিমে কোটালীপাড়া, পূর্বে গৌরনদী, দক্ষিণে উজিরপুর।

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষা বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রথমে সমগ্র বরিশাল জেলার ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত বিষয়ে জানার চেষ্টা করি। উপজেলাটির প্রতিটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের তথ্য সহ ব্যবহৃত শব্দসমূহ সংগ্রহ করতে থাকি। অলক্ষে টেপ রেকর্ডার -এর সাহায্য নেই। উল্লেখ্য আমার বেশভূষা শব্দ তথা তথ্য গ্রহণে বাঁধা হয়ে দাঁড়াত তাই ওখানকার লুঙ্গি পড়ে ঐ ধরনের মানুষের বেশ-ভুষা পরিধান করে এলাকায় ঘুরে ঘুরে সর্ব শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় ভাষা সংহের জন্য যে পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করেছি তা হলো —

১) এলাকার প্রধান যাতায়াতের মাধ্যম ভ্যান। তাই ভ্যানে যেতে যেতে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে কোন বিষয়ে ভ্যানওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে থাকতাম। যত সময় প্রয়োজন হত ভ্যানওয়ালাকে একস্থান থেকে অন্য কোথাও যেতে বলতাম যাতে আমার উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে।

২) রাত্রি বেলা গ্রামের কোনো বাড়ি ঝগড়া লাগলে লুকিয়ে গিয়ে রেকর্ড করতাম।

৩) প্রথম প্রথম আমি কলকাতার লোক বলে লোকে নিজের ভাষা একটু ভালো উচ্চারণ করে আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করত - সেটা বুঝতে পেরে ওখানকার কিছু প্রবাদ মুখস্থ করে ওখানকার লুঙ্গি ও জামা

পরিধান করে সাধারণ ভাবে অন্য গ্রাম থেকে তথ্য মূলক কিছু অফিসিয়াল কাজ কর্ম করতে এসেছি বলে শব্দ সহ নানা তথ্য সংগ্রহ করেছি।

৪) গ্রাম্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে ভিরের মধ্যে কেউ না বুঝতে পারে এমনভাবে একের সঙ্গে অন্যের কথোপকথন লিখতাম এবং রেকর্ডিং করতাম — পরবর্তীতে যখন লেখা ও শোনা কথা এক হত সেটাই সঠিক বলে গ্রহণ করেছি।

আমাদের গবেষণা কর্মের সমগ্র কাজটিকে মোট ৬টি অধ্যায়ে বিভাজন করেছি, প্রথম অধ্যায়ে ক্ষেত্রটির ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক পরিচয়সহ বিভিন্ন গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেছি। এ ছাড়া ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত কিছু কিছু তথ্যের অবতারণা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে স্বর ধ্বনির অবস্থান, স্বর ধ্বনির প্রকৃতি ও পরিবর্তন, দ্বি-স্বরধ্বনি; ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থান ও ব্যবহার এবং তাদের উচ্চারণ ও পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরে এই অঞ্চলের কথ্যভাষার বিশেষত্ব ধরা পড়েছে। যেমন — 'ঢাকা ও বিক্রমপুরের ভাষার সহিত এখানকার ভাষার কোন কোন অংশের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, এবং উচ্চারণের শেষ একটা রেশ প্রায় তুল্যরূপ, "ক" স্থানে "অ" এবং "অ" স্থানে "হ" উচ্চারণ প্রায় করিয়া থাকে, "ধ" স্থানে "দ" "ভ" স্থানে "ব" ইত্যাদি। ... ঘ, ধ, ভ এই তিনবর্ণের উচ্চারণ এককালেই করিতে পারে না। বেটা স্থানে বেডা, ফাটা স্থানে ফাডা, পাঁটা স্থানে পাডা, ঘড়ি স্থানে গরি, যাব স্থানে যামু, হরি স্থানে অরি, হস্তি স্থানে অস্তি, করেছ স্থানে করচ্, বসিব স্থানে বস্মু, বসিবেন স্থানে ববেন, হাট স্থানে আট, আসুন স্থানে আস্কুন। আবাদ বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি তাবতেই "আজ্ঞা, আপনি মশয়" এই সম্বোধনীর সাধু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।' (সংবাদ প্রভাকর, সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ২৮ শে চৈত্র ১২৬১)

আমাদের গবেষণায় এই বিশেষ দিকটি সমান ভাবে ধরা পড়েছে। এর বিস্তৃত বিবরণ ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'চ'-বর্গীয় ধ্বনিগুলির উচ্চারণে বেশ অভিনবত্ব রয়েছে। 'চ' -এর উচ্চারণ ইংরেজি ch বা tch -এর মতো না হয়ে অনেকটা ইংরেজি ts এর মতো হয়। স্বাভাবিকভাবে জ -এর উচ্চারণ ইংরেজি j -এর মতো না হয়ে dz বা z এর মতো মনে হয়। তাই আমরা এই উপভাষায় 'চ'-বর্গীয় ধ্বনিগুলিকে যথাক্রমে চ, ছ, জ, ঝ রূপে চিহ্নিত করেছি। এছাড়া উষ্মবর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিশেষ স্বকীয়তা লক্ষ করা যায়। শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে 'স' ও 'শ', 'হ' -এ পরিণত হয় যেমন - শাক > হাগ, বসা > বহা, বসেন > বহেন, 'ছ' ধ্বনি কখনো 'স' এর মতো উচ্চারিত হয় যেমন - আসিছ > আহিস (এই ক্ষেত্রে স চিহ্ন প্রয়োগ করেছি) তবে শব্দের আদিতে 'চ' ধ্বনিটি মান্য চলিতের

মতোই অবিকৃত থাকে তবু ধ্বনিটি যেহেতু ঐ বর্গীয় তাই চ চিহ্ন সর্বত্রই দেওয়া হয়েছে। এর উল্টোটাও হতে দেখা যায় এই উপভাষায় যেমন - ছিপ > সিপ (অর্থাৎ ছ ~ স = ছ/স চিহ্নিত করেছি), আবার 'স' -এর উচ্চারণ 'চ' এর মতো হয় যেমন - স্কুল > ইচ্কুল, স্ক্রু > ইচ্কুরু (তাই স ~ চ = চ করা হয়েছে।) ট-বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ) ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে কিন্তু শব্দের মধ্যে ও অন্ত্যে প্রায় সর্বত্র ড -এ রূপান্তরিত হয়। যেমন — কাঁঠাল > কাডাল, পাট > পাড। 'ড়', এবং চন্দ্রবিন্দু এই উপভাষায় স্বাভাবিক ভাবে আসে না। যেমন - ঘড়ি > ঘরি, গাড়ী > গারি, চাঁদ > চান, বাঁশ > বাশ।

তৃতীয় অধ্যায়ে রূপতত্ত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে রূপিমের সাহায্যে শব্দগঠন প্রক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল, যৌগিক ক্রিয়া, সংযোগমূলক ক্রিয়া, অন্ত্যর্থক ক্রিয়া (থাক্ + মু = থাক্মু), ন-র্থক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, নাম ধাতু (হুগা + ইছে = হুগাইছে), শ্রেণি বিভাগ সহ বিভিন্ন কারক ও তাতে ব্যবহৃত কারক চিহ্ন, উপসর্গ, অনুসর্গ, সর্বনাম প্রভৃতির রূপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আলোচ্য উপভাষার বাক্যে প্রয়োগ সহ বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাক্যতত্ত্ব বা বাক্যরীতি (Syntax) । এখানে বাক্যের পদ সংস্থান, সর্বনাম পদের ব্যবহার রীতি (মুই, মোর, মোগো, তুমি, হে, আম্নার, ওয়াগো প্রভৃতি), উক্তি, বাচ্য ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের সূত্র মেনে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম তথা শব্দ ভাণ্ডার অধ্যায়ে তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, অজ্ঞাতমূল, এবং মিশ্র শব্দের তালিকা প্রদান করে শব্দ ব্যবহারের (শ্রেণিগত) প্রবণতা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

পরবর্তী অধ্যায়ে শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, বিশিষ্টার্থক শব্দ, শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক আলোচনা করেছি।

পরিশেষে প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ও বিভিন্ন বিষয়ক লোক গানের অবতারণা করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি এবং যাঁদের নিকট থেকে মৌখিক ভাষাগত উপাদান ও বিভিন্ন তথ্য-সংগ্রহ করেছি তাঁদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করেছি।

প্রথম অধ্যায়

আগৈলঝাড়া উপজেলার সাধারণ পরিচয়

ক. প্রাকৃতিক পরিচয়

খ. ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

আগৈলঝাড়া উপজেলার সাধারণ পরিচয়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়, তার মধ্যে ঢাকা বিভাগটি চারটি জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলির মধ্যে বাকরগঞ্জ একটি বৃহত্তর জেলা। এই জেলাটিকে আবার পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা - সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, ভোলা, ঝালকাঠি এবং পিরোজপুর। ১৯১৫ সালে সদর উত্তর মহকুমার অন্তর্গত ছয়টি থানা ছিল। যথা - গৌরনদী, মুলাদি, মেহেন্দিগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর এবং হিজলা। ১৯৬৪ সালে সদর উত্তর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) থানাগুলি হল - গৌরনদী, মুলাদি, মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা। ১৯৮৪ সালে গৌরনদী থানাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় - গৌরনদী থানা ও আগৈলঝাড়া থানা। ১৯৮৪ সালে বৃহত্তর বাকরগঞ্জ জেলার যে সমস্ত থানাকে উপজেলার মর্যাদা দেওয়া হয় তার সংখ্যা ২৭টি। এই সময় থেকে আগৈলঝাড়া থানাটিও উপজেলার স্বীকৃতি পায়। এই উপজেলার কথ্যভাষা বিশ্লেষণই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যেহেতু বরিশালের একটি অংশ আগৈলঝাড়া উপজেলা, তাই অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ভাষাগতও ঐতিহ্যগত একটা মিল এখানে পাওয়া যেতে পারে, যার আলোচনা পরবর্তীতে আমরা বিস্তারিত করেছি। আগৈলঝাড়া উপজেলাটি পাঁচটি ইউনিয়নে বিভক্ত —

১) বাগ্‌ধা ইউনিয়ন
২) রাজিহার ইউনিয়ন
৩) গৈলা ইউনিয়ন
৪) বাকাল ইউনিয়ন
৫) রত্নপুর ইউনিয়ন

আগৈলঝাড়া উপজেলাটি ২২.৯৬৬° উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০.১৫০০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। উপজেলাটির উত্তরে ও পশ্চিমের কিয়দংশ ফরিদপুর। পূর্বে গৌরনদী, পশ্চিমে কোটালীপাড়া এবং দক্ষিণে উজিরপুর। আগৈলঝাড়া উপজেলার আয়তন ১৬১.৮২ বর্গ কিলোমিটার। প্রতিটি ইউনিয়ন কতগুলি মৌজায় বিভক্ত। মৌজার সংখ্যা ৮৪ টি, কোনো কোনো মৌজা একটি গ্রাম নিয়ে আবার কখনো একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত। ৫টি ইউনিয়নে মোট গ্রাম সংখ্যা ৯৬ টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক গ্রাম গুলির কিছু নাম দেওয়া হল।

১) বাগ্‌ধা ইউনিয়ন — আস্কর, বাগ্‌ধা, খাজুরিয়া, চন্দ্রত্রিশিরা, গোপালসেন, নাগিরপাড়, জোবার পাড়, সোমাইর পাড়, জয়রামবাটি প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে গঠিত।

২) বাকাল ইউনিয়ন - বাকাল, বড়মাগড়া, ডুমুরিয়া, জলিরপাড়, কোদালধোয়া, আন্ধার-মানিক, রাজাপুর, মানসি-ফুল্লশ্রী, পাকুরিতা, সরবাড়ী, তেতলা প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে গঠিত।

৩) গৈলা ইউনিয়ন - সুধার, গৈলা, কাঠিরা, কালুরপাড়, সুজনকাঠি, পতিহার, স্যারাল, তালতা,

শিহিবাসা (সিবাশা) প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে গঠিত।

৪) রাজিহার ইউনিয়ন - বাটরা, বাদুরপুর - (বাহাদুরপুর) মাগুরা, বাসাইল, রাজিহার, গোয়াইল, রামানন্দের আগ, সুতারবাড়ি, প্রভৃতি নিয়ে গঠিত।

৫) রত্নপুর ইউনিয়ন - বারপাইকা, বেলুহার, চাপাচুপা, সুয়াগ্রাম, গৌহার, নাগার, মোল্লাপাড়া, রত্নপুর, দীঘিবালি, থানেশ্বরকাঠি প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে গঠিত। ঐতিহ্যগত পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ক. প্রাকৃতিক পরিচয়

এই উপজেলার প্রায় সমস্ত এলাকা সমতল ভূমি দ্বারা বেষ্ঠিত। কেবল মাত্র গৈলা ও বাকাল ইউনিয়নের কিয়দংশ উচু অঞ্চল দ্বারা আবৃত, যেখানে প্রচুর জঙ্গল ও ঝোপঝাড় রয়েছে। সেখানে কিছু বৃহদাকার গাছ পালা এবং বাঁশঝাড় চোখে পড়ে।

নদ-নদী

বৃহত্তর বাখরগঞ্জ জেলায় উল্লেখযোগ্য অনেক নদী আছে। তার মধ্যে প্রধান - মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, বলেশ্বর। আড়িয়াল খাঁ পদ্মা নদীর একটি শাখা যা মেঘনা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আড়িয়াল খাঁর আর একটি অংশ বরিশালে ঢুকে বরিশাল নদী নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বরিশাল বা কীর্তন খোলা নদী যা নলছিটি মধিপুর ও ঝালকাঠির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়ে বলেশ্বরে মিলিত হয়েছে। বরিশালের নদীটির উত্তর শাখা গৌরনদীর পার্শ্ববর্তী টরকী বন্দর হয়ে ঢাকার দিকে গমন করেছে। এই নদীর ছোটো খাট অংশ গৈলা হয়ে আগৈলঝাড়ার মধ্য দিয়ে পয়সার নদীর সঙ্গে মিলেছে। অন্যটি বাকালের মধ্য দিয়ে রাজাপুরের নিকট ত্রিমুখীতে পয়সার নদীতে পড়েছে। লোকমুখে শোনা যায় পয়সার নদীটি 'সুগন্ধ্যা' বা 'সন্ধ্যা' নদী নামে পরিচিত ছিল। নদীটি দক্ষিণে বরিশালের নদীর পরিবর্তিত নাম ধানসিদ্ধির বাগ, কাউখালি নদী যেটি বলেশ্বরে মিলিত হয়েছে, সেটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর শাখা নদী বা খাল ঘাঘর হয়ে বলেশ্বর ও মধুমতীর দিকে এগিয়েছে। বরিশাল নদীর অন্য একটি অংশ মাহিলাড়া থেকে উৎপন্ন হয়ে গৌহার এর মধ্য দিয়ে মোল্লাপাড়া হয়ে, বারপাইকার ভিতর দিয়ে আস্কর হয়ে, সৌমাইরপাড় হয়ে পয়সার নদীতে মিলেছে। উল্লেখ্য আগৈলঝাড়ার মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন নদী প্রবাহিত হয় নি। যা আছে ছোট খাট খাল নামে পরিচিত। তাও বর্তমানে নাব্যতার অভাবে চলা চলের প্রায় অযোগ্য হয়ে উঠেছে। আগৈলঝাড়ার মধ্যদিয়ে পশ্চিমে যে নদী বা খালটি গেছে তার থেকে একটি অংশ কালুরপাড় হয়ে কাঠিরার মধ্য দিয়ে বারপাইকার শেষ ও অস্করের পূর্ব সীমানায়, (দুসুমি হাট) মাহিলাড়া ও পয়সার হাটের খালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

প্রধান প্রধান সড়ক

সদর বরিশাল হয়ে উত্তর দিকে ঢাকা গামী প্রধান সড়ক থেকে গৌরনদী হয়ে গৈলার উপর দিয়ে আগৈলঝাড়ার প্রধান যোগাযোগকারী সড়ক নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে এটি পাকাও হয়েছে। এটিও উল্লিখিত

নদী বা খালের পাড় দিয়ে তৈরি যেটি পয়সার হাট হয়ে গোপালগঞ্জের প্রধান সড়কের সঙ্গে যুক্ত, পূর্বে এটি ছিল না। মাহিলাড়া হয়ে একটি পাকা রাস্তা বারপাইকার মধ্যদিয়ে অনেকগুলি গ্রাম পেরিয়ে বাগধা হয়ে পয়সার নদীর উপর দিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় প্রধান সড়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। টুঙ্গীপাড়া শেখ মুজিবর রহমানের বসতবাড়ি, সেইহেতু সমস্ত এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ সুপরিকল্পিত। উপজেলাটির সমস্ত মানুষের অন্য জেলার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম এই সড়কটি। যেটা পূর্ব পশ্চিমগামী। উত্তর ক্ষদিণে অন্য উপজেলার সঙ্গে যোগাযোগের কোনো সড়ক এখনও গড়ে ওঠেনি। তবে পরিকল্পণা আছে। এই সড়কের সমান্তরাল মহিলাড়াও টুঙ্গীপাড়াগামী যে সড়ক বর্তমানে আছে সেটি পূর্ব দিকে সচল হলেও পশ্চিম দিকে পয়সার নদীর উপরে ব্রীজ না থাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। উপজেলাটির মধ্যদিয়ে উত্তর দক্ষিণে অন্য উপজেলায় যাতায়াতের তেমন কোনো সড়কই অদ্যাবধি তৈরি না হওয়ায় জলপথে ছাড়া যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। তবে উপজেলার মধ্যবর্তী অঞ্চল গুলিতে পৌঁছানোর ছোটখাটো বহু কাঁচা রাস্তা বিদ্যমান। আস্কর ও বারপাইকার দক্ষিণ পাশ্ববর্তী বহু বাড়ি এখনও সড়ক বিচ্ছিন্ন। বছরের অধিকাংশ সময় তারা জলকাঁদা ডিঙ্গিয়ে সড়ক পথে পৌঁছায়। বাকী সময় যেহেতু জলে ডুবে থাকে তাই নৌকার মাধ্যমে রাস্তা বা সড়ক পথে উঠতে হয়।

উপজেলাটির দক্ষিণাঞ্চল নিম্নভূমি তাই প্রতিবছরই হঠাৎ প্লাবিত হয়ে প্রধান ফসল ধান নষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে আগৈলঝাড়ার দক্ষিণপাশ দিয়ে পয়সার হাটের নদীর পূর্ব সিমানা হয়ে দক্ষিণের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গৌহারের মধ্য দিয়ে একটি উচু বৃত্তের ন্যায় ঘের তৈরি করে এলাকাটিকে আবৃত করে জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে চলেছে। নানা দিক থেকে ছোট ছোট রাস্তা এই ঘেরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

বিল

আগৈলঝাড়া উপজেলাটির পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বেশ কয়েকটি ছোট বড় বিল রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কদমবাড়ির বিল, জলির পাড়ের বিল, ইন্দুরকানির বিল, শাতলার বিল, আস্করের বিল, দপাইরপাড়ের বিল, প্রভৃতি। উল্লেখ্য ইন্দুরকানির বিলের কিয়দংশ এই উপজেলাতে পড়েছে যা বারপাইকার দক্ষিনাংশ জুড়ে রয়েছে, বাকী অংশ উজিরপুরের মধ্যে পড়েছে।

খ) ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত পরিচয়

বর্তমান আগৈলঝাড়া উপজেলা সহ বরিশালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল একসময় চন্দদ্বীপ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত। তবে ঐতিহাসিক নানা তথ্যও বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্রাদির উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় - প্রায় ৭০০'শ বছর পূর্বে ফরিদপুর, সমগ্র বরিশাল, খুলনার দক্ষিণ ও পূর্বাংশ গভীর জলের তলায় নিমজ্জিত ছিল। শিকারপুর, ফুল্লশী ও পোনাবালিয়া নামে ছোট ছোট কিছু দ্বীপ ছিল, অর্থাৎ ৮০০ শত বছর পূর্বে বঙ্গোপসাগর এই অংশেই প্রবাহিত ছিল সেই অনুমান ভ্রান্ত নয়। গৌরনদীর পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তির সঙ্গে কাশীধামে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্বামীজী তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি শিকারপুরের কথা বলেন। স্বামীজী বলেন - "ওসব কি চর পড়িয়াছে?" (বৃ. বা. ই. পৃ. ৪৬৩)

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি নিয়ে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তবে পূর্বে চন্দ্রদ্বীপ ও বাকলা ভিন্ন স্থান

বলে চিহ্নিত হলেও পরবর্তীতে এটা প্রমাণিত যে বাকলা ও চন্দ্রদ্বীপ একই স্থান। কথিত আছে দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় ও তাঁর শিরোস্থিত অগ্ন্যুত্তাপে বিস্তীর্ণ জলমগ্ন স্থান শুকিয়ে যায়। চন্দ্রচূড়ের শিরোস্থিত চন্দ্রতাপে এই দ্বীপ সিক্ত বলে এই অঞ্চলের নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ।

'চন্দ্রদ্বীপে পূরা বিপ্রাস্তোয় পূর্ণা চ ভূমিকা।
মহাদেব প্রসাদেন শুষ্কা ভূতাহি মৃত্তিকা।।' (ভবিষ্যব্রহ্ম খণ্ড ১২/৮-৮ শ্লোক)

এছাড়া অন্য একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায় চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামের এক ব্যক্তি ভগবতীর মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ঘটনাচক্রে তিনি ভগবতী নামের এক কন্যাকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন স্ত্রী এবং তার উপাস্য দেবীর একেই নাম। লোকে তাকে পত্নী উপাসক বলে তিরষ্কার করতে পারেন এই ভেবে লজ্জায় সমুদ্রের জলে ডুবে মরতে চান, তখন ধীবর কন্যারূপী দেবী নিজের পরিচয় দিয়ে স্নেহভরে চন্দ্রশেখরকে বলেন - তোমার ভাবী পত্নীর নাম আর উপাস্য দেবীর নাম এক বলে লজ্জায় মরতে চেয়েছিলে? তা না করে পত্নীর নাম পরিবর্তন করে নিয়ে, কাত্যায়নীকে উপাস্য দেবীই রাখো। আমি তোমায় আশীর্বাদ দিচ্ছি সাত দিনের মধ্যে সুগন্ধ্যা নদীর মোহনায় বিরাট চরা পড়বে এবং সেখানে মানুষের বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠবে এবং তোমার নামানুসারে এলাকাটি 'চন্দ্রদ্বীপ' বলে পরিচিত হবে। এই অঞ্চলের ভাষা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বহু গ্রাম ঘুরে ৮০-৯০ বছরের বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে বহু গল্প শুনেছি যার সঙ্গে এই কিংবদন্তীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষের স্থায়ী বাস এখানে ছিল না। কোন না কোন সময় বাংলাদেশের অন্য কোনো পরগণা থেকে এরা এই অঞ্চলে বসবাস করতে এসেছিলেন। প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্ত ১৪০৬ শকাব্দে পদ্মপুরাণে লিখেছেন - 'পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘন্টেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লেশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।'

শিকারপুর ফুল্লশ্রী, পোনা বালিয়া ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল এটা অনুমান নয় সত্যতার ও নিদর্শন। কোনো এক সময়ে এই অঞ্চলের প্রায় সমগ্রটা যে জলের তলায় মিজ্জিত ছিল তার নমুনা এখনও একটু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়। ঘাঘরের পূর্বে ঘন্টেশ্বর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে বহু বিল আছে যেগুলোর কথা উল্লেখ করেছি তা সারা বছরই প্রায় জলে ডুবে থাকে। এখনও সে সমস্ত স্থানে মানুষের কোনো বসতি নেই। মজে যাওয়া বঙ্গোপসাগরেরই অংশ বলে মনে হয়। আমাদের আলোচ্য উপজেলাটি উল্লেখিত চন্দ্রদ্বীপেরই একটি অংশ যেটি বহু বছর পরে বরিশাল উত্তর সদরের একটি থানা গৌরনদী থেকে বিভক্ত হয়ে বর্তমানে উপজেলার মর্যাদা পেয়েছে। এখানকার মানুষজনেরা আজও জানেন না তাদের জায়গাটির সঙ্গে ঐতিহাসিক বহু ঘটনা ও ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে।

গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া বর্তমানে আলাদা উপজেলা হলেও দুটি একই অঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি ছিল অঞ্চল দুটি। এই উপজেলার মধ্যে আছে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য চর্চার পীঠক্ষেত্র 'গৈলা' ও 'মানসী ফুল্লশ্রীর' মত গ্রাম। প্রাচীন কালে সর্বপ্রথম বঙ জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল বলে এ অঞ্চলকে এক সময় 'বাঙলাবাদ' নামে চিহ্নিত করা হত। বর্মণ, পাল, গুপ্ত, সেন বিভিন্ন হিন্দু রাজারা একসময় -এর শাসনকর্তা ছিলেন। সেই আমলে মাদারীপুর, মুলাদি, কালকিনি, উজিরপুর, এমনকি কোটালীপাড়া এই দুই অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বঙ্গ জনগোষ্ঠীর শাসনকালে কোটালী পাড়া ছিল দক্ষিণবঙ্গ শাসনের প্রাণকেন্দ্র। এই সময় অর্থাৎ চতুর্থ শতকে চন্দ্রবর্মা

কোটালীপাড়ায় দুর্গ স্থাপন করেন। পঞ্চম ও ৬ ষ্ঠ শতকে গুপ্তরাজারা, ৭৫০ - ১১২৪ পর্যন্ত পাল রাজারা, ১২২৫ - ১৩ শতক পর্যন্ত সেন রাজারা এই অঞ্চলটিকে শাসন করেছেন। বল্লাল সেনের উপপত্নীর পুত্র কালু সেন চন্দ্রদীপের শাসন কর্তা ছিলেন এবং তাঁর আমলে ফুল্লশ্রী চন্দ্রদ্বীপের রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্র ছিল। চতুর্দ্দশ শতকের প্রথমদিকে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী গৌঢ় দখল করলে ভীত সন্ত্রস্ত বল্লাল সেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গিয়ে গৌরনদীতে আত্মগোপন করেন। এমনকি সেন রাজার সভাকবি গোবর্দ্ধন আচার্যও আলোচ্য অঞ্চলে এসে বসবাস করতে থাকেন। এরপরে মুসলমান শাসকদের মধ্যে সর্বাগ্রে চন্দ্রদ্বীপের শাসন ভার গ্রহণ করেন সুলতান রুকুনুদ্দীন বরবক্‌শাহ্‌। সুলতান হুসেন শাহের সময় মানসী ফুল্লশ্রী যা গৈলা নামে সুপরিচিত সেটি পণ্ডিত নগর বলে খ্যাত ছিল। এখানে একটি কথা না বললেই নয় — গৈলা আসলে - গৈলা, মানসী ফুল্লশ্রী, দক্ষিণ সিহিপাশা, উত্তর সিহিপাশা, কালুপাড়া ও মুড়িহার নামের সাতটি মৌজা নিয়ে গঠিত। বিস্তারিত ভাবে আগৈলঝাড়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়ার অবকাশ আমাদের নেই -ভাষার আলোচনা যেহেতু মুখ্য। তবু এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার অঞ্চলটি বহু বছর ধরে অখণ্ড ভারত বর্ষের সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত। (বার্ষিক স্মরণিকা - ২০০৫ ৯/সি: টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০)

ঐতিহ্যগত কিছু পরিচয়

আমরা এবার শুধু আগৈলঝাড়া উপজেলা কেন্দ্রীক উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু গ্রামের ঐতিহ্যগত দিক তুলে ধরব।

১) আগৈলঝাড়া

আগৈলঝাড়া উপজেলাটির কেন্দ্রবিন্দু। এই অঞ্চলটি বর্তমানে শিক্ষা দীক্ষা ও সামগ্রিক উন্নতিতে অন্যান্য গ্রামগুলির তুলনায় এগিয়ে। এখানের উল্লেখযোগ্য 'বিষ্ণু মন্দির' ও পুন্যাত্মা ভেগাই হালদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'হরিমন্দির'। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আগৈলঝাড়ার প্রসিদ্ধ 'জামে মসজিদ'। এই সমস্ত এলাকা এক সময় যে জলের তলায় নিমজ্জিত ছিল তার বহু প্রমাণ আধুনিক সময়ে পাওয়া গেছে। বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তা বলা যায়। আগৈলঝাড়া কলেজ পার্শ্বস্থ পুকুর খননের সময় কষ্টিপাথরের একটি হীরের মূর্তি পাওয়া যায় ১৯৮০ সালের ২৭ শে এপ্রিল রবিবার বেলা ৯ ঘটিকায়। এই মন্দির প্রতিষ্টার জন্য কামিনী বাড়ৈ, যামিনী বাড়ৈ, সরোজিনী প্রমুখ উদার ব্যক্তিরা জমিদান করেন। এছাড়া শান্তিলতা জয়ধর (কালী বুড়ি) - এর দেয় জমিতে আবাসিক পাকাগৃহ নির্মিত হয়েছে।

পুন্যাত্মা ভেগাই হালদারের নাম অঞ্চলের সমগ্র মানুষের মুখে মুখে। হরিভক্ত এই মানুষটি সারা জীবন শিক্ষা ও হরিনাম প্রচারে ব্যয় করেন। একই দিনে একই সময়ে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু। জন্ম - ২১শে আষাঢ় ১২৬০ সাল, মৃত্যু ২১ শে আষাঢ় ১৩৪০ সাল। আগৈলঝাড়া ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমী তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। এখন বালিকা ও বালকদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করে বহু গল্প আজও এলাকার মানুষ করে থাকেন।

আগৈলঝাড়া সৃষ্টির অর্থাৎ নামকরণের ক্ষেত্রে কথিত আছে - এলাকাতে পানীয় জলের জন্য শাসন কর্তারা বহু দীঘি খনন করেছিলেন তেমনই একটি দীঘি ছবি খাঁর সময়ে খনন করে লোকজন এখানে এসে বিশ্রাম নেন এবং আগৈল বা ঝুড়ি এখানে ঝেড়ে মাটি পরিষ্কার করেন তখন থেকে নাম হয় 'আগৈলঝাড়া'। উল্লেখ্য মাটি কাটার লোকজন যেখানে এসে পয়সার লেনদেন করেন তার নাম হয় 'পয়সারহাট', যেখানে কোদাল পরিস্কার কিংবা ধোয়া হয় সেস্থানটির নাম 'কোদাল ধোয়া' হয়। যার সবকটি গ্রাম এই উপজেলার অন্তর্ভুক্ত।

গৈলা

গৈলা ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি স্থান নানা কারণে প্রসিদ্ধ। বহু প্রাচীন যুগ থেকেই স্থানটির পরিচয় সর্বজন বিদিত। গৈলার নামসী ফুল্লশ্রীর ইতিহাস অনেকেই রচনা করেছেন আলাদা করে বিশেষ কিছু বলার নেই। মনসামঙ্গলের রচয়িতা বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান এখানে। যেটা বলার -এলাকাটি যে এক সময় দ্বীপ ছিল তা এলাকা ঘুরলে বোঝা যায়। পার্শ্ববর্তী নতুন গড়ে ওঠা এলাকার তুলনায় এলাকাটি অনেক উচু। পূর্ব পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সমস্ত অঞ্চলই গভীর খাদের ন্যায় সমতল ভূমি এবং যতপশ্চিমে ও দক্ষিণে যাওয়া যায় তত নিম্নভূমি যা আজও সেই নিমজ্জিত সময়কার কথা মনে করিয়ে দেয়।

গৈলার উত্তর সিহিপাশায় একটি অনুল্লিখিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটি হল 'সতীদাহ মঠ' এখানে ঘৃর্ণ্য সতীদাহ প্রথা যে প্রচলিত ছিল তা আর বলার অবকাশ রাখে না। গাঙ্গুলী বাড়ির সেই মঠের ধ্বংসাবশেষে আজও অবলা নারীর দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

এছাড়া মানসী ফুল্লশ্রীর 'কালী তারা নিত্যানন্দ স্মৃতি মন্দির' উল্লেখের দাবী রাখে যে - এলাকাটি বহু প্রাচীন কাল থেকেই দেব-দেবীর পূজা পার্বণে অন্য এলাকার চেয়ে প্রাচীনত্বের ছাপ বহন করে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যম পুরুষ শরৎচন্দ্র দাশগুপ্তের জন্ম ১২৩৬ সালে, মৃত্যু ১৩০৯ সালে।

যবসেনের অবস্থান আগৈলঝাড়ার মধ্যে পড়লেও গৈলার পার্শ্ববর্তী বলে মানসী ফুল্লশ্রীর অংশ বলেই জনসমক্ষে পরিচিত। এখানে 'মরহুম জংশের খান' এর 'মাজার শরিফ' একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বাহক। বর্তমান বংশ ধরদের কাছ থেকে জানা যায় জংশের খান ৭ টি নৃশংস খুন করে এখানে পালিয়ে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর চার সন্তান - ১) বরকুতল্লা, ২) মঙ্গল, ৩) আসাবদি ও ৪) গাজি।

এই চার সন্তানের নামানুসারে মুসলমান জাতির চারটি শ্রেণি বিভাগ সমাজে বিদ্যমান কিন্তু এরা আজও জানেন না, কি কারণে তাদের বংশের টাইটেল 'গাজি' কিংবা 'আসাবদি' হয়েছে।

পাকুরিতা

শ্রী সৎ স্বামী মোনাই পাগলের আশ্রম

কালুর পাড়ের পশ্চিম দিকে যোবার পাড়ের কাছে ভক্তসঙ্গ সেবাশ্রমটি স্থাপিত। মোনাই পাগলের নামে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। তিনি পুন্যাত্মা ঠাকুর হিসাবে পরিচিত। বহু ভক্ত তাঁর বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। ৬৮ - এর বন্যার সময় ঝালকাঠি নদীতে বন্যার মধ্যে নৌকা পড়ে যায়, সেই নৌকাতে ছিল অতুল ঘরামী, (পাকুরিতা), হীরা সাধু (হালদার) রামের কাঠির বাসিন্দা এরা সবাই পাগলের

শিষ্য। বিপদ বুঝে বাড়ি বসে পাগল ধামা দিয়ে নৌকার জল সেচে তাদের বাঁচান। আজও সেই আশ্রমে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার লোক আসে, যারা পাগলের শিষ্য। পাগলের ছেলে সুখদেব গোস্বামী এখনও পাগলের ধারা বজায় রেখে চলেছেন। (তথ্য সুখদেব গোস্বামী, পাগলের পুত্র)

দক্ষিণ বড়মাগড়া

এলাকাটি বাকাল ইউনিয়নভুক্ত। পয়সার হাট কিংবা সুগন্ধ্যা নদীর পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বস্থ দেব-দেবীর পূজা পার্বণে ভক্তি না রেখে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধান করেছেন এই এলাকার মহাত্মা নিবারণ চন্দ্র। তাঁর জন্ম ১২৯০ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ। বহু জ্ঞানী গুণীর সাহচর্যে এসে নিজ জীবনের উপলব্ধি দিয়ে 'গুরুস্মৃতি' ও 'আত্মস্মৃতি' - নামক দুখানি গ্রন্থের মধ্যে প্রেম ভক্তির একাগ্রতা ও গুরুতত্ত্বের মর্মকথা স্বরূপ এক নতুন ধর্মের পথ দেখিয়েছেন যার নাম 'সত্যধর্ম'। দক্ষিণ বড়মাগড় এলাকার সীমা ছাড়িয়ে এই ধর্মের বাণী আজ সমগ্র বাংলাদেশ তথা অভিভাসিত ভারতবর্ষের মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে।

চাঁদ ত্রিশিরা

ঘাঘর এর পূর্ব পাশে আগেলঝাড়া উপজেলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রামটি। এটি বাগ্‌ধা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকার মধ্যত্রিশিরায় প্রতিষ্ঠিত বড় ভট্টি বাড়ির 'জামে মসজিদ' সবচেয়ে পুরনো। এর প্রতিষ্ঠাতা কফিউদ্দীন ভট্টি, এছাড়া বাগধার 'কওমী মাদ্রাসা', 'আলীয়া মাদ্রাসা', আমবৌলা ও খাইজরার 'মহিলা মাদ্রাসা' ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মুসলমানদের টুপি পড়ার সূত্রপাত এই অঞ্চলের মাদ্রাসা থেকেই।

আস্‌কর

বাগ্‌ধা ইউনিয়নের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আস্‌কর। গ্রামটি পুরাতন কালিবাড়ি, নতুন কালিবাড়ি, চক্রীবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এর পশ্চিম পার্শ্বে সাত জইন্‌গার পাড়ে ১৫০ বছরের পুরনো একটি খ্রীষ্টান মিশনারী গীর্জা আছে। এই গীর্জার প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরীর আনুগামী ওয়েঙ্গার। মিশনারী ব্যাপটিষ্ট নিকলিন সাহেব বোটে করে বাখরগঞ্জের মানুষদের জন্ম মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিতে আসতেন এবং এই চার্চে রাত্রিবাস করতেন, সময় কাটাতেন। যে বাঙালি প্রথম এই চার্চের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পান তিনি হলেন রেভারেন্ট নগেন বাড়ৈ। এরপরে দায়িত্ব নেন আস্‌করের ডা. নির্মলেন্দু সরকার এরা উভয়েই বরিশাল তথা বাকরগঞ্জের ব্যাপটিষ্ট জেলা সম্মিলনীর পর্যায়ক্রমে সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে দায়িত্বে আছেন শ্রী বিনোদ বাড়ৈ। প্রতিষ্ঠানটি অনেক উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে এলাকার ঐতিহ্যকে বর্ধিত করে চলেছে।

(**তথ্যসূত্র** ঃ শ্রী বিনোদ বাড়ৈ, গ্রা. পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল)

মতুয়া ধর্ম

উল্লেখ্য আস্‌করের চক্রীবাড়ি ব্যতীত অন্য অঞ্চল গুলিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের একছত্র বসবাস। তাই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মুক্তিদাতা শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত মতুয়া ধর্মের এক ভক্ত রাইচরণ বৈরাগীর জন্ম এই গ্রামে। তাঁর জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দে চৈত্রপূর্ণিমার বৃহস্পতিবারে। অশিক্ষিত নমঃ শূদ্র সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য নিজ চেষ্টায় আস্‌কর কালিবাড়ি প্রাইমারী ও উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া বহু উন্নয়ণমূলক কাজ করেছেন আমরণ। তাঁর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কালিবাড়ি 'শ্রীশ্রী হরিমন্দির' আজও সেই ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে চলেছে। তাঁর বংশ পরিচয় —

রাইচরণ বৈরাগী

হরপ্রসন্ন বৈরাগী | নীরোজবরণ বৈরাগী | বিবেকানন্দ বৈরাগী | নারায়ণ বৈরাগী

এই হরিভক্তের মৃত্যু হয়, ১৯৭১ সালের ২০ মে নিষ্ঠুর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর গুলিতে। এই ভক্তের গায়ে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে দলের সবার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা ও পায়খানা শুরু হয়ে যায়। এর দরুণ গ্রামটির অন্যান্য নারী পুরুষ পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়। এইভাবে ক্রম পরম্পরায় মতুয়া ধর্মের আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পরবর্তীতে মহাত্মা ঠাণ্ডারাম এই ধারাকে নেতৃত্ব দেন। তিনি ১২৮৫ সালের ১২ ফাল্গুন মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী এই মানুষটির লেখা পড়া বেশিদূর হয় নি। সুঠাম দেহের মানুষটি হালুটি কাজের ফাঁকে হরি ঠাকুরের নাম ও তাঁর আদর্শ প্রচারে মগ্ন থাকতেন। আস্তে আস্তে গোসাই কিংবা সাধু নামে পরিচিতি লাভ করেন। ফরিদপুরের কৃষ্ণচাঁদ গোসাই এর কাছ থেকে মতুয়া ধর্মে দীক্ষা নেন এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই পৈতেধারী ব্রাহ্মণদের বুজরুকী থেকে মুক্ত হয়ে হরিচাঁদের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। প্রচুর ভক্ত দলে দলে ঠাকুরের কাছে মুক্তির জন্য আসতেন। অনেক কথিত গল্প শোনা যায় — পূর্ব থেকেই কোন ভক্ত কোথা থেকে আসবেন বলতে পারতেন। ক্যান্সার ও বন্ধ্যাত্ব রোগ তাঁর কথায় ও পরামর্শে হরিনামের ফলে ভালো হয়ে যেত, সাথে প্রতিবিধান হিসেবে প্রতিদিন একটি করে রুই মাছের মাথা খাওয়া সহ হরিনাম করতে বলতেন। এই মহাগুরুর মৃত্যু সময় নিজে স্থির করে দিয়েছিলেন - ১৩৮৫ সালের ১০ই আষাঢ় মরার কথা বলেন, ছেলেরা অনুরোধ করলে তাদের দুদিন সময় দেন এবং তাঁর ইচ্ছা মত পয়সার হাট থেকে ইলিশ মাছ এনে কাঁচকলা দিয়ে রেঁধে খাওয়ান এবং সবাইকে হরিনাম করতে বলেন এই ভাবে নাম করতে করতে মহাত্মা হরিভক্তের চিরবিদায় ঘটে।

পরবর্তীতে এই মতুয়া ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভক্তদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কারণ অশিক্ষিত মানুষজন ব্রাহ্মণ্যবাদকেই বেশি বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মণ বর্জিত কোন অনুষ্ঠান করতে গেলেই ধর্মান্ধ মানুষদের দ্বারা এরা আক্রান্ত হতেন। বর্তমান সময়ে গৌরহরি হালদার নামের এক মতুয়া ভক্ত শিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মের ব্যাখ্যা ও প্রচার করতে থাকেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে নতুন ভাবে এই মতুয়া ধর্মের জাগরণ ঘটে সারা বাংলায়। এই কাজে বর্তমানে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দল যোগ দিয়েছেন - তাদের

মধ্যে অন্যতম গৌতম হালদার, বিচরণ বালা, কেশব চন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

বাকাল

এলাকাটি অন্য অঞ্চলের তুলনায় একটু উচু এবং জঙ্গলময় ছিল, তাই এই গ্রামটিতে এক সময় প্রচুর বানর দেখা যেত। এই অঞ্চলে প্রায় দুই শত বছরের পুরণো একটি আক্রা ছিল যা বর্তমানে 'রাধা গোবিন্দ আশ্রম' নামে পরিচিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাউলরা এসে এখানে গান বাজনা করতেন। বর্তমানে কীর্তনের আসর বসে। এই গ্রামে এক বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন, তিনি গাছ-গাছালির ছাল, পাতা মিশিয়ে এক অদ্ভুত নিয়মে চিকিৎসা করতেন। তিনি 'সুধীর ডাক্তাণ' বলে এলাকার মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে চিকিৎসার জন্য বহু লোক এখানে আসতেন। পশ্চিম বাকালে ১৭০ বছরের পুরণে 'ফকির বাড়ির জামে মস্‌জিদ' নামে একটি মস্‌জিদ আছে। প্রতিষ্ঠাতা বছিরউদ্দীন ফকির। মুসলিম সমাজের সুন্নিদের নিয়ে (১৩টি গ্রামের সুন্নি) এই মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ফকিরদের উপাধি ছিল জালাল। এলাকার মুসলিম সমাজের মানুষদের কাছে এটি একটি প্রাচীন ঐতিহ্য স্বরূপ।

দক্ষিণ সিহিপাশা

গ্রামটি গৈলা ইউনিয়নভুক্ত। এখানকার প্রতিটি মৌজাভুক্ত গ্রামে সংস্কৃতচর্চা কম বেশি হত। পূর্ববর্তী সমস্ত বইওয়ালারা গৈলা ও মানসী ফুল্লশ্রীকেই সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমার গবেষণার কাজে গিয়ে দক্ষিণ সিহিপাশা গ্রামটিতে একটি সংস্কৃত কলেজের সন্ধান পাই। কলেজটির নাম ছিল 'মদনমোহন কবীন্দ্র কলেজ (সংস্কৃত)'। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লোলিত সাগর দাসগুপ্ত। যিনি ছিলেন নাটোরের মহারাজার পারিবারিক কবিরাজ। এই এলাকার শ্রীভূদেব চক্রবর্তী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এটি ছিল এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত ঠোল। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পরে কলেজটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় এমন অনেক গ্রাম আছে যা একসময় শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় বেশ উন্নত ছিল। ইংরেজদের শাসন ও দেশ ভাগ সমস্ত কিছুকে ম্লান করে দিয়েছে।

বারপাইকা

বারপাইকা গ্রামটি পূর্বে উজিরপুরের মধ্যে থাকলেও বর্তমানে রত্নপুর ইউনিয়নভুক্ত। এই গ্রামটিও সংস্কৃতচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার ভট্টাচার্য বংশ সংস্কৃত শাস্ত্র জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন - তারিণীচরণ শিরোমণি, সূর্যাই ব্যাপারী, পণ্ডিত রাধানাথ ভট্টাচার্য, বর্তমানে শ্রী উমেশচন্দ্র বাড়ৈ, শ্রী শশীভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রী কুমোদ বাড়ৈ, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বাড়ৈ, শ্রী সুনীল কুমার বাড়ৈ, শ্রী শৈলেন হালদার প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি। এই গ্রামের কাঠের নির্মিত বাসন-কোসন বিখ্যাত।

আগৈলঝাড়া উপজেলার প্রতিটি গ্রামেরই ইতিহাস কিছু না কিছু তথ্য বহুল, বিস্তারিত বলার অবকাশ আমাদের নেই। সংক্ষেপে কিছু কিছু গ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হলো, অনালোচিত

থাকল বহু গ্রাম। তবু দু-একটি গ্রাম সম্পর্কে একটা দুটো তথ্য না দিলেই নয়। মোল্লাপাড়া গ্রামটি সৃষ্টির পশ্চাতে একটি ঘটনা আছে। লোকমুখে শোনা যায় নবাবের শাসনকালে ওই অঞ্চলের একটি মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি যতদূর গিয়েছিল, সেখানে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল আর তখন থেকেই গ্রামটির নাম মোল্লাপাড়া বলে পরিচিত। বর্তমানে অবশ্য অন্য ধর্মের মানুষেরাও বসবাস করে। এখানে সার্বজনীন 'রাধাগোবিন্দ মন্দির' নামে একটি মন্দির আছে। প্রতিবছর নাম সংকীর্তন হয় মন্দির চত্তরে।

এছাড়া তালতার মাঠের কালীমন্দির ও গোবিন্দমন্দির উল্লেখযোগ্য। জোবারপাড়ের গীর্জা। (১৯০৯); নগর বাড়ীর জামে মসজিদ, বারপাইকার তালবাড়ির মসজিদ, এলাকাগুলির ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

আগৈলঝাড়া উপজেলার জনবিন্যাস

এই উপজেলার অধিবাসী জনমণ্ডলী মূলত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সমাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সর্বশেষ ২০০১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুযায়ী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধের আনুপাতিক হার —

হিন্দু	—	৬৮,৫৬৬ জন	-	৪৪.০৪ %
মুসলমান	—	৮২,৯৯৫ জন	-	৫৩.৩১ %
খ্রীষ্টান	—	১২৭ জন	-	০.০৮ %
বৌদ্ধ	—	৩৯,২০ জন	-	২.৫১ %

এই উপজেলায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মোট সংখ্যা ৫৩ জন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যা ৬২ জন।

উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক এই জনসংখ্যার বন্টন নিম্নরূপ —

১) বাগধাইউনিয়ন —

জাতি		মোট জনসংখ্যা		আবাসিক গৃহ সংখ্যা
হিন্দু	—	১০,৬৮৮	-	২৩,২২
মুসলমান	—	১৯,০৮০	-	৩৬,৭৩
খ্রীষ্টান	—	০১	-	০১
বৌদ্ধ	—	১৫২৭	-	৪২৮
অন্যান্য	—	০১	-	০১
আদিবাসী সম্প্রদায়	—	নেই	-	নেই

২) বাকাল ইউনিয়ন —

জাতি		মোট জনসংখ্যা		আবাসিক গৃহ সংখ্যা
হিন্দু	—	১৫,৫৯০	-	৩১,১৬
মুসলমান	—	১০,৪৮০	-	২,০৭৭
খ্রীষ্টান	—	২০	-	২০
বৌদ্ধ	—	নেই	-	নেই
অন্যান্য	—	০৮	-	০২

৩) গৈলা ইউনিয়ন —

জাতি		মোট জনসংখ্যা		আবাসিক গৃহ সংখ্যা
হিন্দু	—	১০৩৫৩	-	২,১৭৫
মুসলমান	—	২২,০৫৯	-	৪,৩৮৫
বৌদ্ধ	—	১,২৫০	-	২৯৯
খ্রীষ্টান	—	০৩	-	০২
অন্যান্য	—	০৩	-	০১
ট্রাইবাল (উপজাতি)	—	০১	-	০১

৪) রাজিহার ইউনিয়ন —

জাতি		মোট জনসংখ্যা		আবাসিক গৃহ সংখ্যা
হিন্দু	—	১৭,৮৫০	-	৩৫৫৮
মুসলমান	—	১৪,৫৭৮	-	২,৯৯৫
বৌদ্ধ	—	৩৮৯	-	৯৬
খ্রীষ্টান	—	৯২	-	৫০
অন্যান্য	—	৪১	-	১১
ট্রাইবাল (উপজাতি)	—	নেই	-	নেই

৫) রত্নপুর ইউনিয়ন —

জাতি		মোট জনসংখ্যা		আবাসিক গৃহ সংখ্যা
হিন্দু	—	১৪,২৮৫	-	২,৭৮৯
মুসলমান	—	১৬,৭৯৮	-	৩,৩৯০
বৌদ্ধ	—	১৯৭	-	৫০
খ্রীষ্টান	—	১১	-	১১
অন্যান্য	—	নেই	-	নেই
ট্রাইবাল (উপজাতি)	—	৬১	-	১২

এছাড়া আগৈলঝাড়া উপজেলায় ৫ থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির সংখ্যা নিম্নরূপ —

	উপস্থিতি		অনুপস্থিতি	
	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
৫-৯ বছর	৬,৬০৪	৬,০০৩	৪,৫৩৮	৪,০৩৪
১০-১৪ বছর	৮,৯৮২	৮,৪৯৪	২,৬৬৬	২,২১৩
১৫-২৪ বছর	৫,৫৭৯	৪,৪২৩	৭,৪২৯	৯,৩৭৮

ইউনিয়ন ভিত্তিক এই পরিসংখ্যান নিম্নরূপ —

৫-৯ বছরের মধ্যে ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে

ইউনিয়ন	উপস্থিতি		অনুপস্থিতি	
	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
বাগ্‌ধা	১,৩২৯	১,৩২০	১,০৭৮	৯৩৫
বাকাল	১,০৯০	৯২৫	৮২৮	৭০৯
গৈলা	১,৩৮৫	১,২৮৬	৮৯৯	৮১৪
রাজিহার	১,৪৯৬	১,৩৩১	৭৯০	৭৩৪
রত্নপুর	১,৩০৪	১,১৪১	৯৪৩	৮৪২

১০ থেকে ১৪ বছরের ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে

	উপস্থিতি		অনুপস্থিতি	
	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
বাগ্‌ধা	১,৭১৬	১,৬২৮	৫৪৭	৪১৬
বাকাল	১,৪৪৭	১,৩৬০	৪১৯	৩৮৭
গৈলা	১,৯৪২	১,৯৪৬	৫৮৯	৫৪৪
রাজিহার	১,৯২৫	১,৭৬১	৫৫২	৪০১
রত্নপুর	১,৯৫২	১,৭৯৯	৫৫৯	৪৬৫

১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে

ইউনিয়ন	উপস্থিতি		অনুপস্থিতি	
	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
বাগ্‌ধা	৯৬২	৭৩৫	১,৪৪১	১,৭৭৩
বাকাল	৯১৪	৬৯২	১,৩৫৬	১,৬৪৪
গৈলা	১,৩১০	১,০২৫	১,৭০৯	২,০৭৫
রাজিহার	১,২৯৬	১,০২৮	১,৪৫৮	১,৯৩৬
রত্নপুর	১,০৯৭	৯৪৩	১,৪৬৫	১,৯৫০

আগৈলঝাড়া উপজেলাতে পানীয় জলের উৎস, শৌচালয়, বৈদ্যুতিক সুবিধা ও কৃষি জমির মালিকানার বিবরণ —

আলোচ্য উপজেলার ৩০৯৮০ টি পরিবারের মধ্যে ট্যাপ এর পরিশ্রুত জল ব্যবহার করেন ৩৩৬ টি পরিবার, টিউবয়েলের জল ব্যবহার করেন ১২৫১৩ টি পরিবার, ভালো পরিষ্কার জল ব্যবহার করেন ১৫,৯৩৯ টি পরিবার, পুকুরের জল ব্যবহার করেন ১৪৯৩ টি পরিবার, অন্যান্য উৎস থেকে জল ব্যবহার করেন ৬৯৯ টি পরিবার।

এছাড়া দূষণমুক্ত পায়খানা ব্যবহার করেন ২৪৭৯০ টি পরিবার, কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করেন ৪৪৪৪ টি পরিবার, কোন পায়খানার ব্যবস্থা নেই ১৭৪৬ টি পরিবারের, পল্লী বিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুতের সুবিধা পান ৮,৩৩৮ টি পরিবার। এ ছাড়া নিজস্ব কৃষি জমি আছে ৩০,৯৮০ টি পরিবারের মধ্যে ২৫,৪৩৭ টি পরিবারের। অন্যান্যরা ভূমিহীন চাষী যারা অন্যের জমিতে কাজ করেন কিংবা ভাগে/বর্গায় অন্যের জমি চাষ-বাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

[redacted] 234959

আগৈলঝাড়া উপজেলার আয়তন, নারী-পুরুষের সংখ্যা মোট শিক্ষিতের হার এবং নারী-পুরুষের আলাদা আলাদা হার নিম্নে দেখানো হলো —

৭ বছরের উর্ধে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার হার

ইউনিয়ন	আয়তন /একরে	মোট জন সংখ্যা	পুরুষ	নারী	মোট শিক্ষিতের হার	পুরুষের হার	নারীর হার
বাগধা	৮,৭১৩	৩১,২৯৭	১৫,৭৭৭	১৫,৫২০	৫৩.১৪	৫৬.৮৭	৪৯.৪৩
বাকাল	৭,৯৫৬	২৬,৪৫৫	১৩,৪৭২	১২,৯৮৩	৬২.১৯	৫৬.৭১	৫৭.৫৫
গৈলা	৬,২৯৮	৩৩,৬৬৩	১৬,৭৫৫	১৬,৯১৩	৩৩.৭৭	৬৬.৭৬	৬০.৮৫
রাজিহার	৮,৯৩৭	৩২,৯৫০	১৬,৫৮২	১৬,৩৬৮	৫৯.৮১	৬৩.৯৭	৫৫.৬৩
রত্নপুর	৬,৫১৪	৩১,২৯১	১৫,৬০৭	১৫,৬৮৪	৫৭.২৪	৬১.১৯	৫৩.৩৯

১০ বছরের উর্ধে মানুষদের কর্মে নিযুক্তির হিসাব নিম্নে তুলে ধরা হলো —

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ইউনিয়নের নাম	মোট লোক	কোনো কাজ নেই	কাজের সন্ধানে	গৃহকর্মে নিযুক্ত	কৃষিকার্যে	শিল্পে	জলবিদ্যুৎ	কন্ট্রাক্টারী	ট্রান্সপোর্ট	হোটেলে	ব্যবসা	চাকুরী	অন্যান্য
বাগ্‌ধা ইউনিয়ন	২২,৫৬৪	৭,০৩১	৩০১	৭,১৩১	৫,২১৭	১০২	৫	১৯৯	১০৯	১৯	১২৩৮	১৮৬	১০২৬
বাকাল ইউনিয়ন	১৯,৮৪২	৬,০২৮	২১৭	৬,৪০৩	৪,৫৩৩	১৩৩	৭	৩২৫	২০৫	৬	১০৬২	৩৩১	৫৯২
গৈলা ইউনিয়ন	২৫,৬২৮	৮,৫৭৮	৪৩১	৭,৯৪৩	৪,৭৯২	১১৬	৯	৩৬৪	২৫৮	৭	১৭৪৪	৩৩৪	১০৫২
রাজিহার ইউনিয়ন	২৪,৮৫৮	৭,২০৭	৫৮৫	৮,১৭৩	৬,৩৫১	৪৩	৮	৬০৭	৯০	১১	৭৭০	৩৩০	৬৮৩
রত্নপুর ইউনিয়ন	২৩,৩৯৬	৮,১৩৬	৪১৩	৬,৯৪৭	৪,৯১৫	২৫১	৪	৪৯১	১১০	১০	১২২৪	৪৮১	৪১৪

আগৈলঝাড়া উপজেলার মানুষের প্রধান জীবিকা ও আয়ের উৎস

এখানকার অধিকাংশ মানুষ তথা পরিবারের প্রধান জীবিকা কৃষি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে প্রায় সমস্ত পরিবারেরই নিজস্ব কিছু কৃষি জমি আছে। যাদের নেই তারাও অন্যদের জমি ভাগ চাষ করেন। নিম্নে প্রধান আয়ের উৎস সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্য দেওয়া হলো — মোট ৩০, ৯৮০ টি পরিবারের মধ্যে ৯৩৭১ টি পরিবার কৃষিজাত ফসল ও কৃষি ভিত্তিক বনজ সম্পদ থেকে আয় করেন, মৎস ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন ৪২২ টি পরিবার, কৃষি জমিতে কাজ করে আয় করেন ৯০৪৬ টি পরিবার, কৃষি কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজে মজুরী খেটে আয় করেন ৬০৯ টি পরিবার, তাঁত শিল্পের থেকে আয় করেন ১৬৯ টি পরিবার, শিল্পে কাজ করে আয় করেন ২৭৭ টি পরিবার, ব্যবসা (নানা শ্রেণীর) থেকে আয় করেন ৪৭৭৩ টি পরিবার, হকারী করে জীবিকা নির্বাহের অর্থ সংগ্রহ করেন ৮১ টি পরিবার, রপ্তানী কাজ করে আয় করেন ৫৯৭ টি পরিবার, নির্মাণ মূলক কাজ করে রোজগার করেন ১২৬৬ টি পরিবার, ধর্মীয় কাজ কর্ম করে আয় করেন ১০০ টি পরিবার, সরকারী বেসরকারী চাকুরী করে সংসার চালান ২৬৩৬ টি পরিবার, বাড়ি ভাড়া দিয়ে সংসার চালান ৬৮ টি পরিবার, এছাড়া রিমিটেন্স ও অন্যান্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন ৪০২ ও ১১৬৩ টি পরিবার।

আগৈলঝাড়া উপজেলার উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য

অর্থনৈতিক অবস্থা

এটি নদী-নালা, খাল-বিলের সমন্বয়ে গঠিত একটি কৃষিনির্ভর উপজেলা। জনসংখ্যার বেশির ভাগই কৃষিকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে। উনিশ শতকে এদের জীবন ছিল সহজ সরল ও স্বচ্ছল। সমস্ত পরিবারেরই কম বেশি কৃষি জমি ছিল এখনও আছে। চাষের মৌসুমে কাজের লোকের খুব অভাব দেখা যায়। বহুদূর-দুরান্ত থেকে ধান কাটার সময় লোক আসত তাদের বলা হয় 'পরবাসী'। নীচু এলাকা বলে বাড়ি তৈরী হয় মাটি কেটে উচু স্থানে। বর্ষার সময় সমস্ত বাড়ির চারিপার্শ্বে জল পৌঁছে যায়। উপজেলার দক্ষিণ অঞ্চল বিলাঞ্চল বলে পরিচিত। সেখানে বছরের বেশির ভাগ সময় জল জমে থাকে। যেখানে কাঁচা রাস্তাও হয়নি সেখানকার মানুষদের চলা চলের দুর্দশা আজও শিহরণ জাগায়। যেহেতু জলা স্থান চড়া পড়ে এই সমগ্র অঞ্চলের সৃষ্টি তাই জমি জমা খুবই উর্বর ফসল হয় প্রচুর পরিমাণে। ফসলের মধ্যে প্রধান ধান ও পাট। উত্তরের অংশে কিছু রবিশষ্য - তিল, তিসি, সরিষা, ডাল, আলুর চাষ হয়। নিম্ন দিকে ডোবা ও বিল থাকায় প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। উৎপাদিত ধান ও পাট জমা করে সুযোগ বুঝে বেশি দামে বিক্রি করা হয়। এখানকার ধানের মধ্যে আউশ ও আমন বিখ্যাত। বিভিন্ন জাতের ধান চাষ হয় এই অঞ্চলে - গজা-গাউবরা, বৌলান, টেপুসাইল, কালিবোরো, গরুকাজল ইত্যাদি। এছাড়া খেজুরের রস ও গুড় ছিল বিখ্যাত। বিভিন্ন অঞ্চলে এই পণ্য বিক্রি করা হত। বর্তমানে ভেরীর মাধ্যমে প্রচুর উন্নত জাতের মাছের চাষ হয়। চিংড়ি একটি অর্থকারী মৎস চাষ। এই ভেরীর পাড়ে নানা জাতের সব্জী ও ফলের চাষ আজ-কাল মানুষদের নতুন অর্থের যোগানকারী উপকরণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি পূর্বে যেমন এখানকার মানুষের আর্থিক অবস্থা খুবই স্বচ্ছল ছিল বর্তমানে স্বচ্ছলতা হ্রাস পেলেও তার ধারা অব্যাহতই আছে।

হাট-বাজার

উপজেলাটির গ্রাম গুলিতে বাজার খুব কম, কিন্তু হাটের সংখ্যা প্রচুর (১৮) একমাত্র গৈলা, আগৈলঝাড়ার মত জনবহুল, উন্নত স্থানে প্রতিদিন সকাল বিকাল বাজার বসে। ইদানিং কালে দু'চারটি স্থানে কম বেশি পণ্যদ্রব্য নিয়ে ছোট খাট বাজার বসে - যেগুলি মূলত হাট নামেই পরিচিত যেমন - রাজাপুরের ত্রিমুখী বাজার, বাটরা, বাহাদুরপুর, সাহেবের হাট, পয়সার হাট, আস্কর হাট প্রভৃতি। উপজেলার উল্লেখযোগ্য হাট যা সপ্তাহে দুদিন বসে থাকে, তাদের মধ্যে অন্যতম আস্কর কালীবাড়ির হাট, কালীবাড়ির পুরাতন হাট, দুশমির হাট, সাহেবের হাট, পয়সার হাট, কোদাল ধোয়ার হাট, বাহাদুর পুরের হাট, বাকালের হাট।

মেলা

বৈশাখ মাসের প্রথম থেকে প্রতিদিনই একাধিক স্থানে মেলা বসত। বর্তমানে এই মেলার সংখ্যা অনেকটা কমে এসেছে। পূর্বে যে সব মেলা বসত তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কিছু মেলার কথা উল্লেখ করছি- হৌদার ভিটার (ভিডার) মেলা, বারপাইকা 'দাড়িক কীর্তনীয়ার মেলা', বারপাইকার 'দপাইড়পাড়ের মেলা', 'শ্রীকান্ত বিশ্বাসের মেলা', 'মৌলীবাড়ির মেলা' (আস্‌কর), আস্‌করের 'শীতলা মেলা', আস্‌কর পুরাতন কালীবাড়ির 'বারুণী মেলা', 'বড় বিশ্বাস বাড়ির মেলা' (বারপাইকা), এই মেলা ১লা বৈশাখ হত বলে সেই মেলায় অনেক যাত্রী যেতেন যারা ঐ দিন কথা বলতেন না। সারা বছর ভালো কাটবে, সুখে থাকবে এই আশায়। 'তালতার মাঠের মেলা', 'গুদা ভিটার মেলা' (বারপাইকা), কোদাল ধোয়ার 'বারুণী মেলা' - এ ছাড়া প্রতিটি গ্রামেই বৈশাখ মাসে ছোট-বড় বহু মেলা বসত। উল্লেখ্য বর্তমানে অনেক মেলারই অস্তিত্ব নেই নানাবিধ কারণে। বাকি মেলাও আজ অবলুপ্তির পথ। গৈলাতে একসময় নৌকা বাইচ হত এবং মেলাও বসত। এছাড়া রাজাপুরে ত্রিমুখীতে দশহরার দিনে নৌকা বাইচ হত।

বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান

প্রতি মরশুমে নানা ধরনের পালাগান ও কীর্তন লেগেই থাকত। গানের মধ্যে কবিগান একটি জনপ্রিয় গান ছিল। গান ক্ষেত্র গুলিকে 'খোলা' বলা হত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খোলা ছিল কাঠিরার খোলা, আস্কর পুরাতনকালী বাড়ির খোলা, বসন্ত হাওলাদারের বাড়িতে কবি গানের খোলা, এটি যদিও বর্তমানে অন্য উপজেলা ভুক্ত তবু আলোচ্য উপজেলার মানুষ এটিকে নিজেদের এলাকা বলেই মনে করে। নামজাদা সমস্ত কবিয়াল এই সব অঞ্চলে এসে প্রতিবছর গান করতেন। কবিয়ালদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন — বিজয় সরকার, রাজেন সরকার, সরকার বড় রাজেন, সরকার ছোট রাজেন, নিশিকান্ত সরকার, রসিক সরকার, অনাদি সরকার, অমূল্য সরকার প্রমুখ। যাত্রা গানের খুব প্রচলন ছিল এই অঞ্চলে। নামকরা অপেরার দল সামাজিক যাত্রা মঞ্চস্থ করে এলাকা বাসীর মনোরঞ্জন করতেন। স্থানীয় মানুষেরাও নানা ধরনের যাত্রা করতেন। এ সব থেকে অনুমেয় যে, একসময় এখানকার মানুষেরা স্বচ্ছল ও সংস্কৃতিপ্রেমি ছিলেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণসহ অভিশপ্ত দেশভাগের ফলে বর্তমানে গ্রামগুলিতে সংস্কৃতিচর্চা নেই বললেই চলে।

ফল-ফলাদি

আম এখানকার প্রধান ফল, তবে আমের মধ্যে পোকা থাকা এখানকার আমের মূল বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ফলের মধ্যে - দেশি খেঁজুর, বড়জাম, লোয়াজাম, জলজাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জামরুল (লকট), তরমুজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যানবাহন

উপজেলাটির প্রধান যানবাহন নৌকা। নানা ধরনের নৌকা এখানে দেখা যায় - পানসিনৌকা, রাজাপুরী নৌকা, ঢুরি নৌকা, ডোঙ্গা, পেনিস নৌকা, গয়না নৌকা, গোলের নৌকা, বাছরি (বাচরি), টাবইর্‌রা নৌকা (টাবইর্‌গা)। বর্তমানে রাস্তা ঘাট বেড়ে যাওয়ায় এবং নদী-নালার নাব্যতা কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ী কেন্দ্রিক নৌকার প্রচলন কমে এসেছে।

ভুতে বিশ্বাস

ভুত-প্রেত সম্পর্কে একটি অন্ধ বিশ্বাস এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বহুকাল থেকে। এখনও সেই বিশ্বাস মানুষেদের তাড়িত করে বেড়াচ্ছে। এই উপজেলার বিভিন্ন স্থান এখনও ভুতের আবাস ভূমি বলে পরিচিত। সেই সব স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - বারপাইকার গুদা ভিটা, হৌদার ভিটা, নিশ্চিন্দার ভিটা। গৈলার গেইসারের বাঁশ ভিটা; আস্‌কর বিলের ঢুঙ্গিবাড়ির ভিটা, মৌলিবাড়ির ভিটা। এ ছাড়া বাকাল, আগৈলঝাড়া, অশকসেন, মোল্লাপাড়া, কাঠিরা, কালুর পাড়, জোবারপাড়ের কিছু কিছু অঞ্চলে ভুতের বাসভূমি বলে মানুষের বিশ্বাস।

১৯৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধ

আগৈলঝাড়া উপজেলার মানুষ বহুযুগ আগে থেকেই শিক্ষিত ও সচেতন, স্বাভাবিক কারণে স্বাধীনতার সময় সক্রিয় ভাবে এখানকার বহু মানুষ অংশ গ্রহণ করেছেন। এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের জন্য ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে বারপাইকার কমাণ্ডার আলতাব কাজী অন্যতম। যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেরার পথে কারারুদ্ধ হন — মান্নান শাহ, সত্তার শাহা, মজিদ শাহা, সোরাব মোল্লা, রাজু বিশ্বাস তাদের মধ্যে অন্যতম। আস্‌কর বৃন্দারাম মহেশের কোঠা বাড়িতে মুক্তি যোদ্ধাদের ক্যাম্প গড়ে উঠেছিল। পয়সার হাটের হেমায়েত বাহিনী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল ১৯৭১ -এর যুক্তি যুদ্ধে।

এই উপজেলার অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ হন। শুধুমাত্র ১৯৭১ -এর ২০ মে রোজ রবিবার হঠাৎ পশ্চিম পাকিস্তানীদের অতর্কিত হামলায় মারা যান ৪৫ জন। বহু ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এই অঞ্চলের। যারা ঐ দিন শহীদ হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্যামকান্ত রায়, হরিপদ মণ্ডল, লালমোহন হালদার, মোহন হালদার, রণজিত মধু, নারায়ণ মধু, রামচন্দ্র বাড়ৈ, ঘোড়ার পাড়ের যোগেশ কীর্তনীয়া, বাকালের বীরেন্দ্রনাথ হালদার, আস্‌করের পুণ্যাত্মা হরিভক্ত রাইচরণ বৈরাগী প্রমুখ। শহীদদের অধিকাংশের বাড়ি ছিল কাঠিরা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। আস্করের 'যাত্রাইর ভিটাতে' মুক্তিবাহিনী শত্রুদের হত্যা করে

মাটির নীচে কিংবা ডোবার জলে ফেলে দিত। বহু মৃত্যু মানুষের মাথার খুলি এখনও সেই ভিটাতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

এই উপজেলার মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষায় সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল গৈলা অঞ্চল পূর্বে তা আমরা বলেছি। এখানে বহু টোল ছিল। সংস্কৃত কবীন্দ্র কলেজও ছিল। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বহু ছাত্রছাত্রী এই কলেজে বিদ্যা অর্জনের জন্য আসত। উল্লেখ্য কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ন্যায় শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক মধুসূদন তর্কতীর্থ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আশুতোষ শাস্ত্রী, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন সেন প্রত্যেকেই এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ড. সুবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা জনপ্রিয় লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবী এই কবীন্দ্র বাড়িই সন্তান। সমগ্র বরিশালের প্রথম গ্রাজুয়েট মানসী ফুল্লশ্রীর নরসিংহ দাসের বাড়ির চন্দ্র কুমার দাস। এই গৈলাতেই প্রথম ১৮৯৩ সালে গৈলা স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। বরিশালের পর কাছাকাছি ডিগ্রী কলেজ গৌরনদী। আগৈলঝাড়া উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ 'শহীদ আব্দুল রফ সেরনিয়াবাদ ডিগ্রী কলেজ'। এছাড়া এই উপজেলাটিতে — আগৈলঝাড়া ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমী, আগৈলঝাড়া বালিকা বিদ্যালয়, বারপাইকা উচ্চ বিদ্যালয়, আস্‌কর উচ্চ বিদ্যালয় সহ ২১ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৮ টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় আছে। প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে ৬৫ টি এবং সেটেলাইট স্কুল আছে ১০ টি, মাদ্রাসা আছে ১৭ টি, পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে একটি। এছাড়া অধুনা বাহাদুরপুর মহাবিদ্যালয় (বালিকা), বাগধা কলেজ, মোল্লাপাড়া কলেজ নামে তিনটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

১. স্বরধ্বনি

১. ক) **স্বরধ্বনির তালিকা ঃ** আগৈলঝাড়া উপজেলার উপভাষা

	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ
উচ্চ/সংবৃত	ই		উ
উচ্চ-মধ্য/অর্ধ-সংবৃত	এ		ও
নিম্ন-মধ্য/অর্ধ-বিবৃত	অ্যা		অ
নিম্ন/বিবৃত		আ	

মান্য চলিত বাংলার মূল ধ্বনিগুলি (Phoneme) বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার উপভাষাতেও রয়েছে। উচ্চারণ ও প্রকৃতিগত ভিন্নতা তেমনভাবে চোখে পড়ে না। তবে এখানে মূল ধ্বনিগুলির অবস্থানের ক্ষেত্রে স্বরের মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে।

১. খ) **স্বরধ্বনির অবস্থান**

স্বরধ্বনি	রূপিম/রূপমূলের আদিতে	রূপিম/রূপমূলের মধ্যে	রূপিম/রূপমূলের অন্তে
/ই/	ইট্টু (একটু)	খিচিমিচি (গণ্ডোগোল)	দ্যাশি
	ইচা/ইচ্যা	কিচিমিচি (কোলাহল)	বিলোই
	ইন্দুর	বেইল (বেলা)	জাতি (যাতা)
	ইশান (ঈশান)	কাইল (কাল)	গাই (গাভী)
/এ/	এচা (শাক বিশেষ)	গেরেট (Grade)	মোরে
	এজেন (এজেন্ট)	জয়েন (Joint)	ক্যারে (কাকে)
	এমনে (এদিকে)	সেকেন (Second)	হরে (করে)
	এদু (এই দাদা)	পেলেগ (Plague)	অরে (ওকে)

(রূপিমের মধ্যে 'এ' ধ্বনিটির অবস্থান কেবলমাত্র কিছু ইংরেজী শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়।)

স্বর ধ্বনি	রূপিম/রূপমূলের আদিতে	রূপিম/রূপমূলের মধ্যে	রূপিম/রূপমূলের অন্তে
/অ্যা/	অ্যাহোন, (এখন)	ক্যাল (বারে বারে)	বিদ্যা (প্রতিজ্ঞা)
	অ্যাক্কালে (একেবারে)	ব্যাল (বেল)	
	অ্যাক্ছের/(শুধু)	ত্যাল (তেল)	অত্যা (মরার ভাব)
	অ্যাক্ নালা (একগ্রাস)	থ্যাতা (থেতো)	মদ্যা (মেয়েলি)
/আ/	আদোত (আসল)	বোআল (বোয়াল)	ঠুয়া/ঠুয়া (গুতো)
	আতাল (গরু ঘর)	পেরান (প্রাণ)	তিতা
	আবাল (গরু বিশেষ)	পেলাবন (প্লাবন)	কালা
	আতেল (পদলেহনকারী)	জিয়ানি (জেলে)	ঐলদা
		বুদাম	
/অ/	অলুদ (হলুদ)	ফক্ফইক্কা (ফর্সা)	চ (চল)
	অক্কা (ময়া)	দগ্দগ	ল (চল)
	অত (এত)	বদ্না	ক (বল)
	অদা (গর্ত)		র (দাঁড়া)
			হ (হ্যাঁ)
/উ/	উহুন (উকুন)	বেউশ (বেহুশ)	ফেউ
	উদ্গানডু (এক প্রকার গাছ)	কাউয়া (কাক)	কেউ (কেহ)
	উদুম (খুব)	খাউব্বা (উচু কানার থালা)	খামু
	উদ্লা (খালি)	কুউয়া (কুঁয়াশা)	কমু (বলব)
		আউক (আঁখ)	বমু (বসব)
/ও/	ওয়াদা (প্রতিজ্ঞা)	কওয়া (বলা)	খ্যাও
	ওয়াগো (ওদের)	বাওয়া (চালানো)	ম্যাও
	ওল্লা (বড় পিঁপড়ে)	নাওয়া (স্নান করা)	ছ্যাও (খণ্ড)
	ওদা (ভেজা)	বাওরা (বাহু)	ছাও (বাচ্চা)

১. গ) স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি ও পরিবর্তন

মান্য চলিত বাংলার ন্যায় এই উপভাষায় স্বরধ্বনি গুলি মৌলিক স্বরধ্বনির থেকে কিছুটা নিম্নাবস্থানে উচ্চারিত হয়। নিম্নে এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ প্রবণতা দেখানো হলো —

উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ স্বর /ই/

আলোচ্য উপভাষায় 'ই' স্বরধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন নিম্নরূপ —

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
ই > এ	কীর্তন	>	কের্তোন	তিপ্পান্ন	>	তেপ্পান্ন
	তিরাশি	>	তেরাশি	ডিঙ্গানো	>	ডেংগানো
	বিরাশি	>	বেরাশি	সিদ্ধ	>	হেদ্দো
ই > আ	পিঁড়ি	>	ফিরা	চাচাঁড়ি	>	চাচ্রা
ই > অ্যা	কি করে	>	ক্যাম্বালে	চিরাগ	>	চ্যারাক
	কিমতে	>	ক্যাম্তে	টিপ-টিপ	>	ট্যাপ-ট্যাপ
	গিয়েছে	>	গ্যাছ্রে	ফিঙে	>	ফ্যাউচ্কা
	চিল্লানো	>	চ্যাচানো	বিরাগ	>	ব্যাজার
	পিয়াদা	>	প্যাদা	মিস্ত্রী	>	ম্যাচ্তরি
	বিঘোর	>	ব্যাগোর			

এই উপভাষায় অপিনিহিতির (ই) ব্যবহার সর্বাধিক —

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
যেমন -	করিয়া	>	কইর্গা	পড়িয়া	>	পইর্গা
	দেখিয়া	>	দেইক্খ্যা/দেইক্খা	বলিয়া	>	বইল্গা

উচ্চ-মধ্য ও অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি /এ/

আলোচ্য উপভাষায় 'এ' স্বরধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন নিম্নরূপ —

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
এ > ই	জেলা	>	জিলা	ঢেঁকি	>	ঢিহি
	ছেদা	>	ছিদা	বেটি	>	বিডি
	নেশা	>	নিশা	জেদ	>	জিদ
	দেবেন	>	দিয়েন			
এ > অ্যা	কেমন	>	ক্যামোন	গেদা	>	গ্যাদা
	কেন	>	ক্যান্	তেল	>	ত্যাল
	খেলা	>	খ্যালা	দেশ	>	দ্যাশ

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
	দেন	>	দ্যান	মেঘ	>	ম্যাগ
	দেয়াল	>	দ্যাল	মেলা	>	ম্যালা
	বেল	>	ব্যাল	লেজ	>	ল্যাজ
	বেশ	>	ব্যাশ	লেপ	>	ল্যাপ
	ভেক	>	ভ্যাক	ক্ষেপ	>	খ্যাপ

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
এ > অ	এমনি	>	অমনি	এদ্দিন	>	অদ্‌দিন
	এত	>	অত			

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
এ > আ	খেজুর	>	খাজুর	বেলে	>	বাইল্‌গা
	ডেমি	>	ডামি	মেছুয়া	>	মাউচুকা
	পেরনো	>	পারানো	লেঠা	>	লাডা
	বেগুন	>	বাগুন	শেল	>	হাল
	বেনিয়া	>	বাইন্‌গা	সের	>	সার

নিম্ন-মধ্য সম্মুখ ও অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি /অ্যা /

আলোচ্য উপভাষায় এই ধ্বনিটি ব্যবহারের প্রবণতা খুব বেশি। নিম্নে উদাহরণ সহযোগে দেখানো হলো —

অ > অ্যা

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
	কচাল	>	ক্যাচাল	গজিয়েছে	>	গ্যাজাইছে
	কটা	>	ক্যাটা (ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ)	চট্‌চট্‌	>	চ্যাট্‌চ্যাট্‌
	কলা	>	ক্যালা	চওড়া	>	চ্যাবডা
	খচড়া	>	খ্যাচরা			

আ > অ্যা

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
	কালা	>	কাইল্‌গা	বাঁকা	>	ব্যাহা
	কাদা	>	ক্যাদা	লাদা	>	ল্যাদা
	কাতর	>	ক্যাতোর	লাড়	>	ল্যার

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
ই > অ্যা	মিস্ত্রী	>	ম্যাচ্তরি	চিরাগ	>	চ্যারাক

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
উ > অ্যা	কালু	>	কাইল্যা	তালু	>	তাউল্গ্যা
	ধলু	>	ধইল্যা	লালু	>	লাউল্গ্যা

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
ও > অ্যা	কোনা	>	ক্যানা	ওয়াগো	>	হ্যাগো
	কোনাকুনি	>	ক্যানাক্যেনি			

নিম্নাবস্থিত কেন্দ্রীয় বিবৃত স্বরধ্বনি /আ/

এই ধ্বনিটির উচ্চারণ ও রূপান্তর নিম্নে দেখানো হলো —

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
আ > অ্যা	কড়ালি	>	ক্যারালি	খাপ্পা	>	খ্যাপ্পা
	খাঁচা	>	খ্যাচা			

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
আ > উ	কাকা	>	কাগু	তামাক	>	তামুক
	মামা	>	মামু	পিটালি	>	পিড়ুলি
	দাদা	>	দাদু			

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
আ > অ	চাকলা	>	চক্লা	নামাজ	>	নমাজ
	চাক্চিক্য	>	চক্চইক্কা	মাগুর	>	মজগুর
	তাড়াতাড়ি	>	তত্তরি	খেসারি	>	খ্যাসরি

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
আ > ই	আঁটা	>	আড়ি	নালা	>	নালি
	ছাতা	>	ছাতি	পাতা	>	পাতি
	যাতা	>	জাতি	মাথা (শ্বাস)	>	মাতি

পদের অন্ত্যের 'আ' কখনো কখনো লুপ্ত হতে দেখা যায়। যেমন —

মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
চাকা	>	চাক্	পোকা	>	পোক্

পদের মধ্যবর্তী 'আ' ধ্বনির লোপও কদাচিৎ চোখে পড়ে। যেমন —

মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
জানালা	>	জাল্না	চাঁদামারি	>	চাদ্মারি

নিম্ন-মধ্য পশ্চাৎ ও অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি /আ/

এই ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নে তুলে ধরা হলো —

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
অ > ও	কম	>	কোম	কলপ	>	কলোপ
	গম	>	গোম	কামলা	>	কাওলা
	গন্ধ	>	গোন্দো	তখন	>	তহোন

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		ডপভাষায়
অ > উ	করব	>	হরমু	দেব	>	দিমু
	খাব	>	খামু	পারব	>	পারমু
	যাব	>	জামু	ফিরব	>	ফিরমু
	মাংস	>	মাংশু	নাবব	>	নাম্মু
	যদি	>	জুদি			

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
অ > অ্যা	কলা	>	ক্যালা	খড়	>	খ্যার

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
অ > এ	ক্রমে ক্রমে	>	কেরমে কেরমে	প্রমানন্দ	>	পেমানন্দ
	প্রথম	>	পের্তোম	ফুল্লশ্রী	>	ফুলেস্রশিরি

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
অ > আ	কাল	>	কালা	চম্পা	>	চাম্পা
	কটাল	>	কাডাল	জনক	>	জানক
	কফিন	>	কাফিন	জমানা	>	জামানা

মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
কলমা	>	কালমা	মহাজন	>	মাহাজোন
চরস	>	চারস			

উল্লেখ্য এই উপভাষায় 'অ' কারান্ত শব্দ কর্তৃকারক হলে সেই শব্দের সঙ্গে 'য়' বিভক্তি যোগ করা হয়। যেমন —

মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
বাবা	>	বাবায়	মামা	>	মামায়
মা	>	মায়	দাদা	>	দাদায়

উচ্চ-মধ্য পশ্চাৎ ও অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি /ও/

এই ধ্বনিটির উচ্চারণ ও রূপান্তর নিম্নে দেখানো হলো —

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
ও > অ	দেওর	>	দ্যাঅর	কোপি	>	কপি
	ওর	>	অর	কোম্পানি	>	কম্‌পানি

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
ও > উ	কোচকানো	>	কুচ্‌কানো	মোজা	>	মুজা
	ওঠা	>	উডা	খোয়া	>	খুয়া
	বোতাম	>	বুদাম	পোলাও	>	পোলাউ
	মোরগ	>	মুরগি			

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
ও > আ	ধুলো	>	ধুলা	গুড়ো	>	গুরা
	উঠোন	>	উডান	মুলো	>	মুলা
	উপোস	>	উপাস	মুড়ো	>	মুরা

	মান্য চলিতে		উপভাষায়
ও > এ	চোনা	>	চেনা

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
ও > অ্যা	কোনা	>	ক্যানা	খোবলানো	>	খ্যাবলানো
	পোটা	>	প্যাডা			

দ্বিমাত্রিকতার প্রভাবে শব্দের মধ্যেকার 'ও' ধ্বনির লোপও কখনো কখনো দেখা যায়। যেমন —

মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
কাতোল	>	কাত্‌লা	দরোজা	>	দর্‌জা
পরোটা	>	পর্‌টা	চামোচ	>	চাম্‌চি
চাঁদোয়া	>	চান্‌দিনা			

উচ্চ-পশ্চাৎ ও সংবৃত স্বরধ্বনি /উ/

এই ধ্বনিটির উচ্চারণ ও তার রূপান্তর নিম্নে দেখানো হলো —

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
উ > ও	জুতো	>	জোতা	বামুন	>	বাওন
	ঝিউরি	>	ঝিওরি	মুতাবেক	>	মোতাবেক
	পাউরুটি	>	পাওয়ারুটি	মিউ	>	ম্যাও
	ফাউ	>	ফাও	বউনি	>	বওনি

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
উ > অ	কাবুলী	>	কাব্‌লি	পুরু	>	পুর্‌
	কুকুর	>	কুত্‌তা	মুসুর	>	মসইর
	গলুই	>	গলই	মুশকিল	>	মশকিল
	ধুতুরা	>	ধুত্‌রা	রুজু	>	রজ্জু
	পুতুল	>	পুত্‌লা			

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
উ > আ	উসুল	>	উসাল	পিটুলি	>	পিডালি
	চুরুট	>	চুরাট	বেহুলা	>	বেহালা
	ঢুলুনি	>	ঢুলানি	দুপুর	>	দুফার
	তুরুপ	>	তুরা (টেরাম)			

	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
উ > ই	ক্ষুধা	>	খিদা	পুকুর	>	পহির
	চুমুক	>	চিমুক	ফলুই	>	ফলি
	ঝুমুর	>	ঝিমুর	বউল	>	বইল
	ধুন্দুল	>	দুন্‌দইল			

উ > অ্যা/ইল্‌গা

মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
কুৎ	>	ক্যাত্	চড়ুই	>	চইর্‌গ্যা
কালু	>	কাইল্‌গ্যা	ধলু	>	ধইল্‌গ্যা

১. ঘ) দ্বি-স্বরধ্বনি ঃ

মুহম্মদ আবদুল হাই মান্য চলিত বাংলায় নিয়মিত ১৯টি ও অনিয়মিত ১২টি মোট ৩১ টি দ্বি-স্বরধ্বনির উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ অতিরিক্ত কিছু দ্বি-স্বরধ্বনির উল্লেখ করেছেন। একটু ভিন্ন উচ্চারণে হলেও তাদের মধ্যে বহু দ্বি-স্বরধ্বনির ব্যবহার এই উপভাষায় লক্ষ করা যায়। যেমন —

১. ই - ই — নিই (নিচ্ছি), দিই (দিচ্ছি)।
২. ই -উ — মিউ, শিউলি, বিউটি, পিউ।
৩. এই — হেই, খেই (তাল)।
৪. এও — গেও, (গ্রাম)।
৫. এউ — ফেউ, মেউ।
৬. এ্যাও — ন্যাও, ভ্যাও, খ্যাও, প্যাও-প্যাও (বিরক্ত)।
৭. এ্যায় — খ্যায়, দ্যায়, ন্যায়, ব্যায় (নৌকা চালানো)।
৮. আই — নাই (নাভি) নাই (স্নান করি), আই (হাই)।
৯. আও — নাও (নৌকা), ফাও, দাও (দা)।
১০. আউ — জাউ (বাচ্চার খাবার), ঝাউ (মাছ ধরার টোপ)।
১১. আয় — হদায় (সদায়), সায় (সম্মতি), গায় (গায়ে)।
১২. অও — অও (তুমি মোগো কি অও) রও, বও, লও।
১৩. অই — খই, পই-পই (এত করে), বই, লই, কই (মাছ), কই (কোথায়)।
১৪. অয় — অয় (পরিচয় অর্থে) উনি মোগো কি অয় সয় (সহ্য করে), বয় (বসো)।
১৫. ও-ও — ও-ও (কাউকে সুর করে ডাকার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়)।
১৬. ওউ — মউ, বউ।
১৭. ওয় — ওয়-ওয় (বাচ্চাকে আদরের ক্ষেত্রে সুর করে বলা হয়)।
১৮. উই — উই, থুই, ভুই, মুই, পুই, রুই, সুই, হুই।
১৯. উ — উ-উ (কষ্ট পেয়ে কাতরানো শব্দ)।
২০. ই আ — নাইয়া, জাইয়া, বাইয়া (অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়)।
২১. ইও — কইও, বইও (বসবে কিন্তু) যাইও।
২২. এ আ — এ আ (এগুলি)।
২৩. ওয়া — ওয়া, কওয়া, থোয়া (রাখা)।

এছাড়াও দ্বি-স্বরধ্বনির কারণে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি পরিলক্ষিত হয়।

অ > অই	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
	কবুতর	>	কৈতার	সলতে	>	সৈলতা
	পলতে	>	পৈলতা	হলুদ	>	ঐলদা

উ > অ + ই	মান্য চলিতে		উপভাষায়	মান্য চলিতে		উপভাষায়
	একুশ	>	অ্যাকৈশ	আদুরে	>	আদৈরগা
	বারুই	>	বারৈ	ভাদুরে	>	ভাদ্দৈরগা
	কাঁদুনে	>	কান্‌দৈন্যা	ঘিলু	>	ঘিলৈ

২. ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থান ও ব্যবহার

মান্য চলিতের তুলনায় ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহার ও অবস্থানে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার উপভাষায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো —

অঘোষ অল্পপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি /ক/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
কাউয়া (কাক)	নকল	নক (নখ)
কপাট		
কিট্‌টা (কৃপণ)	বিকট	হক (সত্য)
	চক্‌কু (চক্ষু)	বেবাক (সমস্ত)
কিশান (কৃষক)	বাকলা	হুংকে (সামনে)

অঘোষ মহাপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি /খ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
খুড়ি		
	কুখেনে (কুক্ষণে)	জক্‌খা (যক্ষা)
খাডা (খাটা)	গাখাউজ (চুলকানি)	দিক্‌খা (দীক্ষা)
খ্যালা (খেলা)		
খ্যাত (খেত)		

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় ধ্বনি /গ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
গুচ্ই	হুগনা (শুকনো)	হাগ (শাক)
গাড়ি (গাঠি)	হগোল (সকল)	হজাগ (সজাগ)
গাচ্(গাছ)	ওগলা	ম্যাগ (মেঘ)
গারোল	ব্যাগার	মাগ (মাঘ)

মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় ধ্বনি /ঘ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ঘড়ক (ঘটক)	—	—
ঘোনটা (ঘোমটা)	—	—
ঘিন্না (ঘৃণা)		

অল্পপ্রাণ অঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি /চ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্ত্যে
চুমা	পাচৈন	মরিচ (লঙ্কা)
চুতিয়া	কচরি	কুইচা (মাছ)
চান্দা	কাচারি (কাছারি)	ধইনচা
চান্চারা (চামচিকে)	ক্যাচাল	ফিরিচ (ফ্রীজ)
চাইলতা	কাচরা	গিরিচ (গ্রীজ)
চাইমচ্যা (চামচে)	নাচ্নি	

মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি /ছ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ছাইকেল (সাইকেল)	বছর	বাছা
ছেরাদ্ধ	বাছুর	কাছা
ছ্যাও		বিছা

উল্লেখ্য এই উপভাষায় 'ছ' ধ্বনিটি প্রায় 'স' এবং 'চ' এর মতন উচ্চাতির হয়। তাই নিচে '—' চিহ্ন দিয়ে বুঝানো হলো। (ছ ~ স = ছ, ছ ~ চ = ছ)

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট প্রশস্ত দন্তমূলীয় ধ্বনি /জ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
জন্তু	গিজ্জা (গীর্জা)	কাইজা (ঝগড়া)
জিগাই	কাজলা (পাখি)	বাজা (বাজানো)

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
জাবার		বাজা (বন্ধ্যা)
জিওনি	বজগোর	

'জ' এবং 'য' একই রকম উচ্চরণ করে বলে 'জ' -এর ব্যবহারই দেখানো হলো।

মহাপ্রাণ ঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি /ঝ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ঝন্না (ঝর্না)		
ঝাজইর		
ঝাজরা	—	—
ঝিক্		

অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য ধ্বনি /ট/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
টক্টইক্যা	পুট্কি (মলদ্বার)	ফিট (অজ্ঞান)
টক্কা (গরু তাড়ানো শব্দ)	ফাট্কি (ফাঁকি)	
টগর (কচুরী পানা)	মট্কা (বড় মাটির হাড়ি)	
টগরি (ফুল বিশেষ)		

মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য ধ্বনি /ঠ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ঠগ (ঠক)	—	—
ঠুসা		
ঠাউরমা (ঠাকুরমা)		
ঠ্যাডা (ঠেটা)		
ঠিলা (হাড়ি)		

শব্দের মধ্যে ও অন্ত্যে 'ট' কিংবা 'ঠ' ধ্বনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'ড' ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। যেমন —

বেটা	>	বেডা	ফুটানি	>	ফুডানি
কাঠ	>	কাড	কাঁঠাল	>	কাডাল
ফুটা	>	ফুডা	মটুক	>	মডুক
বিট	>	বিড	পাঠান	>	পাডান
তিনটা	>	তিনডা	ঘটক	>	ঘডোক
পিঠা	>	পিডা	আঠাঁলো	>	আইডাইল্গা/আডালো

তবে শব্দের আদিতে প্রায় সবক্ষেত্রেই 'ট' কিংবা 'ঠ' অপরিবর্তিত থাকে। যেমন—

উপভাষায়	**মান্য চলিত**
ঠাউর্‌মা	ঠাকুরমা
ঠগা	ঠকা
ঠান্‌ডা	ঠাণ্ডা
ঠাওর	ঠাহর
টাডানো	টাটানো
টাগরা	টাকরা
টাহা	টাকা

অল্পপ্রাণ ঘোষ দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি /ড/

রূপমূলের আদিতে	**মধ্যে**	**অন্তে**
ডাট্‌ (ফুটুনি)	কাডাল (কাঁঠাল)	পিডা (পিঠা)
ডাবোইর (কলসি)	খাডাল (খাটাল)	মিডা (মিঠে)
ডামিশ (লোহা বিশেষ)	পাডার (পাঁঠার)	আডা (হাটা)
ডায়োর (বর্ষা)	নাডাই (নাটাই)	বেডা (বেটা)
ডেউগ্‌গা	পিডালি (পিটালি)	কাডা (কাটা)
ডুম (বাল্ব)		চাবি কাড়ি (চাবি কাঠি)
ডাংগা (পথ বিশেষ)		

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, শব্দের মধ্যে ও অন্ত্যের 'ট' 'ঠ' এই উপভাষায় 'ড' হয়ে যায়। আদিতে 'ড' রক্ষিত থাকে। তবে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। যেমন — ডাল > ঠাল।

মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য ধ্বনি /ঢ/

রূপমূলের আদিতে	**মধ্যে**	**অন্তে**
ঢিমা (আলসেমি)	বেঢক (বেঢপ)	ঢু (হাডু-ডু খেলার দম দেওয়া)
ঢেগুর		
ঢাহা (ঢাকা)		
ঢ্যাম্‌না (শয়তান)		
ঢুরি (নৌকা)		

অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট দন্ত্য ধ্বনি /ত/

রূপমূলের আদিতে	**মধ্যে**	**অন্তে**
তিতি (তিথি)	তুরতুর (চঞ্চল)	তুত্‌ (কুকুর ডাকার শব্দ)

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ত্যাল (তেল)		
তিপ্‌তি (তৃপ্তি)	তত্‌তরি (তাড়াতাড়ি)	কতা (কথা)
তমাইত (পর্যন্ত)	ধুত্‌রা (ধুতুরা)	কাতা (কাঁথা)
তেমু (তবুও)	ক্যাতর (দুর্বল)	ল্যাতা (চিহ্ন)
		মাতা (মাথা)

মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট দন্ত্য ধ্বনি /থ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
থত্‌বত	থক্‌থক	থো (রাখো)
থলই (মাছ রাখার ঝুড়ি)		বিথা (বৃথা)
	থল্‌ থইল্‌গা (নাদুস নুদুস)	—
থাই (উরু)		
থুত্‌তি (অপ্রস্তুত)		
থ্যাতা (থেতো)		

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট দন্ত্য ধ্বনি /দ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
দাওয়া (ঘরের সম্মুখ)	দাদ্‌রা (মসৃন নয়)	দুদ্‌ (দুধ)
দরমা (চটার বেড়া)		
দাওয়াইল (ধান কাটার লোক)	দগ্‌দৈগ্যা (দগ্ধ)	বুদ্‌ (বুধ)
দাপাখাপা (সুঠাম)	চ্যাদোর (নোংরা)	সাদু (সাধু)
দাতচ্রিলি	খুদ্‌রো (ক্ষুদ্র)	মদু (মধু)
দাহিল (জমা)	হাদাহাদি (সাধাসাধি)	ক্যাদা (কাঁদা)
দুফার (দুপুর)		খাদা (কাঠের কসন)
		হুদা (শুধু)

মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট দন্ত্যধ্বনি /ধ/ ঃ

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ধানাই (চাতুরি)		
ধ্যাপরা (বেঢপ)	—	
ধ্যারানো (পাতলা পায়খানা)		(শব্দের মধ্যবর্তী ও শেষের 'ধ' প্রায় সবক্ষেত্রে
ধোত্‌রা (কুঞ্চিত)		এই উপভাষায় 'দ'-তে রূপান্তরিত হয়ে যায়।)
ধোমোক (দুবার বিশ্রামের মধ্যবর্তী সময়)		

ঘোষ নাসিক্য দন্ত্যধ্বনি /ন/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
নিতা (বড় ভোজ)	বেনুন (তরকারী)	আনচান (অস্বস্তি)
নিকশা (কৃপণ)	আনাচ	ফান (ফাঁদ)
নাহান (মতন)	আন্‌দি (বড় জলাশয়)	কারেন (কারেন্ট)
নাহরি (মশারী রাখার বাঁশের ঝুরি)	খান্‌কি (চরিত্রহীনা)	অগ্‌রান (অগ্রাহায়ণ)
	খান্‌ডা (জমাট)	পেরোন (জামা)
নাইয়ার (বউদের পিতৃগৃহে যাওয়া)	ভান্‌ডো (বাসন)	ফেন (ফ্যান)
নাই (নাভি)		

অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্যধ্বনি /প/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
পাত (থালা)	কাপুর (কাপড়)	চাপা (যাতা)
পাতো (ধানের চারা)	কাপুলা (গাছ বিশেষ)	চোপা (চোয়াল)
পাইন (ঝালাই)	কাপারাডি (কিছুই না)	নিপ (নিব)
পাইন (ক্ষতি)	খুপরি (ছোট জানালা)	কপ (কফ)
পাইল (ঠিক করা)	টেপুসাইল (ধান বিশেষ)	
পইরান (বাটখারা)	ট্যাপরা (গুড়ি বৃষ্টি)	

মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্যধ্বনি /ফ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ফহির (ফকির)	বেফাস (উল্টাপাল্টা)	ফু-ফা (মন্ত্রতন্ত্র)
ফুডা (ছিদ্র)	তাফাল (চার কোণার বড় উনান)	ফুল কফি (ফুল কপি)
		বরফি (নকশা)
ফুডানি (ফুটানি)	তাফালি (মাস্তানি ভাব)	
ফন্‌দি (মতলব)	ফালাফালি	
ফলি (মাছ জাতীয়)	তফাত (দূর)	
ফলসি (আমসি)		

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্যধ্বনি /ব/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
বিলোই	সুবারি (সুপুরি)	আবা (আভা)

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
	অবাব (অভাব)	লোবা (লোভা)
বাগুন	খাবুর (কাদা)	লাব (লাভ)
বেয়ানে (সকালে)	গাবানো (উজানো)	শোবা (শোভা)
বেবাক (সকল)	গাবিন (গর্ভবতী)	পুব্ (পূর্ব)
বিচেন (ধানের চারা)	গাবরা (গর্ভপাত)	

মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্যধ্বনি /ভ/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
ভাউয়া (এক প্রকার ব্যাঙ)		
ভিডা (ভিটে)		
ভাইডি (ভাই)		
ভুরা (এক প্রকার গুড়)	(শব্দের মধ্যেকার ও অন্ত্যের 'ভ' এই উপভাষায় 'ব'	
ভুল্লুক (উঁকি)	-এ রূপান্তরিত হয়।)	
ভ্যাদা (এক প্রকার মাছ)		

অল্পপ্রাণ ঘোষ নাসিক্য ওষ্ঠ্যধ্বনি /ম/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
মরমা (ফল জাতীয়)	হোমপতি (হোমিওপ্যাথি)	খোমা (রাগ)
মরোদ (স্বামী)	সোমন্দ (সম্মন্ধ)	কুডুম (কুটুম্ব)
মলং (নৌকার পার্শ্বের কাঠ)	জোমক (যমজ)	ডিমি (শাক জাতীয়)
মচুকা (ঘরের উচু অংশ)	তামুক (তামাক)	ট্যাম্ (ঢিপি)
মজগুর (মাগুর)	খাম্চি (আচর)	ট্যাম্ (উচু গুটি)
মাডি (মাটি বা মাটির বড় হাড়ি)		খ্যামা (ক্ষান্ত)
মিডা (মিষ্টি)	চুমৈট (চুমরি)	
মাশা (মশা)		

অল্পপ্রাণ ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি /র/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
রও (থাক)	হরতা (থাতি)	রারি (বিধবা)
রো (সারিবদ্ধ)	ফারাক (দূর)	করা (কচি)
রংগিলা (রসিক)	ফারোম (ফার্ম)	ক্যারা (কেন্ব)
রয়না (এক প্রকার মাছ)	চ্যারাক (বাতি জাতীয়)	খুরা (পায়া)

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
রাইগ্যা (রেগে)	গারোল (পাগলের ন্যায়	খুরা (কাকা)
রারি (বিধবা)	কথা বলে যে)	চ্যারা (চটা)
র‍্যাত (রেত)	কেরেচ্‌ত্যাল (কেরোসিন)	

এখানে উল্লেখ্য, যে সমস্ত শব্দের মধ্যে 'র' 'ড়' ধ্বনি থাকে এবং শেষ ধ্বনিটি যদি 'ল' হয় তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই 'র' ধ্বনিটি এই উপভাষায় 'ল' হয়ে যায়। যেমন —

মান্য চলিতে		উপভাষায়
করলে	>	হল্‌লে
মরলো	>	মল্‌লো
ফিরল	>	ফিল্‌লো
বাড়লো	>	বাল্‌লো
সারলো	>	সাল্‌লো
ধরলে	>	ধল্‌লে
পড়ল	>	পল্‌লো

পার্শ্বিক ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় ধ্বনি / ল/

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
লকট (জামরুল)	লক্ লকাইয়া (তাড়াতাড়ি)	হাপলা (শাপলা)
লগৈত (গঠন)	হালুক (শালুক)	হালা (শ্যালক)
লেংগা (তরল খাবার)	দলান (দালান)	হালি (শালি)
লয় (তাল)	বাল্‌লো (বাড়ল)	কাল্ (ঠাণ্ডা)
লোবা (লুভি)	কল্‌লো (করল)	গল্‌লা (কাঁঠালের কোষ)
লৌরা (দৌড়া)	তেলুশ (তেলের মতন)	বল্‌লা (বোলতা)
লাহরি (লাঠি বিশেষ)	ত্যালাকচু (তেলাকচু)	
লৌগ্‌গা (সঙ্গী)	ত্যালানি (তেলানি)	

অঘোষ অল্পপ্রাণ শিস দন্তমূলীয় ধ্বনি /শ/এবং/স/

এই উপভাষায় শ, ষ, স -এর ব্যবহার কম বেশি থাকলেও তাদের উচ্চারণে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। 'ছ' ধ্বনিটির উচ্চারণও 'স' এর মতো।

শব্দের আদিতে 'শ', 'স' অনেক ক্ষেত্রেই 'হ' -এ রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন —

শাক > হাগ সকল > হগোল

শালুক	>	হালুক	সকাল	>	হকাল
শালা	>	হালা	সুই	>	হুই
শকুন	>	হগুন	সে	>	হে
শাপলা	>	হাপলা	সেবা	>	হ্যাবা

/শ/ -এর অবস্থান

রূপমূলের আদিতে	**মধ্যে**	**অন্তে**
শিমলা	বাইশ্যাকাল (বর্ষাকাল)	হোশা (শশা)
শিতলা	পুশ্‌শ্যা (পুরুষ)	কুশি (চিচিঙ্গা)
শালুন (তরকারি)	পুশ্‌কাল (ভুত)	কাশ (কাশি)
শারোক (পাখি বিশেষ)		
শাবার (শেষ)		

/স/ ধ্বনির অবস্থান

রূপমূলের আদিতে	**মধ্যে**	**অন্তে**
সইন্‌চা (ঘরে চালের নীচের অংশ)	বাসাইল (স্থান)	কাস্যা (কাছা)
সাপান (সাবান)	অসোব্য (অসভ্য)	গৈস্যা (গছিয়া)
সান্‌দা (ছানি)	অস্‌তর (হাতিয়ার)	[ছ ~ স = ছ /স]
সাগু (সাবু)	ফ্যাসাদ (বিপদ)	
সিচুকি (ভাজা জাতীয় খাদ্য)		
স্যাচা (থেতলানো)		

শ, স, 'ষ' -এর উচ্চারণে কোনো প্রভেদ নেই। মান্য চলিতের অনুরূপ শব্দগুলিরই ব্যবহার 'ষ' -এর ক্ষেত্রে চোখে পড়ে। যেমন — আদিতে - ষাড়, মধ্যে- কিষান, অন্তে - চাষা।

শিষ ঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠনালীয় ধ্বনি /হ/

পূর্বেই উল্লেখ করেছি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে 'শ' এবং 'স' বহু ক্ষেত্রে 'হ' -এ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া এই উপভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য বর্ণও 'হ' -তে রূপান্তরিত হয়। নিম্নে উদাহরণে দেখানো হলো —

রূপমূলের আদিতে	**মধ্যে**	**অন্তে**
সতীন > হতিন		
শোল > হৈল	নাহরি (মশারী রাখার স্থান)	ল্যাহা (লেখা)
শোনা > হোনা	চহির (লগি)	দ্যাহা (দেখা)

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
সাজি > হাজি	নাহিল (নারিকেল)	পাহা (পাকা)
শূয়ার > হুয়ার	পহির (পুকুর)	চহি (চকি)
সিলুম > হিলুম	ডাহাইত (ডাকাত)	বহি (বসি)
সাধা > হাদা	বহেন (বসেন)	বাহি (বাকি)
সরা > হরা	আহেন (আসেন)	
সিদ্ধ > হেদ্য		

৩. ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন

ক-বর্গ

এই বর্গের ধ্বনি গুলির উচ্চারণ ও অবস্থান মান্য চলিতের মতোই, তবে ভিন্নতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে। নিম্নে তা দেখানো হলো —

ক > খ

বক্‌শিস > বখ্‌শিস

ক > গ

বক	>	বগ	দেমাক	>	দেমাগ
শাক	>	হাগ	ঘটক	>	ঘডগ
দিক	>	দিগ	চাকদহ	>	চাগ্‌দা

খ > ক

দুঃখ	>	দুক্‌ক	নখ	>	নক্‌
শখ	>	শক্‌	মুখ	>	মুক
আখ	>	আউক	পরখ	>	পরক

খ > গ

বৈশাখ > বৈশাগ

খ > হ

দেখা	>	দ্যাহা	পাখা	>	পাহা
লেখা	>	ল্যাহা	এখন	>	অ্যাহোন
মাখা	>	মাহা	চাখা	>	চাহা

গ > ক

রাগ	>	রাক	রোগ	>	রোক
চিরাগ	>	চ্যারাক			

গ > ঘ

গটাপ	>	ঘটাপ

ঘ > গ

মাঘ	>	মাগ	দীঘি	>	দিগি
বিঘা	>	বিগা	আঘাত	>	আগাত
বাঘা	>	বাগা	বিঘোর	>	বেগোর
বাঘ	>	বাগ			

গ > ব

সাগু	>	সাবু

'চ' -বর্গ

'চ' -বর্গীয় ধ্বনিগুলির উচ্চারণে বেশ কিছুটা বিশেষত্ব রয়েছে। 'চ'-এর উচ্চারণ ইংরেজী-ch বা -tch -এর মতো না হয়ে অনেকটা ইংরেজী- ts -এর মতো হয়। স্বাভাবিকভাবে 'জ'-এর উচ্চারণ ইংরেজী -j -এর মতো না হয়ে -dz বা -z -এর মতো মনে হয়। আমরা এই উপভাষায় 'চ'-বর্গীয় ধ্বনিগুলিকে যথাক্রমে - চ, ছ, জ, ঝ রূপে চিহ্নিত করেছি। নিম্নে এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন দেখানো হলো —

চ > ছ

কেঁচো	>	কেছো	চাচা	>	চাছা
চামচ	>	চামছ			

ছ > চ

গাছ	>	গাচ	বিছানা	>	বিচানা
বাছা	>	বাচা	মাছ	>	মাচ

চ > শ

পাঁচ	>	পাশ

ছ > হ

ছোঁচানো	>	হোচানো
ছুত	>	হুত

জ > স (এখানে 'চ', 'ছ' ও 'স' -এর মিশ্র উচ্চারণ অনুমেয় তাই স করা হল)

নিখোঁজ	>	নিখোস
অবুজ	>	অবুস

জ > চ

কাগজ	>	কাগচ
কবজ	>	কবচ
লাগেজ	>	লাগেচ

ঝ > জ

বোঝা	>	বোজা
অঝোর	>	অজোর

চ > জ

সূইচ	>	সুইজ
অশৌচ	>	অহুজ

ট - বর্গ

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায় 'ট', 'ঠ' ধ্বনি শব্দের বা রূপিমের আদিতে বজায় থাকে কিন্তু মধ্যে ও অন্ত্যে প্রায় সবক্ষেত্রেই 'ড' হয়ে যায়। যেমন —

রূপমূলের আদিতে	মধ্যে	অন্তে
টাংগি	কাঁঠাল > কাডাল	পিঠা > পিডা
টক্কর	আঁঠাল > আডাল /আইডাইল্‌গা	আটা > আডা
টরি (কচি ডাব)	খাটাল > খাডাল	পাঁঠা > পাডা
টাট্‌টি (পায়খানা)	বাটলি > বাডলি	কাঁটা > কাডা
টেডা (মাছ ধরার যন্ত্র)	ফাটানো > ফাডানো	বেটা > বেডা
ঠুসি	কাটানো > কাডানো	

ইংরেজি থেকে গৃহীত কিছু শব্দের অন্ত্যে 'ট' - লুপ্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। যেমন —

টেস্ট (Test)	>	টেশ্‌ (পরীক্ষা)	টেস্ট (Taste)	>	টেশ্‌ (স্বাদ)
রেস্ট (Rest)	>	রেশ্‌ (বিশ্রাম)	টোস্ট (Toste)	>	টোশ্‌

ড > ঠ

ডাল > ঠাল

রেফ এই উপভাষায় লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন —

গার্ড > গাড্‌	,	থার্ড > থাড্‌	কার্ড	>	কাড্‌

ত - বর্গ

এই বর্গের ধ্বনিরগুলির উচ্চারণ ও অবস্থান প্রায় মান্য চালিতের ন্যায়। নিম্নে পরিবর্তন দেখানো হলো।

থ > ত

পুঁথি	>	পুতি	লাথি	>	লাতি
কাথা	>	কাতা	অতিথি	>	অতিত/অতিতি
কথা	>	কতা	কোথায়	>	কোতায়
ব্যথা	>	ব্যতা			
অনাথ	>	অনাত			

ত > দ

বোতাম	>	বুদাম	আঘাত	>	আগাদ
গীত্‌গোবিন্দ	>	গিদ্‌গোবিন্দ	শরৎ	>	শরদ

দ > ন

চাঁদ	>	চান	ফাঁদ	>	ফান্‌
চাঁদসী	>	চান্‌সি			

ধ > দ

মধু	>	মদু	সাধু	>	হাদু
বুধ	>	বুদ্‌	সাধা	>	হাদা
দুধ	>	দুদ্‌	গাধা	>	গাদা
			সাধ	>	হাদ্‌

বোধ	>	বোদ্‌			
ঔষধ	>	ওশুদ			
বিধান	>	বিদান			
শুধু	>	হুদা			

দ > ড

দন্ড	>	ডন্ড
দন্ডকপাল	>	ডন্ডকপাইল্‌গা

দ > ল

দৌঁড়া	>	লৌরা

ধ > ঢ

ধ্বংস	>	ঢংস

ন > ল

নাড়ু	>	লারু	নাড়ানো	>	লারানো
নাটাই	>	লাডাই	নুড়ি	>	লুরি
নেংটা	>	ল্যাংডা	নেংটি	>	ল্যাংগোড
নিভা	>	লিবা			

এই উপভাষায় মান্য চলিতের 'ন' ধ্বনি আদিতে যেমন 'ল' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় তেমনি এর উল্টোটাও হতে দেখা যায়। যেমন —

ল > ন

লীলা	>	নিলা	লাজ	>	নাজ্
লাঙল	>	নাঙল			

প -বর্গ

এই বর্গের ধ্বনিগুলির উচ্চারণ ও অবস্থানগত পরিবর্তন নিম্নরূপ —

প > ফ

কাপাস	>	কাফাস	তাপাল	>	তাফাল
দাপনা	>	দাফ্না	দুপুর	>	দুফার

প > ব

টাপুর-টুপুর	>	টাবুর-টুবুর	সংলাপ	>	সংলাব
কলপ	>	কলোব	খেলাপ	>	খেলাব
উপুর	>	উবুর			

ফ > প

মাফ	>	মাপ	অফিস	>	অপিস
তুফান	>	তুপান	জাফরান	>	জাপরান

ভ > ব

গাভী	>	গাবি	শোভা	>	শোবা
বিশভ	>	বিশব	বিভা	>	বিবা
সৌরভ	>	সৌরব	আভা	>	আবা

ব > ম

জাব	>	জামু	খাব	>	খামু
লেবু	>	লেমু	দেব	>	দিমু
চরব	>	চরমু	নেব	>	নিমু

ম > প

খাম > খাপ্

(ম-যুক্ত ব্যঞ্জনের 'ম' লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বর অ-কারযুক্ত হয়।)

কম্প > কাপ

ঝম্প > ঝাপ

অন্তঃস্থ বর্ণ

এই বর্গের ধ্বনিগুলির উচ্চারণ ও অবস্থানগত পরিবর্তন নিম্নরূপ —

র > ল

শরীর	>	শরিল	ধরলে	>	ধল্‌লে
করলো	>	কল্‌লো/হল্‌লো	হারলে	>	হাল্‌লে
মরলে	>	মল্‌লে	পাড়লে	>	পাল্‌লে

উল্লেখ্য, শব্দের মধ্যে '-র', '-ড়' ধ্বনি থাকলে তা সম্পূর্ণ রূপে উবে গিয়ে '-ল' ধ্বনিটিকে তার স্থানে বসিয়ে দেয়। উপরে তা উদাহরণ দিয়ে দেখানো হলো। এটি এই উপভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

-র - ফলাযুক্ত আদ্যাক্ষর অ-কারান্ত হলে এই উপভাষায় অ-কার কিংবা ও-কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

যেমন — প্রথম > পেরতোম

ক্রমে ক্রমে > কেরমে কেরমে

ল > ন

লালা > নাল লীলা > নিলা

-ল- সম্বলিত শব্দের '-ল' লুপ্ত হতে পারে। যেমন —

চল > চ। আবার এর উল্টোটাও ঘটতে পারে - চল > ল উভয় ক্ষেত্রের অবশিষ্ট ধ্বনি দ্বারা একই অর্থ প্রকাশ করে। চ = চল যাই।

ল = চল যাই।

উষ্মবর্ণ ঃ শ /, স/ৎ/

উচ্চারণ ও অবস্থান অনুযায়ী উস্মবর্ণের পরিবর্তন এই উপভাষায় নিম্নরূপ —

এই উপভাষায় '-শ' ও '-স' শব্দের আদিতে '-হ' - তে পরিণত হয়। যেমন —

শাক	> হাগ	শুকনো	> হুগ্‌না
শিল	> হিল	সকাল	> হকাল
সকল	> হগোল	সুতো	> হুতা
সে	> হে		

'স' শব্দের অন্ত্যেও 'হ' -তে পরিণত হয়। যেমন — বসা > বহা, আসি > আহি।
'স' কখনো কখনো 'ছ' -এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন -

সাইকেল	>	ছাইকেল	সায়া	>	ছায়া
এসছি	>	এছ্‌সি			(স ~ ছ > ছ্‌)

এই 'স', 'ছ' -এর মতন যেমন উচ্চারিত হয়, তেমনি 'ছ' আবার 'স' -এর মতন কোথাও উচ্চারিত হয়। যেমন —

ছিপ	>	সিপ	ছোট	>	সোডো
ছবি	>	সবি			

৪. ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও ধ্বনি পরিবর্তনের চারটি রীতিই চোখে পড়ে।

৪. ক) ধ্বনির আগম

১. স্বরাগম

স্বরাগমের ক্ষেত্রে আদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম ও অন্ত্য স্বরাগম দেখা যায়। এই উপভাষায় —

ক. আদি স্বরাগম

স্কুল	>	ইচ্‌কুল	স্ত্রী	>	ইচ্‌তিরি
স্তুপ	>	ইচ্‌তুপ	স্টেশন	>	এচ্‌টেশন
স্ক্রু	>	ইচ্‌কুরু	স্টার	>	এচ্‌টার

খ. মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্বরভক্তির প্রবণতা এই উপভাষায় বেশি

গ্লাস	>	গেলাস	প্লান	>	পেলান
ম্লান	>	মেলান	মিস্ত্রী	>	মিচ্‌তিরি/ম্যাচ্‌তরি
গ্লানি	>	গেলানি	ব্রাস	>	বেরাস

গ. অন্ত্য স্বরাগম

বেঞ্চ	>	বেন্‌চি,	চক্‌চকা	>	চক্‌চইক্যা
ফক্‌ফকে	>	ফক্‌ফইক্যা			

উল্লেখ্য মান্য চলিতের ন্যায় এ উপভাষায়ও অন্ত্য স্বরাগম কম।

এছাড়া অপিনিহিতি নয় অথচ অপিনিহিতির মতো এক প্রকার স্বরাগম চোখে পড়ে। সেই জাতীয় স্বরাগমকে অপিনিহিতির মতো স্বরাগম বলা হয়। যেমন —

কালো	>	কাইল্‌গা	বেলে	>	বাইল্‌গা
ধলু	>	ধইল্‌গা	কেটে	>	কাইড্‌গা
বেটে	>	বাইড্‌গা	অত্যাচার	>	অইত্‌ত্যাচার

২. ব্যঞ্জনাগম

এখানেও তিন প্রকারের ব্যঞ্জনাগম দেখা যায়।

ক. আদি ব্যঞ্জনাগম

মান্যচলিত বাংলায় শব্দের আদিতে 'র' ভিন্ন অন্য শব্দের আগম সাধারণত হয় না। আলোচ্য উপভাষায়ও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যেমন —

লোম	>	রোম	উজু	>	রুজু
লোমবা	>	রোমবা			

খ. মধ্য ব্যঞ্জনাগম (শ্রুতি ধ্বনি)

য় - শ্রুতি ধ্বনি — শৃগাল > শিয়াল > এই উপভাষায় হিয়াল।
বিকাল > বিয়াল

ওয়া/ওয় শ্রুতি ধ্বনি — না + আ > নাওয়া ('ওয়' -এর আগম)
জা + আ > জাওয়া

ন - শ্রুতিধ্বনি — সিঁদুর > হিন্‌দুর ইঁদুর > ইন্‌দুর
বাদর > বান্‌দর

দ - শ্রুতিধ্বনি — উদ্ধার > উদ্‌দার কতদূর > কদ্‌দুর

গ - শ্রুতিধ্বনি — বাঙাল > বাঙ্‌গাল কাঙাল > কাঙ্‌গাল

হ - শ্রুতিধ্বনি — সং.বিপুলা > প্রা. বিউলা > বেহালা > বেহুলা।

গ. অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম

ড. সুকুমার সেনের মতে অন্ত্যস্বরাগমের মতো অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম ও হতে পারে। আলোচ্য উপভাষায়ও তা দেখা যায়। যেমন —

দিদা	>	দিদুন্‌	তিতু	>	তিতন্‌
বাবু	>	বাবুন্‌			

৩. ধ্বনি লোপ

স্বরলোপ

ক. আদি স্বরলোপ

উদারা > দারা (সঙ্গীতের রাগ)

উনিশ > নিশ (কোন কিছু মাপার সময় উনিশকে বলে নিশ)

অলাবু > লাউ

খ. মধ্য স্বরলোপ

চালুনি	>	চাল্‌নি	কাবুলী	>	কাব্‌লি
পুতুল	>	পুত্‌লা	গলুই	>	গল্‌ই
ধুতুরা	>	ধুত্‌রা			

গ. অন্ত্যস্বরলোপ

কাশি	>	কাশ্‌	পোকা	>	পোক্‌
ফোঁটা	>	ফোড্‌	থালা	>	থাল

দ্বিমাত্রিকতা/দ্ব্যক্ষরতা

একাধিক অক্ষরের দ্বারা গঠিত শব্দের আগের অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্যে অনেক সময় শব্দের মধ্যবর্তী ধ্বনি লোপ পায় এবং শব্দটি দ্বিমাত্রিক হয়ে পড়ে। যেমন —

বিছানা	>	বিচ্‌না	গোপাল	>	গোপ্‌লা
গামোছা	>	গাম্‌ছা	সিগারেট	>	সিগ্‌রেট

উপরোক্ত প্রতিটি শব্দে বি + ছা + না, গো + পা + ল, গা + মো + ছা, সি + গা + রেট্‌ - তিনটি করে অক্ষর আছে। কিন্তু উপভাষায় শব্দগুলি - বিচ্‌ + না, গোপ্‌ + লা, গাম্‌ + ছা, সিগ + রেট্‌ দুই মাত্রার শব্দে পরিণত হয়েছে।

৪. ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ

ক. আদি ব্যঞ্জন লোপ

স্বরধ্বনির মতো ব্যঞ্জন ধ্বনির ক্ষেত্রে স্বরের আদি ও অন্ত্য লোপ তেমন হয় না।

চল > ল (ল = চল যাই অর্থ প্রকাশ করে।)

এছাড়া উত্তরবঙ্গের উপভাষার আদিতে 'র' -এর লোপ কিংবা আগম দেখা যায়।

খ. মধ্য ব্যঞ্জন লোপ

বড় দাদা	>	বরদা	ছোট দিদি	>	ছোরদি
ছোট দাদা	>	ছোরদা	শিরস্থান	>	হিতান

গ. অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপ

আদি ব্যঞ্জন লোপের যে উদাহরণটি দেখিয়েছি এক্ষেত্রেও সেই শব্দটিকেই ব্যবহার করা হলো —

চল > চ্ (চ = চল যাই অর্থ প্রকাশ করে।)

(আদি ও অন্ত্য উভয় লোপই শব্দটির হয়ে থাকে এই উপভাষায় পূর্বে তা দেখিয়েছি।)

এছাড়া — কুটুম্ব > কুডুম্

গোস্ত > গোস্

৫. ধ্বনির রূপান্তর

স্বর সঙ্গতি

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও প্রগত, পরাগত ও অন্যোন্য স্বরসঙ্গতির ব্যবহার রয়েছে।

ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি

এখানে প্রথমটির দ্বারা দ্বিতীয় ধ্বনিটি প্রভাবিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

কুনো	>	কুনা	মুলো	>	মুলা
ধূলো	>	ধুলা	নিচু	>	নিচা
কালো	>	কালা			

খ. পরাগত স্বরসঙ্গতি

এখানে দ্বিতীয় ধ্বনির দ্বারা প্রথম ধ্বনিটি প্রভাবিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

মোজা	>	মুজা	দেশ	>	দ্যাশ
বেত	>	ব্যাত	বেশ	>	ব্যাশ
লেজ	>	ল্যাজ			

গ. অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি

এখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ধ্বনির দ্বারা উভয়ে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন —

জুতো	>	জোতা,	গন্ধ	>	গোন্দো

স্বরের অ-সঙ্গতি

এই উপভাষায় স্বরের অসঙ্গতি লক্ষণীয় ভাবে চোখে পড়ে।

কাকা	>	কাগু	মামা	>	মামু
পুকুর	>	পহির	কখন	>	কহোন
যখন	>	জহোন	সুপুরী	>	সুবারি

সমীভবন

স্বরসঙ্গতির মতো সমীভবনেও মান্য চলিতের ন্যায় তিন প্রকার সমীভবন চোখে পড়ে এই উপভাষায়।

ক. প্রগত সমীভবন

পক্ক	>	পক্ক	পদ্মিনী	>	পদ্দিনি
কার্তিক	>	কাত্তিক	ওড়না	>	ওন্না

খ. পরাগত সমীভবন

সং + জন = সজ্জন, সৎ + মান = সম্মান

গ. অন্যোন্য সমীভবন

কুৎসা	>	কেচ্চা	মহোৎসব	>	মহাচ্ছপ
সত্য	>	(হিন্দীর অনুসরণে এখানকার উপভাষায়) সাচ্চা			

বিষমীভবন

লীলা	>	নিলা	শরীর	>	শরিল
লালন	>	নালন			

ঘোষীভবন

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায় সঘোষ ধ্বনির প্রভাবে /স/ অঘোষ ধ্বনি সঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তিত হয়। আবার ঘোষ ধ্বনির প্রভাব ছাড়াও উচ্চারণের কারণে একক অঘোষ ধ্বনি সঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তন আমরা স্বতোঘোষীভবন বলে জানি।

কাকার	>	কাগুর	টাকরা	>	টাগরা
চাকদা	>	চাগদা	দেমাক	>	দেমাগ
বোতাম	>	বুদাম	গীতগোবিন্দ	>	গিদ্ গোবিন্দো

স্বতোঘোষীভবন

বক	>	বগ	শাক	>	হাগ
দিক	>	দিগ			

অঘোষীভবন

এই উপভাষায় ধ্বনির পরিবর্তন নিম্নরূপ —

বর্গের তৃতীয় ধ্বনি > প্রথম ধ্বনি

বাবার	>	বাপের	অবসর	>	অপ্‌শোর
চিরাগ	>	চ্যারাক	রাগ	>	রাক

বর্গের তৃতীয় ধ্বনি > দ্বিতীয় ধ্বনি

ডাল	>	ঠাল			

মহাপ্রাণীভবন

অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণ ধ্বনিতে এবং মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণীতে রূপান্তর হওয়ার প্রবণতা এই উপভাষায় উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা যায়। অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হওয়ার উদাহরণ —

পুকুর	>	পহির	কখন	>	কহোন
দুপুর	>	দুফার	বাঁকা	>	বেহা
তাপাল	>	তাফাল	ঝাকা	>	ঝাহা
বুকের	>	বোহের	তখন	>	তহোন
টাকা	>	টাহা	দেখা	>	দ্যাহা

অল্পপ্রাণীভবনের উদাহরণ —

বুধ	>	বুদ্‌	মাছ	>	মাচ্‌	অভিযান	>	অবিজান
গাছ	>	গাচ্‌	পাঁঠার	>	পাডার	অভাব	>	অবাব
মুখ	>	মুক্‌	অতিথি	>	অতিত	অভিবাদন	>	অবিবাদন
মেঘলা	>	ম্যাগ্‌লা	বিঘা	>	বিগা	আভা	>	আবা
আঘাত	>	আগাত	দুঃখ	>	দুক্‌ক	আভাস	>	আবাস
আঠা	>	আডা	কাঁথা	>	কাতা	ব্যথা	>	ব্যতা

ব্যভার > ব্যাবার (যৌতুক)

এই উপভাষায় একই শব্দের আদিতে মহাপ্রাণীভবন ও অন্ত্যে অল্পপ্রাণীভবন ঘটতে দেখা যায়। যেমন — তাহা > হেয়া

নাসিক্যীভবন

এই উপভাষায় স্বাভাবিক ভাবেই চন্দ্রবিন্দু আসে না। যেমন —

পাঁচ	>	পাচ	চাঁদ	>	চান্
ভুঁই	>	ভুই	চাঁদসি	>	চান্‌সি
কাঁদা	>	কান্না			

তবে আনুনাসিকতাকে ব্যবহার করলে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণের অভাবকে পুশিয়ে নেয়। যেমন — এখানকার মানুষেরা কাঁদে না অর্থাৎ > কান্দে, চুল বাঁধে না > বান্দে, চাঁদে যায় না > চান্দে যায়।

মূর্ধণ্যীভবন

এই উপভাষায় 'ঢ়', 'ড' -এ বিন্দু 'ড়' আসে না। যেমন —

বাড়ি	>	বারি,	গাড়ি	>	গারি
ঘোড়া	>	ঘোরা	ঘড়ি	>	ঘরি
আষাঢ়	>	আশার			

ল-কারীভবন

'র' ধ্বনি কিংবা 'ন' ধ্বনি, 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তরের প্রবণতা এই উপভাষায় দেখা যায়। যেমন—

ন > ল

নাড়ু	>	লারু	নাটাই	>	লাডাই
লেংটা	>	ল্যাংড়া	নড়চড়	>	লরচর
নাগাল	>	লাগাল			

র > ল

প্রাচীর	>	পাচিল	করলে	>	হল্‌লে
শরীর	>	শরিল	ধরলে	>	ধল্‌লে
মরলে	>	মল্‌লে			

আবার 'ল' থেকে 'ন' -এ পরিবর্তনও এই উপভাষায় দেখা যায়। যেমন —

লীলা	>	নিলা	লাঙল	>	নাঙ্‌গল

ব্যঞ্জন দ্বিত্ব

ব্যঞ্জন দ্বিত্ব এই উপভাষার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আবার > আব্‌বার (রকবাজ ছেলেরা বলে থাকে — আব্‌বার কইতে অর্থাৎ বলার আর অবকাশ নেই)।

চাকা	>	চাক্‌কা	চুকা	>	চুক্‌কা

প্রবাদে আছে - 'চাক্‌কা মাড়ি চুক্‌কা দই, নমিতা কয় হরনাত কই।'

এছাড়া — বোলতা > বল্‌লা
গলা > গল্‌লা/কল্‌লা
কষিয়া > কৈশ্‌শ্যা
ফাঁকা > ফাক্‌কা

বিপর্যাস

মান্য চলিতের মতো এই উপভাষায়ও ধ্বনির স্থানান্তর দেখা যায়। যেমন —

লালন > নালন লাফালাফি > ফালাফালি
বাক্স > বাশ্‌ক

অপিনিহিতি

পূর্ববঙ্গের ভাষা বলতেই তো আমরা অপিনিহিতি বহুল প্রয়োগ থাকবে ধরেই নিতে পারি। বরিশালের আলোচ্য উপজেলার ভাষাতেও সেই কথার সত্যতা দেখতে পাই।

ক. 'ই' বা 'উ' ধ্বনির পূর্ব প্রতিস্থাপন —

বাটিয়া > বাইড়্‌গা কলিজা > কইল্‌জা
কাটিয়া > কাইড়্‌গা আলুনি > আইল্‌লা
আজি > আইজ

খ. 'ই' বা 'উ' বিহীন শব্দের ক্ষেত্রে অপিনিহিতির আগম হয়। যথা —

চাল > চাউল বেছে > বাইচ্‌কা
আঁশ > আইশ কেচে > কাইচ্‌কা
কালু > কাইল্‌গা অন্য > আউন্যা
আগা > আউগ্যা

অর্ধ - অপিনিহিতি

দ্রুত উচ্চারণের জন্য অপিনিহিতির 'ই' ধ্বনি ক্ষীণ হতে হতে লুপ্ত হয়, সেই জাতীয় অপিনিহিতির পরিবর্তিত রূপকে অর্ধ-অপিনিহিতি বলা হয়। কিন্তু 'গৌড়ীয় উপভাষা' বিশ্লেষণে ড. খোন্দকার বাদিয়া > বাইদা কে অর্ধ- অপিনিহিতি বলেছেন। অর্থাৎ 'ই' -এর রেশ শব্দের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী হয়ে গেলে তাকে অর্ধ-অপিনিহিতি বলা যায়। এই জাতীয় পরিবর্তন আলোচ্য উপভাষায়ও দেখা যায়। যেমন —

বসিয়া > বইস্যা > বহ্যা
কষিয়া > কইষ্যা > কশ্যা
ধরিয়া > ধইর্‌য্যা > ধর্‌য্যা

স-কারীভবন

এই উপভাষায় স-কারীভবনও দেখা যায়। যেমন -

খেয়েছে > খাইসে।

স্নান করছে > নাইসে।

গেছে > গ্যাসে।

তৃতীয় অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology)

তৃতীয় অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology)

বৃহত্তর অর্থে ব্যাকরণ কথাটিকে গ্রহণ করে তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব। সাধারণ ভাবে একাধিক ধ্বনির যোগে গঠিত বৃহত্তম একককে আমরা শব্দ (Word) বলে জানি কিন্তু আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণায় সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁদের মতে ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তর অর্থপূর্ণ এককটি শব্দ নয়, সেটি রূপিম বা মূলরূপ বা রূপমূল (Morpheme)। এই রূপিমই শব্দ গঠনের মূল উপাদান যা বাক্যের ভিতরকার শব্দের রূপবৈচিত্র্য সাধন করে। এখন রূপিমের সাহায্যে আমাদের আলোচ্য উপভাষায় শব্দ গঠন প্রক্রিয়া এবং রূপিমের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, কারক, লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি ব্যাকরণগত শ্রেণিবিভাগগুলি কিভাবে উপভাষাটির রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি তুলে ধরা হলো —

১. রূপিমের সাহায্যে কথ্য ভাষার শব্দ গঠন

মান্য চলিতের মতো এই অঞ্চলের উপভাষাতেও শব্দ গঠন দুই ভাবে হয়ে থাকে।

১.১. একটি মাত্র রূপিমের সাহায্যে শব্দ গঠন —

কুডুম্ (আত্মীয়), বাপ্ (বাবা) ইত্যাদি।

১.২. একাধিক রূপিমের সমন্বয়ে শব্দ গঠন —

এই প্রক্রিয়ায় - চার রকম ভাবে শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন —

ক. মুক্ত রূপিম (Free morpheme) + বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) = শব্দ

আম্	+ গুল্যান	= আমগুল্যান।
হরদার	+ ই	= হরদারি।
গরু	+ ডা	= গরুডা।

খ. বদ্ধরূপিম + মুক্তরূপিম = শব্দ

অ	+	সার	=	অসার।	বে	+	বোদ	=	বেবোদ।
অ	+	সুবিদা	=	অসুবিদা।	বে	+	হাল	=	বেহাল।
আ	+	কাম	=	আকাম।	ব্যা	+	জার	=	ব্যাজার।

গ. বদ্ধরূপিম + বদ্ধরূপিম = শব্দ

কুর্	+	আনি	=	কুরানি (ঝাড়ুদার)।
ব্যার্	+	আনি	=	ব্যারানি।

ঘ. মুক্তরূপিম + মুক্তরূপিম = শব্দ

ফ্যার	+	গোর	=	ফ্যারগোর।	গিদ্	+	গোবিন্দ	=	গিদ্‌গোবিন্দ।
ছেরাদ্দ	+	বারি	=	ছেরাদ্দবারি।	মাইয়া	+	পোলা	=	মাইয়াপোলা।

রূপিমের গঠন প্রকৃতি পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তার অর্থগত পরিবর্তনও হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বদ্ধ রূপিমের অবদান অপরিসীম। ভাষার ব্যাকরণের রীতি-নীতি মেনেই বদ্ধ রূপিমের সঙ্গে মুক্ত রূপিম যুক্ত হয়ে থাকে। এই সংযুক্তির ফলে ব্যাকরণের সাথে ক্রিয়ার কাল, কারক, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ প্রভৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিম্নে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

২. ক্রিয়ার কাল

চলিত বাংলার ন্যায় এই উপভাষাতেও ক্রিয়া পদের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কাল এবং একটি ভাব অনুজ্ঞা রয়েছে। এখানেও কাল ও পুরুষভেদে উভয় বচনে ক্রিয়াবিভক্তি একই ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সারণীতে উপভাষার ক্রিয়া বিভক্তির পরিচয় দেওয়া হলো —

কাল ও পুরুষভেদে (উভয় বচনে) উপভাষার ক্রিয়া-বিভক্তি

কাল	উত্তম পুরুষ (মুই = আমি)	মধ্যম পরুষ			প্রথম পরুষ	
		সাধারণ (তুমি)	তুচ্ছার্থে (তুই)	সম্ভ্রমার্থে (আমনে = আপনি)	সাধারণ (হে = সে)	সম্ভ্রমার্থে (হিনি = তিনি)
বর্তমান						
সাধারণ	-ই	-ও	-০	-ন, -এন	-য়, -এ	-ন, -এন
ঘটমান	-ইতেয়াছি, -তেয়াছি	-ইতেয়াছো, -তেয়াছো	-ইতেয়াছিস, -তেয়াছিস	-ইতেয়াছেন, -তেয়াছেন	-ইতেয়াছে, -তেয়াছে	-ইতেয়াছেন, -তেয়াছেন
পুরাঘটিত	-ইছি, -ছি	-ইছো, -ছো	-ইছিস, -ছিস	-ইছেন, -ছেন	-ইছে, -ছে	-ইছেন, -ছেন
অনুজ্ঞা		-ও	-০	-ন, -উন	-উক	
অতীত						
সাধারণ	-ইলাম, -লাম	-ইলা, -লা	-ইলি, -লি	-ইলেন, -লেন	-ইলো, -লো	-ইলেন, -লেন
ঘটমান	-ইতেয়াছিলাম, -তেয়াছিলাম	-ইতেয়াছিলা, -তেয়াছিলা	-ইতেয়াছিলি, -তেয়াছিলি	-ইতেয়াছিলেন, -তেয়াছিলেন	-ইতেয়াছিলো, -তেয়াছিলো	-ইতেয়াছিলেন, -তেয়াছিলেন
পুরাঘটিত	-ইছিলাম -ছিলাম	-ইছিলা, -ছিলা	-ইছিলি, -ছিলি	-ইছিলেন, -ছিলেন	-ইছিলো -ছিলো	-ইছিলেন, -ছিলেন
নিত্যবৃত্ত	-ইতাম, -তাম	-ইতা, -তা	-ইতি, -তি	-ইতেন, -তেন	-ইতো, -তো	-ইতেন, -তেন
ভবিষ্যৎ						
সাধারণ	-ইমু, -মু	-ইবা, -বা	-ইবি, -বি	-ইবেন, -বেন	-ইবে, -বে	-ইবেন, -বেন
ঘটমান	-ইতে থাকমু -তে থাকমু	-ইতে থাকবা -তে থাকবা	-ইতে থাকবি -তে থাকবি	-ইতে থাকবেন -তে থাকবেন	-ইতে থাকবে -তে থাকবে	-ইতে থাকবেন -তে থাকবেন
পুরাঘটিত	-ইয়া থাকমু -এ থাকমু	-ইয়া থাকবা -এ থাকবা	-ইয়া থাকবি -এ থাকবি	-ইয়া থাকবেন -এ থাকবেন	-ইয়া থাকবে -এ থাকবে	-ইয়া থাকবেন -এ থাকবেন
অনুজ্ঞা		-ইয়ো, -ও, -বা	-ইশ, -আইশ, -বি	-ইয়েন		

ক. √খা [ছ ~ স > ছ]

বর্তমানকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	খাই (খাই)	খাইতেয়াছি (খাচ্ছি)	খাইছি (খেয়েছি)
মধ্যম (সাঃ)	খাও (খাও)	খাইতেয়াছো (খাচ্ছো)	খাইছো (খেয়েছো)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	খা (খা)	খাইতেয়াছিস্ (খাচ্ছিস)	খাইছিস্ (খেয়েছিস)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	খান (খান)	খাইতেয়াছেন (খাচ্ছেন)	খাইছেন (খেয়েছেন)
প্রথম	খায় (খায়)	খাইতেয়াছে (খাচ্ছে)	খাইছে (খেয়েছে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	খান (খান)	খাইতেয়াছেন (খাচ্ছেন)	খাইছেন (খেয়েছেন)

অতীতকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	নিত্যবৃত্ত
উত্তম	খাইলাম (খেলাম)	খাইতেয়াছিলাম (খাচ্ছিলাম)	খাইছিলাম (খেয়েছিলাম)	খাইতাম (খেতাম)
মধ্যম (সাঃ)	খাইলা (খেলে)	খাইতেয়াছিলা (খাচ্ছিলা)	খাইছিলা (খেয়েছিলো)	খাইতা (খেতে)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	খাইলি (খেলি)	খাইতেয়াছিলি (খাচ্ছিলি)	খাইছিলি (খেয়েছিলি)	খাইতি (খেতি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	খাইলেন (খেলেন)	খাইতেয়াছিলেন (খাচ্ছিলেন)	খাইছিলেন (খেয়েছিলেন)	খাইতেন (খেতেন)
প্রথম	খাইলো (খেলো)	খাইতেয়াছিলো (খাচ্ছিলো)	খাইছিলো (খেয়েছিলেন)	খাইতো (খেতো)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	খাইলেন (খেলেন)	খাইতেয়াছিলেন (খাচ্ছিলেন)	খাইছিলেন (খেয়েছিলেন)	খাইতেন (খেতেন)

ভবিষ্যৎকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	খামু (খাব)	খাইতে থাকমু (খেতে থাকব)	খাইয়া তাকমু (খেয়ে থাকব)
মধ্যম (সাঃ)	খাবা (খাবে)	খাইতেথাকবা (খেতে থাকবে)	খাইয়া থাকবা (খেয়ে থাকবে)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	খাবি (খাবি)	খাইতে থাকবি (খেতে থাকবি)	খাইয়া থাকবি (খেয়ে থাকবি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	খাবেন (খাবেন)	খাইতে থাকবেন (খেতে থাকবেন)	খাইয়া থাকবেন (খেয়ে থাকবেন)
প্রথম	খাবে (খাবে)	খাইতে থাকবে (খেতে থাকবে)	খাইয়া থাকবে (খেয়ে থাকবে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	খাবেন (খাবেন)	খাইতে থাকবেন (খেতে থাকবেন)	খাইয়া থাকবেন (খেয়ে থাকবেন)

খ) স্নান করা = নাওয়া > √না

বর্তমান কাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	নাই	নাইতেয়াছি	নাইছি
মধ্যম (সাঃ)	নাও	নাইতেয়াছো	নাইছো
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	না	নাইতেয়াছিস	নাইছিস

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	নান	নাইতেয়াছেন	নাইছেন
প্রথম	নায়	নাইতেয়াছে	নাইছে
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	নান	নাইতেয়াছেন	নাইছেন

অতীতকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	নিত্তবৃত্ত
উত্তম	নাইলাম	নাইতেয়াছিলাম	নাইছিলাম	নাইতাম
মধ্যম (সাঃ)	নাইলা	নাইতেয়াছিলা	নাইছিলা	নাইতা
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	নাইলি	নাইতেয়াছিলি	নাইছিলি	নাইতি
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	নাইলেন	নাইতেয়াছিলেন	নাইছিলেন	নাইতেন
প্রথম	নাইলো	নাইতেয়াছিলো	নাইছিলো	নাইতো
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	নাইলেন	নাইতেয়াছিলেন	নাইছিলেন	নাইতেন

ভবিষ্যৎকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	নামু	নাইতে থাকমু	নাইয়া তাকমু
মধ্যম (সাঃ)	নাবা	নাইতে থাকবা	নাইয়া থাকবা
মধ্যম (তুচ্ছ)	নাবি	নাইতে থাকবি	নাইয়া থাকবি
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	নাবেন	নাইতে থাকবেন	নাইয়া থাকবেন
প্রথম	নাবে	নাইতে থাকবে	নাইয়া থাকবে
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	নাবেন	নাইতে থাকবেন	নাইয়া থাকবেন

গ. √কর > √হর

বর্তমান কাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	হরি (করি)	হরতেয়াছি (করছি)	হরছি (করেছি)
মধ্যম (সাঃ)	হরো (করো)	হরতেয়াছ (করছো)	হরছো (করেছো)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	হর (কর)	হরতেয়াছিস (করছিস)	হরছিস্ (করেছিস)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	হরেন (করেন)	হরতেয়াছেন (করছেন)	হরছেন (করেছেন)
প্রথম	হরে (করে)	হরতেয়াছে (করছে)	হরছে (করেছে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	হরেন (করেন)	হরতেয়াছেন (করছেন)	হরছেন (করেছেন)

অতীতকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত	নিত্তবৃত্ত
উত্তম	হল্‌লাম (করলাম)	হরতেয়াছিলাম (করতেছিলাম)	হরছিলাম (করছিলাম)	হরতাম (করতাম)
মধ্যম (সাঃ)	হল্‌লা (করলে)	হরতেয়াছিলা (করতেছিলে)	হরছিলো (করছিল)	হরতা (করতা)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	হল্‌লি/হরলি (করলি)	হরতেয়াছিলি (করতেছিলি)	হরছিলি (করছিলি)	হরতি (করতি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	হল্‌লেন/হরলেন (করলেন)	হরতেয়াছিলেন (করতে ছিলেন)	হরছিলেন (করছিলেন)	হরতেন (করতেন)
প্রথম	হল্‌লো/হরলো (করল)	হরতেয়াছিলো (করতেছিল)	হরছিলো (করছিল)	হরতো (করতো)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	হল্‌লেন/হরলেন (করলেন)	হরতেয়াছিলেন (করতে ছিলেন)	হরছিলেন (করছিলেন)	হরতেন (করতেন)

ভবিষ্যৎকাল

পুরুষ	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম	হরমু (করব)	হরতে থাকমু (করতে থাকব)	হরে থাকমু (করে থাকব)
মধ্যম (সাঃ)	হরবা (করবে)	হরতে থাকবা (করতে থাকবে)	হরে থাকবে (করে থাকবে)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	হরবি (করবি)	হরতে থাকবি (করতে থাকবি)	হরে থাকবি (করে থাকবি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	হরবেন (করবেন)	হরতে থাকবেন (করতে থাকবেন)	হরে থাকবেন (করে থাকবেন)
প্রথম	হরবে (করবে)	হরতে থাকবে (করতে থাকবে)	হরে থাকবে (করে থাকবে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	হরবেন (করবেন)	হরতে থাকবেন (করতে থাকবেন)	হরে থাকবেন (করে থাকবেন)

৩. অসমাপিকা ক্রিয়া

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও অসমাপিকা ক্রিয়ার যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। 'আ' -অ্যা, -ইলে, -ইয়া, -ইড্‌গা, -তে, -লে, -ইতে, প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। তবে ক্রিয়ার রূপটিতে অপিনিহিতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন —

কর্ + ইয়া = করিয়া > কইর্‌গা।
চল্ + ইয়া = চলিয়া > চইল্‌গা।
ভর + তে = ভরতে > (খাইতে)।
খা + ইড্‌গা > খাইড্‌গা (খেটে)।
হাক্ + ইয়া = হাকিয়া > হাইক্‌কা।
না + ইলে = নাইলে।
লিখ্ + ইতে = লিখতে > ল্যাকতে।
মর্ + তে = মরতে

বাক্যে প্রয়োগ

ক. কামডা হইর্‌গা আয়। (কাজটি করে আস।)

খ. দাম তো হাইক্‌কা থুইছ। (দাম তো বেশ চেয়ে বসে আছ।)

গ. মুই আইজ চইল্‌গা জামু। (আমি আজ চলে যাব।)

ঘ. অ্যাতো সোমায় বইয়া নাইলে অবে। (এত সময় বসে স্নান করলে চলবে।)

ঙ. অ্যাহোন কতগুল্যান ভরতে বইছে (এখন কতগুলো খেতে বসেছে।)

চ. সন্দা অইছে ল্যাকতে বয়। (সন্ধ্যা হয়েছে লিখতে বসো।)

ছ. এই বয়সে আর খাইড্‌গা অবে কি? (এই বয়সে আর খেটে হবে কি?)

৪. যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগও এই উপভাষায় যথেষ্ট দেখা যায়। যৌগিক ক্রিয়াটি একাধিক ক্রিয়া বাক্যাংশ নিয়েও গঠিত হতে পারে। যথা —

দুই পদী ক্রিয়া বাক্যাংশ —

ক. পোলাডা হগোল গুলান ভাত খাইয়া নিছে। (ছেলেটা সবগুলো ভাত খেয়ে নিয়েছে।)

খ. হেয়ারে জাইতে দ্যাও। (তাকে যেতে দাও।)

গ. হে খাইতে লাগলো। (সে খেতে লাগল।)

তিন পদী ক্রিয়া বাক্যাংশ

ক. মুই বাশটা কাইড্‌গা লইয়া আহি। (আমি বাঁশটি কেটে নিয়ে আসি।)

খ. হিরু কলম আতে লইয়া বইয়া থাহে। (হিরন্ময় কলম হাতে নিয়ে বসে থাকে।)

চার পদী ক্রিয়া বাক্যাংশ

ক. হকালেই খাইয়া লইয়া চইলগা আহিস। (সকালেই খেয়ে দেয় চলে এসো।)

খ. ওবা কাণ্ড ধারের টাহা ফিরগা আইয়া দিতে চাইছিলো।

(বাবা কাকু ধারের টাকা ফিরে এসে দিতে চেয়েছিল।)

৫. সংযোগমূলক ক্রিয়া

এই উপভাষাতেও সংযোগমূলক ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়।

সংযোগমূলক ক্রিয়া + বিশেষ্য/বিশেষণ = ক্রিয়া

যেমন —

ক. পোলাডা ঘুম পরছে। (ছেলেটা ঘুমোচ্ছে।)

খ. সতিমার মুন্দিরে ভালো বাউল গাইছে। (সতীমায়ের মন্দিরে ভালো বাউল গান হচ্ছে।)

গ. আডে কি আনতে অবে মাড্‌ডি জিগাই ল।

(হাট থেকে কি আনতে হবে মাকে জিজ্ঞাসা করে নাও।)

৬. অস্ত্যর্থক ক্রিয়া

যা, হ, আছ্‌ , থাক্‌ ইত্যাদি ধাতু থেকে জাত ক্রিয়া এই উপভাষাতেও দেখা যায়। এখানে

উপরোক্ত মুক্ত বা বদ্ধ রূপিমের সঙ্গে - মু, ইমু, ই, ইলো প্রভৃতি বদ্ধ রূপিম যুক্ত হয়ে অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। যেমন —

মুক্তরূপিম/বদ্ধরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	অস্ত্যর্থক ক্রিয়া
থাক	-	মু/ইমু	=	থাকমু
ছি	-	ইলো/লো	=	ছিলো
যা > জা	-	ই	=	জাই
আছ	-	ই		আছি

বাক্যে প্রয়োগ

ক. আইজ এহানেই থাকমু। (আজ এখানেই থাকব।)

খ. মুই আছি তুই খা। (আমি রয়েছি তুই খা।)

গ. রাইতে গরুডা এহানেই ছিলো। (রাত্রে গরুটা এখানেই ছিলো।)

৭. নঞর্থক ক্রিয়া

অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার পারে নয়, না, নাই, বসিয়ে ন-ঞর্থক ভাব প্রকাশ করা হয়।

অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া	বদ্ধরূপিম	+	বদ্ধরূপিম		নঞর্থক ক্রিয়া
- থাকমু	ন	+	আ	=	থাকমু না
খাই	ন	+	আই	=	খাই নাই
জায়	ন	+	আয়	=	জায় নায়

বাক্যে প্রয়োগ

ক. মোরা মামাগো বারি থাকমু না (আমরা মামা বাড়ি থাকব না।)

খ. হারা দিনে খাই নাই। (সারা দিনে খাই নি।)

গ. কিশান মাডে জায় নায়। (কৃষাণ মাঠে যায় নি।)

এছাড়া শুধু মাত্র 'ন' এর রূপ বসিয়েও ন-ঞর্থক ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন —

ক. দুক্ক হরো ক্যান্ তোর তো দুক্কের শ্যাশ নাই।
(দুঃখ করো কেন তোর তো দুঃখের শেষ নেই।)

খ. নয় নয় হইর্গা বারোডা অবে। (না হলেও বারোটা হবে।)

গ. কাইল্গো টেশ্ পরিক্কা ঘুমামু না। (কাল টেস্ট পরীক্ষা ঘুমাবো না।)

৮. প্রযোজক ক্রিয়া

এই উপভাষাতেও প্রযোজক ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। মূলধাতুর সঙ্গে আ, অ্যা, ওয়া প্রভৃতি বদ্ধরূপিম যোগ করে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত করে বিভিন্ন কালবাচক পূর্ণ প্রযোজক ক্রিয়াপদ

গঠন করে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো —

ধাতু	+	**বদ্ধরূপিম**	+	**ক্রিয়া বিভক্তি**	=	**প্রযোজক ক্রিয়া**
লেখ্		—অ্যা		—ইছিলো	=	ল্যাখাইছিলো
না		—ওয়া		—ইব্যা	=	নাওয়াইব্যা
শুন্ ~ হুন্		—আ		—ইছি	=	হুনাইছি

'ছ' -এর উচ্চারণ 'স' -এর মতো তাই ছ দিয়ে তা বোঝানো হলো।

বাক্যে প্রয়োগ

ক. দাদু আমারে অ, আ ল্যাখাইছিলো। (দাদা আমাকে অ, আ লিখিয়েছিলো।)

খ. তুমি সোনাইরে নাওয়াইব্যা? (তুমি সনুকে স্নান করাবে?)

গ. আমি ছাত্তোরগো রামায়নের গপ্পো হুনাইছি। (আমি ছাত্রদের রামায়ণের গল্প শুনিয়েছি।)

৯. নামধাতু

এই উপভাষায় নামধাতুর বহুল প্রয়োগ আছে। দুই ভাবে এই নাম ধাতু গঠিত হতে পারে। যেমন—

বিশেষ্য, বিশেষণ পদের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম যোগ করে এবং তার সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে। অর্থাৎ -

নামপদ	+	বদ্ধরূপিম	+	ক্রিয়া বিভক্তি	=	নাম ধাতু
চাপ্	+	আ	+	ইব্যা	=	চাপাইব্যা
মাপ্	+	আ	+	ইব্যা	=	মাপাইব্যা

বাক্যে প্রয়োগ

ক. ওবা আইজগো ধানগুল্যা মাপাইব্যা? (বাবা আজ ধান গুলো মাপাবে?)

খ. অ্যাক মোনি বোস্তাডা মোর মাতায় চাপাইব্যা? (এক মন ওজনের বস্তাটি আমার মাথায় চাপাবে?)

নামপদের সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত করে। অর্থাৎ —

নামপদ	+	**ক্রিয়া বিভক্তি**	=	**নামধাতু**	
বিয়া	+	ইছে	=	বিয়াইছে	[ছ ~ স]
হিয়া	+	ইছে	=	হিয়াইছে	[ছ ~ স]
টাডা	+	ইছে	=	টাডাইছে	[ছ ~ স]
খ্যাদা	+	ইছে	=	খ্যাদাইছে	[ছ ~ স]
খ্যালা	+	মু	=	খ্যালামু	
হুগা	+	ইছে	=	গুগাইছে	[ছ ~ স]

বাক্যে প্রয়োগ

ক. রাঙা গরুডা বিয়াইছে। (লাল গরুটি বাচ্চা দিয়েছে।)

খ. মায় হারাদিন কাতা হিয়াইছে। (মা সারাদিন কাঁথা সেলাই করেছে।)

গ. অ্যাতোহানি পোরছে টাডাইছে না? (এতোটা পুড়েছে যন্ত্রণা করে নি?)

ঘ. হালিক গুলা দুলা খ্যাদাইছে? (শালিক গুলো দুলাল তাড়িয়েছে?)

ঙ. বিয়ালে বল খ্যালামু। (বিকেলে বল খেলব।)

চ. ওদু আনদির জানের ভুই হুগাইছে? (দাদা আন্দির জানের জমি শুকিয়েছে?)

১০. কারক

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও ছয় প্রকার কারকের ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তি ও অনুসর্গের চিহ্ন সারণীতে নিম্নে দেখানো হলো —

কারক	কারক - চিহ্ন
কর্তৃকারক	-০, -এ, -য়, -তে, -র,
কর্মকারক	-০, -রে, -এ
করণ কারক	-এ, -য়, -০, দিয়্যা, হইর্‌গা, দ্বারা
সম্প্রদান কারক	-রে, -এ, -কে
অপাদান কারক	-ত্যা, -থ্যে, -চাইয়া, -থেইক্যা, -অইতে
অধিকরণ কারক	-এ, -য়, -তে, -০, -গো, -র, -রে, -মইদ্যে, -ভিতরে
সম্বন্ধ পদ	-র, -এর, -কার

১০. ১. কর্তৃকারক

ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্রে বলা হয়েছে - 'ক্রিয়া সম্পাদক ঃ কর্তা'। পাণিনির মতে - 'স্বতন্ত্র ঃ কর্তা' অর্থাৎ যে অন্যের অধীন না হয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন করে সে-ই কর্তা। কর্তায় বিভক্তি চিহ্ন প্রায়ই উহ্য থাকে তাই কর্তায় শুন্য বিভক্তি ধরা হয়। যেমন - কে খাবে? কে যায়?

কর্তায় 'এ' বিভক্তি -

ছাগোলে কিনা খায়?

এ > 'য়' পাড়ায় কয় কি ? (পাঁঠায় কি বলে?)

মায় ডাহে। (মা ডাকছে।)

কর্তায় - 'তে'

মানুতে আল চয়। (মানুষে হাল চষে।)

(প্রসঙ্গত আমাদের গবেষণা-ক্ষেত্রের বৃহত্তর অঞ্চলে বিশেষত শাতলা, ইন্দুর কানি, আস্কর -এর মত বড় বড় বিলে নরম মাটিতে গরু মহিষের পরিবর্তে মানুষের দ্বারা হাল চাষ করা হয়।)

ভাববাচ্যে কর্তায় - 'র'

মোর জাওয়া লাগে। (আমার যাওয়া দরকার।)

প্রযোজক কর্তায় শুন্য বিভক্তি হয় —

হে মোরে দিয়্যা কামডা হরাই নিলো। (সে আমাকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নিলো।)

নিরপেক্ষ কর্তায় শুন্য বিভক্তি —

চান ওডলে রাত্তিরও দিন অয় (চাঁদ উঠলে রাতও দিনের মত হয়।)

১০.২. কর্মকারক

কর্ম কারক প্রসঙ্গে ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্রের কথা মনে আসে। 'ক্রিয়য়াক্রান্তং কর্ম' - অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়ার দ্বারা যা অবলম্বন করে তাই কর্মকারক। চলিত বাংলার মতো এখানেও কর্তায় '-কে' বিভক্তি আছে তবে এই '-কে' কখনো '-র' -এর কাজও করে। যেমন — আমারে খাইতে দ্যাও। (আমাকে খেতে দাও।)

হ্যারে ডাহো। (তাকে ডাক।) — যেটা মান্য চলিতে কবিতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

কর্মে '-এ' বিভক্তি এই উপভাষায় কেবল শিষ্ট চলিতের মতো কবিতা পাঠে শোনা যায়। মুখের কথায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে না। যেমন — 'অন্ধজনে চক্খু দান'।

এই উপভাষায় সাধারণ ভাবে কর্মে শুন্য বিভক্তির প্রয়োগ বেশি। যেমন —

খাডাল ধো (মেঝা ধুয়ে ফেল।)

হে ভাত খাইছে। (সে ভাত খেয়েছে।)

দেবতুল্যদের ক্ষেত্রে আবার - 'রে' বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন —

ঠাহররে ডাহো। (ঠাকুরকে ভজো।)

গুরুরে/ভগমানরে ডাহো। (দেবতাকে ভজো।)

জাতি বাচকে শুন্য বিভক্তি

দ্যাশে লোক নাই। (দেশে মানুষ/লোক নেই।)

গৌণ কর্মে শুন্য বিভক্তি

হরদা মোরে জেমিতি হিকাইতেয়াছে। (হরলালদা আমাকে জ্যামিতি শিখাচ্ছে।)

১০. ৩. করণ কারক

'সাধকতমং করণম' - যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকেই করণ কারক বলে।

করণে '-এ', '-য়' বিভক্তি

টাহায় হগোল অয়। (টাকায় সব হয়।)

চান ম্যাগে ঢাকছে। (চাঁদ মেঘে ঢেকেছে।)

করণে শুন্য বিভক্তি

ওরা বেল খ্যালে। (ওরা মার্বেল খেলছে।)

লাডি মারলো পিডে। (লাঠি মারল পিঠে।)

তবে অনুসর্গের ব্যবহার এই উপভাষায় বেশি। করণে অনুসর্গ - দিয়্যা, হইর্‌গা।

ক. ছিডা দিয়্যা মারিছ না। (কঞ্চি দিয়ে মারিস না।)

খ. কি হইর্‌গা অ্যাতোহানি কাডলো? (কী করে এতোটা কাটল?)

বিভক্তি ও অনুসর্গের যুগ্ম প্রয়োগও এখানে দেখা যায়। যেমন —

ক. নায় হইর্‌গা জামু। (নৌকা করে যাব।)

খ. গেলাসে হইর্‌গা রস আন। (গ্লাসে করে রস নিয়ে এসো।)

১০. ৪. সম্প্রদান কারক

পাণিনির মতে - 'একেবারে স্বত্বত্যাগ করে যা দেওয়া হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।' এই উপভাষায় মান্য চলিতের মতোই বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন —

ক. ভিক্‌কুতকে ভিক্‌কা দে। (ভিক্ষারিকে ভিক্ষা দাও।)

ক > 'রে'

ক. খয়রাতিরে দুইডা চাউল দে। (ভিক্ষারিকে দুটো চাল দাও।)

'এ' - বিভক্তি

ক. ফান্‌ডে সাহাইজ্‌জো হরো। (ফাণ্ডে সাহায্য করো।)

১০. ৫. অপাদান কারক

পাণিনির মতে - 'ধ্রুবমপায়ে অপাদানম্' - অর্থাৎ বিশ্লেষ ঘটলে যা ধ্রুব তাই অপাদান। এছাড়া কোনো কিছু থেকে উৎপন্ন, যা থেকে ভয়, ঈর্ষা, লজ্জা প্রভৃতি বুঝায় তাও অপাদান। অপাদানে - ত্যা, থ্যে, অইতে, চাইয়া, থেইক্যা বিভক্তির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন —

ক. গরমেত্যা রক্‌খা হরো। (গরম থেকে রক্ষা করো।)

খ. বিলেত্যা হাপলা উডাইয়া আন। (বিলের থেকে শাপলা উঠিয়ে নিয়ে এসো।)

গ. উডানেত্যা ধান গুল্যান উডা। (উঠোন থেকে ধান গুলো তোলো।)

ঘ. এহানথ্যে গেলি? (এখান থেকে গেলি?)

ঙ. বিলের চাইয়া হুগনার ভুইর দাম বেশি। (বিলের জমির চেয়ে শুকনার জমির দাম বেশি।)

চ. ধান গুল্যান থেইক্যা অল্প কয়ডা নিলাম। (ধান গুলো থেকে অল্প কটা নিলাম।)

ছ. তিল অইতে কতডু ত্যাল অইছে? (তিল থেকে কতটুকু তেল বেড়িয়েছে?)

- উল্লেখ্য এই উপভাষায়, ত্যা, থ্যে, থেইক্যা প্রভৃতি যে উপসর্গ ব্যবহৃত হচ্ছে তার ভাব মান্য চলিতের থেকে, হইতে -এর মতোই।

১০. ৬. অধিকরণ কারক

ক্রিয়ার আধার হলো অধিকরণ। মান্য চলিতের চার রকম অধিকরণের নমুনাই এই উপভাষায় রয়েছে। যথা —

১. স্থানাধিকরণে - 'য়'

গোলায় ধান থাহে। (গোলায় ধান থাকে।)

২. কালাধিকরণে - 'এ'

চত্তিরে মাডি ফাডে। (চৈত্র মাসে মাটি ফাঁটে।)

৩. বিষয়াধিকরণে - 'য়'

রামেশ্বরবাবু বাংলায় দারুণ। (রামেশ্বরবাবু বাংলায় ভালো।)

৪. ভাবাধিকরণে - 'এ'

অন্দকারে প্যাচা ডাহে। (অন্ধকারে পেঁচা ডাকে।)

সমীপ্যে - 'এ'

বিলে টোং উডাইছে। (বিলের মধ্যে মাচা করে ঘর বেঁধেছে।)

অধিকরণে - 'তে'

মাডিতে য়ুরুম আছে। (বড় মাটির ভারে মুড়ি আছে।)

অধিকরণে - 'শুন্য'

আইজ মুই ঢাহা জামু। (আজ আমি ঢাকা যাব।)

কাগু বারি নাই। (কাকা বাড়ি নেই।)

অধিকরণে - 'গো' (কে > গো)

কাইল্‌গো জামু। (কালকে যাব।)

অধিকরণে অনুসর্গ - 'র', 'রে'

কামের ভিতরে কাম। (কাজের ভিতর কাজ।)

বুহের মইদ্দে ও দুইডা কি? (ধাঁধা - Book) - উত্তর - Vowel.

১০. ৭. সমন্ধ পদ

মান্য চলিতের মতোই এখানে - 'র', -এর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে 'কার' ও কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। বহু বচনের ক্ষেত্রে 'র' -এর পূর্বে গুল্যা/গুল্যান যোগ হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. ওয়ার কতা কইস না। (ওর কথা বলিস না।)

খ. মাইন্‌সের কাছে আত না পাতলে তো চলতারো না। (মানুষের কাছে ধার না করলে তো চলে না।)

গ. মানুষ গুল্যার জা অবস্তা। (মানুষ গুলোর যা অবস্থা।)

ঘ. হেদিনকার কতা কইয়া লাব নাই। (সেদিনকার কথা বলে আর লাভ নেই।)

১১. উপসর্গ

মান্য চলিতের সমস্ত উপসর্গ যোগে রূপিম গঠিত না হলেও অধিকাংশ উপসর্গের প্রয়োগ এই উপভাষায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন -

ক. অপ - অপরানত, অপশোর (অবশর), অপরাদ (অপরাধ)।

খ. উপ - উপরালা (স্রস্টা), উপ-প্রদান (উপপ্রধান), উপসোম (উপসম)।

গ. সম - সমকক্ক (সমকক্ষ), সমপক্ক (সম্পর্ক)

ঘ. নি - নিদান, নিগুর (নিগূঢ়), নিনাইয়া।

ঙ. বি - বিয়াল (বিকেল), বিচানা (বিছানা), বিচানো (বিছানো)।

চ. অতি - অতিরিক্ত (অতিরিক্ত), অতিরাক্ (অতিরাগ)।

তৎসম ভিন্ন অন্য শব্দে অ, আ, অনা, নি, বে প্রভৃতি উপসর্গের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সমস্ত উপসর্গ সংস্কৃতের মতো সবসময় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত নাও হতে পারে। যেমন —

ক. অ - অকামা (অকেজো), অমানু (অমানুষ), অবাঙ্‌গালি (অবাঙালি)।

খ. আ - আকাডা, আকারা (আকাড়া), আজলা, আপোদ, আপাদা।

গ. অনা - অনাবাদি, অনাবিল।

ঘ. নি - নিনাইয়া (যার নৌকা নেই), নিরোক (নিরোগ) নিরিক, নিদান (নিদেন), নিমোক।

ঙ. কু - কুকাম, কুকতা,

চ. পাতি - পাতি হিয়াল (পাতি শিয়াল), পাতি চোর, পাতি আস (পাতি হাঁস)।

ছ. রাম - (বড় অর্থে রাম) - রামদা, রাম ছাগোল, রামপাডা (রামপাঁঠা)।

জ. আগ - আগবারাইন্‌গা (আগবাড়িয়ে)।

ঝ. আড় > আর - আর চোহে (আড় চোখে) আরকাড (আর কাঠ)।

ঞ. অন - অনাইরজো (অনার্য), অনাদি।

এমন বহু বাংলা উপসর্গ এই উপভাষায় স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

ফারসি উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন

গর - গর্ পত্তা (গড়-পরতা), গর্ আজির (গর্হাজির), গর্বর (এলোমেলো)।

বদ - বদ্মেজাজ্, বদ্হজোম (বদহজম)।

বে - বেকায়দা, বেসুরা, বেতালা (যন্ত্রণা), বেমানি (যারমান নেই), বেয়ুশ (হুশ নেই)।

দর - দর্দাম, দর্ইজারা, দর্বেশ।

সব > সাব - সাব্ব্যারেস্টার, সাব্ইনেশ্পেক্টার (Sub-inspector)

ইংরেজী উপসর্গ যোগে

হেড - হেডমাশ্টার (হেডমাষ্টার), হেডমিচ্তিরি (হেডমিস্ত্রী), হেডমাদ্বার (হেডমাতব্বর)।

হাফ > হাপ - হাপপেন্টুল (হাফ পেন্টুল), হাপসার্ট্ (হাফসার্ট), হাপআতা (হাফ-হাতা)।

ফুল - ফুলআতা (ফুলহাতা), ফুলপেরোন (ফুলজামা), ফুলবাবু, ফুলটিকিড (ফুল টিকিট)।

১২. অনুসর্গ

এই উপভাষায় অনুসর্গের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। তবে মান্য চলিতের থেকে অনুসর্গ গুলি নিজেদের মতো কিছুটা পরিবর্তন করে ব্যবহৃত হয়। দিয়ে > দিয়্যা, করিয়া > কইর্গা, লাগিয়া > লাইগ্যা/লাইগ্গা, থাকিয়া > থাইক্যা/থেইক্যা, হইতে > অইতে, মধ্যে > মইদ্যে - প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার রয়েছে।

ক. বডি দিয়্যা পুডি কাডো। (বটি দিয়ে পুঠি মাছ কাটো।)

খ. অর লাইগ্গা জাইতে পাল্লাম না। (ওর জন্য যেতে পারলাম না।)

গ. এই ঝামেলার মইদ্যে তুই আইলি ক্যান্? (এই ঝামেলার মধ্যে তুই আসলি কেন?)

ঘ. অ্যাহোন অইতে ল্যাহা পরায় মোন দে। (এখন থেকে লেখা পড়ায় মন দাও।)

এছাড়া এই উপভাষায় ভিন্ন জাতীয় (নিজস্ব) কিছু কিছু অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

ক. লগে - মোর লগে ইয়ারকি হরবি না। (আমার সাথে ইয়ারকি করবি না।)

খ. গোনে - ও বরদা কোন গোনে আইলা? (ও বড় দা কোথা থেকে এলে?)

গ. হানেত্যা - কুড়ুম্ব আইছো কোন হানেত্যা? (এখানে 'কুড়ুম্ব' দ্বারা আত্মীয় না বুঝিয়ে 'মাতব্বর' বোঝাচ্ছে - মাতব্বর এসেছ কোথা থেকে?)

এখানে লক্ষণীয় অনুসর্গগুলি যে সমস্ত পদের বিভক্তির কাজ করছে, সেই পদটি বিভক্তি যুক্ত কিংবা বিযুক্ত দুই-ই হতে পারে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপেই অনুসর্গ গুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত।

১৩. সর্বনাম

১৩. ১. পুরুষবাচক সর্বনাম

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও ক্রিয়ার রূপ নির্ধারণে পুরুষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করে। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষে ক্রিয়ার রূপ একেবারে আলাদা। কেবল তাই নয়, পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের পূর্ণ ও বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নে সারণীতে পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো—

পুরুষ		একবচন	বহুবচন
উত্তম		মুই, মোরে, মোর	মোরা/ মোগো, আমাগো
ম	সাধারণ	তুমি,তোমারে	তোমাগো
ধ্য	তুচ্ছার্থে	তুই, তোর, তোরে	তোগো, তোরা
ম	সম্ভ্রমার্থে	আম্‌নার, আম্‌নে	আম্‌নাগো/আম্‌নারা
প্র	সাধারণ	হে, হেয়ার/হ্যার	হেরা, হেয়াগো/হ্যাগো
থ ম	সম্ভ্রমার্থে	উনি, ওনার	ওনাগো, ওনরা

উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম

এখানে একবচনে -মো, -মু বহুবচনে -মো, -আমা, প্রাতিপদিক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভক্তি বাচক বিকরণ যোগ করে পদ গঠিত হয়। যেমন —

বচন	বদ্ধরূপিম/মুক্তরূপিম (প্রাতিপদিক)	+	বদ্ধরূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	=	পদ
একবচন	মো ~ মু		- ই	=	মুই (আমি)
	মো		- র	=	মোর (আমার)
	মো		- রে	=	মোরে (আমাকে)
বহুবচন	মো		- রা	=	মোরা (আমরা)
	মো		- গো	=	মোগো (আমাদের)
	আমা		- গো	=	আমাগো

মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম

এই উপভাষায় এক বচনের ক্ষেত্রে -তু, -তুম, -তোমা, -তো এবং বহু বচনের ক্ষেত্রে -তু ~ তো, -তোম, -তুম ~ তোমা, প্রাতিপদিক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এবং দুই ক্ষেত্রেই বিভক্তি বাচক বিকরণ যোগ করে পদ গঠিত হয়। নিম্নে সরণীতে দেখানো হলো —

বচন	বদ্ধরূপিম/মুক্তরূপিম (প্রাতিপদিক)	+	বদ্ধরূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	=	পদ
এ ক ব চ ন	তু		-ই	=	তুই
	তুম্		-ই	=	তুমি
	তুম্ ~ তোমা		- রে	=	তোমারে (তোমাকে)
	তু ~ তো		- রে	=	তোরে (তোকে)
ব হু ব চ ন	তু ~ তো		- রা	=	তোরা
	তুম্ ~ তোম্		- রা	=	তোমরা
	তু ~ তো		- গো	=	তোগো (তোদের)
	তুম্ ~ তোমা		- গো	=	তোমাগো (তোমাদের)

এখানে - 'কে' বিভক্তির বদলে - 'রে' বিভক্তির প্রয়োগই কথ্য ভাষায় দেখা যায়। এছাড়া বহু বচনে 'গো' বিভক্তির প্রয়োগ এই উপভাষায় একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছে।

প্রথম পুরুষবাচক সর্বনাম

এখানে একবচনে -হ, -হেয়া, -ওয়া, -ও, -হ্যা এবং বহুবচনে -হে, -হেয়া, -হ্যা, -ওয়া, -ও ইত্যাদি প্রাতিপদিক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভক্তি বাচক বিকরণ যোগ করে পদ গঠিত হয়। নিম্নে সারণীতে উল্লেখ করা হলো —

বচন	বদ্ধরূপিম/মুক্তরূপিম (প্রাতিপদিক)	+	বদ্ধরূপিম (বিভক্তি বাচক বিকরণ)	=	পদ
এ	হ		- এ	=	হে (সে)
ক	হ ~ হ্যা		- র	=	হ্যার (তার)
ব	হ ~ হে ~ হেয়া		- র	=	হেয়ার (তার)
চ	ওয়া		- র	=	ওয়ার (ওর)
ন	ও		- রে	=	ওরে (ওকে)
	হ ~ হ্যা		- রে	=	হ্যারে (তোকে)
	ওয়া ~ অ		- রে	=	অরে (ওকে)
ব	হ ~ হে		- রা	=	হেরা (তারা)
হু	হ ~ হে > হেয়া		- গো	=	হেয়াগো (তাদের)
ব	হ ~ হ্যা		- গো	=	হ্যাগো (তাদের)
চ	ওয়া		- গো	=	ওয়াগো (ওদের)
ন	ও		- গো	=	ওগো (ওদের)

এখানে দেখা যাচ্ছে 'হ' এক বচনের প্রাতিপদিক। তা থেকে তৈরি (হ + এ = হে) একটি পদ 'হে' -কে পুনরায় প্রাতিপদিক হিসাবে ব্যবহার করে তার সঙ্গে অতিরিক্ত বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদ তৈরি হচ্ছে এটা এই উপভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

দ্রুত উচ্চারণের জন্য হেয়াগো > হ্যাগো বহুবচনের রূপ এবং একবচনে হেয়ার > হ্যার দ্বিবিধ প্রয়োগই কথ্য ভাষায় লক্ষ করা যায়।

মান্য চলিত বাংলার মতো এই উপভাষায়ও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষের ভূমিকা অসামান্য। এখানে মুক্তরূপিমের সঙ্গে পুরুষ ভেদে বদ্ধরূপিম যুক্ত হয়ে মুক্তরূপিমের গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তন সম্পন্ন করে। পুরুষ ভেদে এই পরিবর্তন নিম্নে দেওয়া হলো —

ধাতু কহ > 'ক'

পুরুষ	মুক্তরূপিম	বদ্ধরূপিম	পদ
উত্তম	ক	- বো	কবো (বলবো)
মধ্যম (তুমি)	ক	- বা	কবা (বলবে)
মধ্যম (তুচ্ছঃ)	ক	- বি	কবি (বলবি)
মধ্যম (সম্ভ্রঃ)	ক	- বেন	কবেন (বলবেন)
প্রথম	ক	- বে	কবে (বলবে)
প্রথম (সম্ভ্রঃ)	ক	- বেন	কবেন (বলবেন)

কারক ও বচন ভেদে সর্বনাম পদের রূপভেদ দেখা যায়। যেমন —

কর্তা	কর্ম	করণ	অপাদান	অধিকরণ	সম্বন্ধপদ
মুই	মোরে	মোরে দিয়্যা	মোরথ্যে/থেইক্যা	মোর মইদ্যে	মোর
মোরা	মোগো	মোগো দিয়্যা	মোগোথ্যে/থেইক্যা	মোগো মইদ্যে	আমাগো/মোগো
তুমি	তোমারে	তোমারে দিয়্যা	তোরথ্যে/থেইক্যা	তোমার মইদ্যে	তোমার
তোমরা	তোমাগো	তোমাগো দিয়্যা	তোমাগোত্যা/থেইক্যা	তোমাগো মইদ্যে	তোমাগো
তুই	তোরে	তোরে দিয়্যা	তোরত্যা/থেইক্যা	তোর মইদ্যে	তোর
তোরা	তোগো	তোগো দিয়্যা	তোগোত্যা/থেইক্যা	তোগা মইদ্যে	তোগো
আমনে	আমনারে	আমনারে দিয়্যা	আমনেত্যা/আপনার থেইক্যা	আমনার মইদ্যে	আমনার
আমনারা	আমনাগো	আমনাগো দিয়্যা	আমনাগোত্যা/থেইক্যা	আমনাগো মইদ্যে	আমনাগো
হে	হেয়ারে/হ্যারে	হেয়ারে/হ্যারে দিয়্যা	হ্যারত্যা/থেইক্যা	হ্যার/হেয়ার মইদ্যে	হ্যার/হেয়ার
হেরা	হেয়াগো/হ্যাগো	হেয়াগো/হ্যাগো দিয়্যা	হেয়াগোত্যা/থেইক্যা হ্যাগোত্যা/থেইক্যা	হেয়াগো মইদ্যে হ্যাগো মইদ্যে	হ্যাগো/হেয়াগো
উনি	ওনারে	ওনারে দিয়্যা	ওনাত্যা/ওনার থেইক্যা	ওনার মইদ্যে	ওনার
ওনরা	ওনাগো	ওনাগো দিয়্যা	ওনাগোত্যা/থেইক্যা	ওনাগো মইদ্যে	ওনাগো

১৩. ২. নির্দশক সর্বনাম

এই উপভাষাতেও দূরত্ববাচক ও নৈকট্যবাচক সর্বনাম পদ রয়েছে।

নির্দেশক সর্বনাম	একবচন	বহুবচন
দূরত্ববাচক	উই, ঐডা, উইজে/উইহানে	ঐগুল্যা/ঐগুল্যান
নৈকট্যবাচক	এই, এইডা, এই জে/এহানে	এইগুলা/এইগুল্যান

এই পদগুলির সঙ্গে বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কারক অন্বিত সর্বনাম পদ গঠিত হয়। যেমন —

মুক্তরূপিম বা প্রাতিপদিক	+	বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ	=	পদ
ঐডা	+	- র	=	ঐডার
উইহানে	+	- র	=	উইহানের (ওখানের)
এই ~ এয়া	+	- র	=	এয়ার

মুক্তরূপিম বা প্রাতিপদিক	+	বদ্ধরূপিম বা বিভক্তি বাচক বিকরণ	=	পদ
এহানে	+	- র	=	এহানের (এখানের)
ঐগুলা/ঐগুল্যান	+	- র/এর	=	ঐগুলার/ঐগুল্যানের
এইগুলা/এইগুল্যান	+	- র/এর	=	এইগুলার/এইগুল্যানের

১৩. ৩. অনির্দেশক বা অনিশ্চয়বাচক সর্বনাম

কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে না, এরকম ভাব বোঝাতে কেউ, কেউরে, কহোনো, কোনহানে ইত্যাদির ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন —

ক. কেউ কতা কবি না। (কেহ/একজনেও কথা বলবি না।)

খ. কেউরে দিবি না। (কাউকে দেবে না।)

গ. কহোনো গাইল দিবি না। (কখনো গালি দিবে না।)

ঘ. তোরা কোনহানে জাবি। (তোরা কোথায় যাবি।)

১৩. ৪. প্রশ্নবাচক সর্বনাম

প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জন্য এই উপভাষায় সাধারণত ক, কারে, কেউ প্রভৃতি সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও কতগুলি প্রসঙ্গে প্রশ্নবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো —

প্রসঙ্গ				
সময়	দিন	স্থান	কারণ	পরিমাণ
কহোন	কবে, কবে কার কদ্‌দিন	কোন হানে কোতায় কোহানে	ক্যান্ ক্যানো কিল্‌লাইগ্‌গা ক্যামনে/ক্যাম্বালে কি হরতে	কয়ডা, কয়জোন, কতগুলা/কতগুল্যান কতো, কতোডা,

১৩. ৫. আত্মবোধক সর্বনাম

এই উপভাষায় আত্মবোধক সর্বনাম হিসাবে নিজেই, নিজেগো, আম্‌নার, খোদ, প্যাডের - ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

ক. বোজার সোমায় অইলে নিজেই বুজবা। (বোঝার সময় হলে নিজেই বুঝবে।)

খ. নিজেগো কাম নিজেগো হরতে লজ্‌জা কি? (নিজেদের কাজ নিজেদের করতে লজ্জা কিসের?)

গ. মুই আম্‌নার চোহে না দ্যাকলে কইতাম না। (আমি নিজের চোখে না দেখলে বলতাম না।)

ঘ. প্যাডেড্যার লাইগ্‌গা টান নাই তার পিডেড্যা। (নিজের ছেলের জন্য দরদ নেই তো অন্যের ছেলের জন্য টান।)

১৩. ৬. এছাড়াও সর্বনাম মূলক পদ

ক. সময় — অ্যাহোন, অ্যাহোনি, জহোন, তহোন, তহোনি।

খ. স্থান নির্দেশক — এইহানে, ঐহানে, উইহানে।

গ. সাকল্য বাচক সর্বনাম — হগোলে, হগোলগুলা/গুল্যান, বেবাক

ঘ. প্রতিনির্দেশক সর্বনাম — জহোন-তহোন, জেই-শেই, জার-তার এহানে-ওহানে, জেহানে-হেহানে।

১৪. ক্রিয়া বিশেষণ

মান্য চলিতের মতো এই উপভাষায় কিছু নতুন ক্রিয়া বিশেষণ দেখা যায়। যেমন —

ক. গুলি — দ্রুত অর্থে — গুলির মতো জাবি আর আবি। (গুলির মতো খাবি আর আসবি।)

খ. হকাল — দ্রুত অর্থে — হকালে আবি কইলোম। (তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু।)

গ. হাপুস-হুপুস — দ্রুত বা তাড়াতাড়ি অর্থে — হাপুস-হুপুস হইর্‌গা খা। (তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।)

ঘ. গরাইতে গরাইতে — ধীর অর্থে — বুরিডা গরাইতে গরাইতে আইছে। (বুড়িটা আস্তে আস্তে এসেছে।)

ঙ. য়েইল্‌গা-দুইল্‌গা — ধীর অর্থে — এইরহম য়েইল্‌গা দুইল্‌গা আডলে কি আর দেরি না অইয়া পারে? (এই রকম হেলে দুলে হাঁটলে কি আর দেরি না হয়ে পারে?)

চ. গরোজ — দ্রুত অর্থে - গরোজ হইর্‌গা আহিছ। (তাড়াতাড়ি আসিছ।)

১৫. লিঙ্গ

এই উপভাষায় পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও উভয় লিঙ্গ - এই তিন প্রকার লিঙ্গেরই ব্যবহার রয়েছে। মান্য চলিতের ন্যায় এখানেও লিঙ্গ অর্থ নির্ভর। বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের আদালা আদালা প্রত্যয় যোগ হয় এবং তার ফলে তাদের পৃথক রূপ হয়ে যায়। তবে বিশেষ্যের রূপ আলাদা হলেও সর্বনামের রূপভেদ তেমন হয় না। যেমন — মুই (আমি), তুমি, হে (সে) হেয়ার (তার), ওয়াগো (ওদের) - প্রভৃতি শব্দে পুং ও স্ত্রী লিঙ্গে রূপভেদ দেখা যায় না। লিঙ্গভেদে সর্বনামের মতো বিশেষণেরও কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণেও লিঙ্গের প্রভাব দেখা যায় না।

১৫. ১. পুংলিঙ্গ

পুরুষ বাচক প্রত্যয় - আ/অ্যা, ও, ডা, - এর ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। যেমন —

ব্যাডা (বেটা), কাহা (কাকা), পোলা (পুত্র), মরদো (মর্দ), ভাইপো, দামরা (ছেলে বছুর) ইত্যাদি।

	অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপম	লিঙ্গান্তর
গ.	-ইন/-আইন	বেয়াই	বেয়াইন
		ভাই	বুইন
		দোচ্রত	দোচ্রতাইন
ঘ.	-ঈ	কুমার	কুমারী
		অবাগা (অভাগা)	আবাগী (অভাগী)
		মৈয়ুর (ময়ুর)	মৈয়ুরী (ময়ুরী)
ঙ.	-নি	মাশ্টার	মাশ্টারনি
		অরুণ	অরুনি
চ.	-ইন	বোন	বুইন
ছ.	-আ	ফুফু	ফুপা (পিশে)
জ.	-উ	বোন	বুনু (জামাইবাবু)

উল্লেখ্য উপরের উদাহরণ গুলির মধ্যে বোন > বুইন স্ত্রী লিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ হলেও বোন > বুনু (জামাইবাবু) পুংলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। এছাড়া ফুফু > ফুপা স্ত্রী লিঙ্গের পুং লিঙ্গান্তর করা হয়েছে।

১৫. ৪. উভয় লিঙ্গ

এই উপভাষায় তুলনামূলক ভাবে উভয় লিঙ্গের ব্যবহার কম। তবুও কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

বচ্ছুর, কুড়ুম্ব, সন্তানাদি, ঘড়ক, কিশান প্রভৃতি।

১৬. বচন

মান্য চলিতের মতো - একবচন ও বহুবচন উভয়ের ব্যবহার এই উপভাষায় রয়েছে। একবচন ও বহুবচনে বিশেষ্যের আলাদা রূপই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত। যেমন — একবচন - বোতল, বহুবচনে - বোতলগুলা/গুল্যান। তবে বিশেষ্যের পূর্বে বহুত্ব বোধক কোনো বিশেষণ থাকলে সেক্ষেত্রে বিশেষ্যের আলাদা রূপ নাও থাকতে পারে। যেমন — একবচনে অ্যাট্ট্যা আপেল। বহুবচনে ম্যালা আপেল। এখানে উল্লেখ্য উভয় বচনে 'আপেল' শব্দটির রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে। বচনভেদে সর্বনামের রূপ পৃথক হয়ে যায়। যেমন - একবচন - মুই, বহুবচন - মোরা। সর্বনামের রূপতত্ত্বে বচনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকলেও বিশেষণ ও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বচনের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। তবে কদাচিত বিশেষণের দ্বিত্ব করে বহু বচনের কাজ নিস্পন্ন করা হয়। সে ক্ষেত্রে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় না।

১৬. ১. একবচন

মান্য চলিত বাংলায় একবচন বোঝতে টি, টা, খানা, খানি ব্যবহার করা হলেও এই উপভাষায় দু, একটি ক্ষেত্র ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে - ডা/ড্যা, হানা, হান, ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. আমডা পার। (আমটি পাড়।)

খ. বইহান দ্যাও। (বইখানা দাও।)

গ. ভুই হানা চওয়া অইছে? (ভুঁই খানা চাষ দেওয়া হয়েছে?)

চলিত বাংলার মতো এক > অ্যাক শব্দ যোগে ও একবচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন —

ক. অ্যাক ধোমকের কাম। (এক বেলার কাজ।)

খ. অ্যাক বাডি দুদ্। (এক বাটি দুধ।)

নির্দেশক সর্বনামে একবচনের রূপ বোঝাতে এডা/এইডা, উইডা, ঐডা ইত্যাদি বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন —

ক. এডা আনলি কহোন? (এটা এনেছিস কখন?)

খ. ঐডা মুই নিমু। (ঐটা আমি নেব।)

গ. উইডা চোহে দ্যাহো না? (উইটা চোখে দেখ না?)

১৬. ২. বহুবচন

বহুবচন বুঝাবার বহুল ব্যবহৃত বিভক্তি হচ্ছে গুলা/গুল্যান, গো। এছাড়া চলিত বাংলার ন্যায়, রা বিভক্তি সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। তবে পরিমাণ বুঝাতে ম্যালা এবং বেশি বোঝাতে 'বেজায়' বিশেষণটির প্রয়োগ রয়েছে। যেমন —

ক. ধান গুলা উডা। (ধানগুলো উঠাও।)

খ. মোগো মরন ছারা উপায় নাই। (আমাদের মরণ ছাড়া রক্ষা নেই।)

গ. হেরা আইজ জাবে। (তারা আজ যাবে।)

ঘ. ঝরে ম্যালা আম পরছে। (ঝরে অনেক আম পড়েছে।)

ঙ. বেজায় মিডা। (ভীষণ মিঠে।)

চ. বেজায় খুশিতে আছে। (খুব খুশিতে আছে।)

এই উপভাষাতেও চলিত বাংলার মতো বিশেষ্যের পূর্বে বহুত্ববোধক বিশেষণ প্রয়োগে, দ্বিরুক্তির সাহায্যে কিংবা যুগ্ম শব্দের দ্বারা বহুবচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন —

ক. পাশজোন ডাহাইত। (পাঁচ জন ডাকাত।)

খ. ঘরে ঘরে অবাব। (সমস্ত ঘরে অভাব।)

গ. চাক্কা চাক্কা মাডি। (চাকা চাকা মাটি।)

ঘ. শয় শয় মানু। (শত শত মানুষ।)

এছাড়া সমষ্টিবাচক বিভিন্ন শব্দ পূর্বপদ রূপে ব্যবহৃত হয়েও বহু বচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন —

ক. হগোলে জামু। (সবাই যাব।)

খ. হগোল দিন। (সমস্ত দিন।)

গ. হারা বছর। (পুরো বৎসর।)

ঘ. বেবাক মানু। (সমস্ত মানুষ।)

ঙ. গোডা দ্যাশ। (সমস্ত দেশ।)

চ. তামাম দুইন্‌গা। (সমস্ত পৃথিবী।)

সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি করেও বহু বচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন —

ক. কেডা কেডা খাইছে? (কে কে খেয়েছে?)

খ. কোনডা কোনডা নিছো? (কোনটি কোনটি নিয়েছ?)

১৬. ১. ১. এক বচনের পদ গঠন

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে

	মুক্তরূপিম	+		বদ্ধরূপিম	=	পদ
ক.	আম	+	ট >	ডা	=	আমডা (আমটি)
	কাম	+		ডা	=	কামডা (কাজটি)
	নাইর্‌কোল	+		ডা	=	নাইর্‌কোলডা (নারিকেলটি)
	ছাগোল	+		ডা	=	ছাগোলডা (ছাগোলটি)

খ. খানা > হান

বই	+	হান	=	বইহান (বইখানা)
মই	+	হান	=	মইহান (মইখানা)
ভুই	+	হান	=	ভুইহান (ভুঁইখানা)
দাও	+	হান	=	দাওহান (দাখানা)

এক বচন বাচক রূপিম মূল রূপিমের পূর্বে যোগ করে ও এক বচনের পদ গঠন করা হয়।

মুক্তরূপিম	+	শব্দ	+	মূলরূপিম	=	পদ
অ্যাক	+	ধোমকের		কাম	=	অ্যাকধোমকের কাম
অ্যাক	+	বাড়ি		দুদ	=	অ্যাকবাড়ি দুদ্‌
অ্যাক	+	লৌরে		জামু	=	অ্যাকলৌরে জামু

১৬. ২. ১. বহু বচনের পদ গঠন

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে —

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
মানু	+	গুলা/গুল্যান	=	মানুগুলা/মানুগুল্যান
আম	+	গুলা/গুল্যান	=	আমগুলা/আমগুল্যান
লাকরি	+	গুলা/গুল্যান	=	লাকরিগুলা/লাকরিগুল্যান
খাজুর	+	গুলা/গুল্যান	=	খাজুরগুলা/খাজুরগুল্যান

বহু বাচন বাচক মুক্তরূপিম মূল রূপিমের পূর্বে যুক্ত হয়েও বহু বচনের পদ গঠিত হয়।

বহু বচন বাচক মুক্তরূপিম	+	মূল রূপিম	=	পদ
ম্যালা	+	জল	=	ম্যালাজল (অনেক জল)
হারা	+	বছর	=	হারাবছর (সমস্ত বছর)
গোডা	+	দ্যাশ	=	গোডাদ্যাশ (সমস্ত দেশ)
বড্ড	+	ল্যাহা	=	বড্ডল্যাহা (অনেক লেখা)

১৭. বিশেষ্যমূলক রূপিম

বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তিমূলক বদ্ধরূপিম সংযুক্ত হয়ে বিশেষ্যমূলক রূপিম গঠিত হয়। আমাদের আলোচ্য উপভাষায় বিশেষ্যমূলক মুক্তরূপিমের সঙ্গে - র, -এর, -ইবার ইত্যাদি বদ্ধরূপিম যুক্ত হয়ে পদ গঠিত হয়। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ্যের শ্রেণি বিভাগ করেছেন পাঁচ প্রকার। যথা —

১. সামান্যবাচক বিশেষ্য ।
২. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।
৩. গুণবাচক বিশেষ্য।
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য।
৫. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

এই শ্রেণি বিভাগের কথা মাথায় রেখে আমাদের আলোচ্য উপভাষায় কিভাবে বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধরূপিম যুক্ত হয়ে চলিত বাংলার ন্যায় পদ গঠিত হয় তা পর্যায়ক্রমে উদাহরণ সহযোগে উল্লেখ করা হলো —

১. সামান্যবাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
মইশ	+	- এর	=	মইশের (মহিষের)
মোসলমান	+	- এর	=	মোসলমানের (মুসলমানের)
খিষ্টান	+	- এর	=	খিষ্টানের (খ্রীষ্টানের)
হিন্দু	+	- এর	=	হিন্দুর (হিন্দুর)
মাচ্	+	- এর	=	মাচের (মাছের)

২. সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
ভাগবদ	+	- এর	=	ভাগবদের (ভাগবতের)
বরিশাল	+	- এর	=	বরিশালের
মৌলবি	+	- এর	=	মৌলবির (মৌলভীর)
পুরান	+	- এর	=	পুরানের (পুরাণের)
গাং	+	- এর	=	গাংগের (গাঙ্গের)

৩. গুণ বা ভাববাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
শোক	+	- এর	=	শোকের
সুক	+	- এর	=	সুকের (সুখের)
নবাবি	+	- র	=	নবাবির
লাজ	+	- এর	=	লাজের (লজ্জার)
ফালাফালি	+	- র	=	ফালাফালির

৪. সমষ্টিমাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
সারি	+	- র	=	সারির (দলের)
পারটি	+	- র	=	পারটির (পার্টির)
শেরেনি	+	- র	=	শেরেনির (শ্রেণির)
গুষ্টি	+	- র	=	গুষ্টির (গোষ্ঠীর)
দল	+	- এর	=	দলের
সমিতি	+	- র	=	সমিতির
জনগন	+	- এর	=	জনগনের

৫. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

মুক্তরূপিম	+	বদ্ধরূপিম	=	পদ
দ্যাখা	+	ইবার	=	দ্যাখাইবার (দেখাবার)
ল্যাখা	+	ইবার	=	ল্যাখাইবার (লেখাবার)
জা	+	ইবার	=	জাইবার (যাবার)
করা	+	ইবার	=	করাইবার (করাবার)
নাচা	+	ইবার	=	নাচাইবার (নাচাবার)

১৮. বিশেষ্যমূলক পদ গঠন

আগৈলঝাড়া উপজেলার উপভাষাতেও মান্য চলিতের ন্যায় মুক্তরূপিমের সঙ্গে উপসর্গ বা আদি প্রত্যয় বা অন্ত্যপ্রত্যয় যোগে বিশেষ্যমূলক পদ গঠিত হয়ে থাকে। আদি প্রত্যয় যোগে পদ গঠন —

আদি প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/অ/	কুল	অকুল
	বিচার	অবিচার
	থৈ/থই	অথৈ

আদি প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
	নামি	অনামি
	শান্তি	অশান্তি
/আ/	কাম	আকাম
	বাত	আবাত
	বোল	আবোল
/বে/	টাইম	বেটাইম
	আকুপ	বেয়াকুক
	সুর	বেসুর
	কায়দা	বেকায়দা
	শামাল	বেশামাল
	জাত	বেজাত
/বদ/	অবব্যাস	বদ্অবব্যাস
	হজম	বদ্হজোম
	নাম	বদ্নাম
	রাগি	বদ্রাগি
/নির/	দোষ	নির্দোষ
	আমিশ	নিরামিশ
	গাত	নির্গাত
	মান	নির্মান
	লাজ	নিরলাজ
	আশা	নির্আশা
/নি/	বংশ	নিবংশ
	খাত	নিখাত
	পাত	নিপাত
/না/	হংসি	নাহংসি

আদি প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/গর/	পরতা	গর্‌পরতা
	মিল	গর্‌মিল
	আজির	গর্‌আজির
/সু/	বোদ	সুবোদ
	নাম	সুনাম
/কু/	করম	কুকরম
	কতা	কুকতা
	বুদ্‌দি	কুবুদ্‌দি

অন্ত্য প্রত্যয় যোগে

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/আ/	চোর	চোরা
	নাচ	নাচা
	খোজ	খোজা
	চোক	চোকা
/আমি/	ঢ্যামন	ঢ্যামনামি
	বলদ্‌	বলদামি
	পাগল	পাগলামি
/গিরি/	সাউ	সাউগিরি
	করতা	করতাগিরি
	চামচা	চামচাগিরি
	চাকর	চাকরগিরি
	কামার	কামারগিরি
	ক্যারানি	ক্যারানিগিরি
	ঝি	ঝিগিরি
	বাদশা	বাদশাগিরি
	বাবু	বাবুগিরি

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/আনা/	বাবু	বাবুআনা
	ঘর	ঘরআনা/ঘরানা
	বিবি	বিবিআনা
/আলা/য়ালা	দোকান	দোকানআলা
	ব্যাপারি	ব্যাপারিআলা
	সুবারি (সুপুরি)	সুবারিআলা
/আলি/	ঘড়ক	ঘটকালি
	পাত্	পাতালি
	দোচ্ত	দোচ্তালি
/ই/	শিকার	শিকারী/শিকারি
	মাদবার	মাদবারি
	মাশ্টার	মাশ্টারি
	হরদার	হরদারি
/জি/(হ্যাঁ অর্থে ব্যবহৃত হয়) —		
	সার	জি সার
/দার/	দেনা	দেনাদার
	পাওনা	পাওনাদার
	আওত	আওতদার (তদারকি ব্যক্তি)
	ভোজন	ভোজনদার
	ভাগি	ভাগিদার
/জান/	বিবি	বিবিজান (মুসলমান রীতি)
	আম্মা	আমম্াজান
/ধন/	বাপ্	বাপ্ধন
/জি/	বাবা	বাবাজি
	ঠাকুর	ঠাকুরজি

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/না/	বাড	বাড্না (বাটনা)
	রান	রান্না
	প্যাক	প্যাক্না
/নি/	নিরা	নিরানি
	বাচ্	বাচ্নি
	ঢাক	ঢাকনি
/খোর/	গাজা	গাজাখোর
	নেশা	নেশাখোর
	সুত	সুতখোর (সূদখোর)
	মাল	মালখোর
/উক/	তাল	তালুক
	হিংসা	হিংসুক
	নিনদা	নিন্দুক
/ত্ব/	বন্দু	বন্দুত্ব

উপরোক্ত উদাহরণে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যমূলক সাধিতরূপমূলেরও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

১৮. ১. বিশেষণ মূলক পদ

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্তরূপিম	সাধিত রূপমূল/পদ
/ই/	দ্যাশ	দ্যাশি
	বাস	বাসি
	কাশ	কাশি
/অ্যা/	কালা	কাইল্যা
	জল	জইলস্যা
	সেজ	সাইজ্যা
/উক/	প্যাড (পেট)	পেড়ুক (পেটুক)
	লাজ	লাজুক

/তা/	আল	আলতা
	জল	জলতা (রং)
	লাল	লালতা
	আম	আমতা
/উ/	ঢাল	ঢালু
	চাল	চালু
/তো/	মামা	মামাতো
	কাকা	কাকাতো
	খুরা	খুরাতো
	পিশা	পিশাতো
	চাচা	চাচাতো
/চ্যা/	পাইন	পাইন্চ্যা
	মাডি	মাইড্গ্যা
	কালো	কাইল্চ্যা

১৯. পদাশ্রিত নির্দেশক বা বিশেষ বিশেষ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, টুকু ইত্যাদি নির্দেশককে 'বিশেষ বিশেষ্য' বলেছেন, যেগুলি মান্য চলিতে ব্যবহৃত হয়। এখানে - টি/টা > ডা, খানা > হানা, খানি > হানি, গাছা > ছারা, প্রভৃতি নির্দেশকের ব্যবহার রয়েছে। যেমন —

ক. বিশেষ্যর অবস্থান নির্দেশক —

বিলোইডা, ঘড়িডা, বাড়িডা, বইহান, মইহান, গরুডা, জালছারা (জালগাছি/জালগাছা)।

খ. সংখ্যাবাচক বিশেষণ যোগে বিশেষ্যর অবস্থান নির্দেশক —

চাইড্ডা গরু (চারটে গরু)। দুইডা হালিক (দুটো শালিক)। ছয়হান বই (ছয়খানা বই)। দুইহান গামছা (দুইখানা গামছা)।

গ. পরিমাণবাচক বিশেষণ যোগে বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশক —

অ্যাতহানি জল (এতটা জল), অ্যাতহানি পেরি (এতটা কাদা), অ্যাতডা পত (এতখানি পথ), অ্যাতহানি ছেরা (এতটা ছেঁড়া)।

ঘ. পরিমাণে, অল্পার্থে ও আদরে নির্দেশক —

এইডুহানে পোলা কি সুন্দার আসে। (এইটুকু বাচ্চা কি সুন্দর হাসে।)

২০. যৌগিক শব্দ

২০. ১. সমাসবদ্ধ পদ

এই উপভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে। যেমন —

সমাজবদ্ধ পদ	ব্যাস বাক্য	চলিত অর্থ	মন্তব্য
ছাওয়াল মাইয়া	ছাওয়াল ও মাইয়া	ছেলে-মেয়ে	দ্বন্দ্ব সমাস
লতা-পাতা	লতা ও পাতা	লতা-পাতা	দ্বন্দ্ব সমাস
নাস্তা-পানি	নাস্তা ও পানি	জল-খাবার	দ্বন্দ্ব সমাস
পিডা-পিডি	পিডা ও পিডি	পিঠাপিঠি (পরপর)	দ্বন্দ্ব সমাস
কাম-কাজ	কাম ও কাজ	কাজ কর্ম	দ্বন্দ্ব সমাস
কতা-বাত্‌রা	কতা ও বাত্‌রা	আলোচনা	দ্বন্দ্ব সমাস
শলা-পরামর্শ	শলা ও পরামর্শ	যুক্তি বুদ্ধি	দ্বন্দ্ব সমাস
আপোত	পদ নয়	খারাপ	নঞ তৎপুরুষ সমাস
আকাম	নয় কাম	ক্ষতি	নঞ তৎপুরুষ সমাস
আইল্যা ভাত	আইল্যা জে ভাত	আলিনু যে ভাত (নুন ছাড়া)	কর্মধারায় সমাস

সমাজবদ্ধ পদ	ব্যাস বাক্য	চলিত অর্থ	মন্তব্য
ছেরা জাল	ছেরা জে জাল	(ছেঁড়া জাল)	কর্মধারায় সমাস
ফুডা বাডি	ফুডা জে বাডি	ফুটো বাটি	কর্মধারায় সমাস
মোডা চাউল	মোডা জে চাউল	মোটা যে চাল	কর্মধারায় সমাস
তিমুহী	তিন মুহের সমাহার	তিনমুখের সমাহার	দ্বিগু সমাস
চাইরআনা	চাইর আনার সমাহার	চারআনা	দ্বিগু সমাস
দোতারা	দুই তারের সমাহার	দু'তারের সমাহার	দ্বিগু সমাস
দুরবিক্‌খ	ভিক্‌কার অবাব	আকাল	অব্যয়ীভাব সমাস
দুরাশা	আশার অবাব	আশাহীন	অব্যয়ীভাব সমাস
হারিমুখী	হারির মত মুক জার	গোমরা	বহুব্রীহি সমাস
নিরলজ্জ	লজ্জা নাই জার	লজ্জাহীন	বহুব্রীহি সমাস
দোয়াজবর	দ্বিতীয় বিয়া হরছেন জিনি	দ্বিতীয় বিয়ে করা বর	বহুব্রীহি সমাস
নিবংশ/নিরবংশ	বংশ নাই জার	বংশহীন	বহুব্রীহি সমাস
ফুলবাবু	জিনি ফুল তিনি বাবু	ফুলবাবু	কর্মধারণ সমাস
মেমসাহেব	জিনি মেম তিনি সাহেব	মেমসাহেব	কর্মধারণ সমাস

২০. ২. শব্দ দ্বৈত

মান্য চলিত বাংলার ন্যায় এই উপভাষায়ও দ্বৈত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে তার উচ্চারণ কিছুটা আলাদা, কখনো বা নতুন কিছু শব্দের উপস্থিতি দেখা যায়, যার প্রয়োগ শিষ্ট চলিতে দেখা যায় না। যেমন —

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ দ্বৈত	অর্থ	উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ দ্বৈত	অর্থ
হন্‌হন্‌	তাড়াতাড়ি	ভন্‌ভন্‌	ভো-ভো শব্দ
হর্‌হইর্‌গ্যা	হর হরে	থর্‌থইরগ্যা	থর থরে
মর্‌মইর্‌গ্যা	মর মরে	কল্‌কইলগ্যা	কল কলে
তুল্‌তুইল্‌গ্যা	তুল্‌তুলে	টক্‌টইক্যা	টক টকে
আউন্যা আউন্যা	অপরিচিত	হরি্‌ হরি্‌	করি করি
কিল্‌ কিল্‌	ভীরে অশান্ত অবস্থা	ঘপ্‌ ঘপ্‌	তাড়া তাড়ি খাওয়া
কমু্‌ কমু্‌	বলব বলব		

এছাড়া চলিত বাংলার প্রভাবে কিছু দ্বৈত শব্দ এখানে একটু পরিবর্তিত উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. সংযোগবাচক

কতায় কতায় (কথায় কথায়)
চোহে চোহে (চোখে চোখে)
পথে পতে (পথে পথে)
মোহে মোহে (মুখে মুখে)
লগে লগে (সাথে সাথে)
আতে আতে (হাতে হাতে)

খ. দীর্ঘকালীনতা বাচক

হুইতে হুইতে (শুতে শুতে)
জাইতে জাইতে (যেতে যেতে)
গরাইতে গরাইতে (গড়াতে গড়াতে)
খারাইতে খারাইতে (দাঁড়াতে দাঁড়াতে)
ল্যাকতে ল্যাকতে (লিখতে লিখতে)
কইতে কইতে (বলতে বলতে)
বইতে বইতে (বসতে বসতে)

গ. দ্বিধা, অসম্পূর্ণতার ভাব

খামু-খামু (খাব খাব)
উডি উডি (উঠি উঠি)
কমু কমু (বলব বলব)
করমু-করমু (করব করব)
অয় অয় (হয় হয়)
দিমু দিমু (দেব দেব)

ঘ. এছাড়াও রয়েছে —

মুলে মুলে (তলে তলে)	বাইল্‌গা বাইল্‌গা (বেলে বেলে)
মাইড্‌গা মাইড্‌গা (মেটে মেটে)	হোগায় হোগায় (পাছায় পাছায়)
চাহা চাহা (চাকা চাকা)	মাহা মাহা (মাখা মাখা)

মান্য চলিত বাংলার মতোই এক প্রকার দ্বৈত শব্দের প্রয়োগ রয়েছে এই উপভাষায়। এগুলিকে অনেকে অনুকার, অনুগামী শব্দ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে নাম দিয়েছেন 'প্রকৃতিবাচক শব্দ'। তবে এই শব্দ গুলি এই উপভাষায় ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন —

উপভাষায়	**মান্য চলিতে**	**উপভাষায়**	**মান্য চলিতে**
ফুল-ঠুল	ফুল-টুল	বাসন-ঠাসন	বাসন-টাসন
গান-ঠান	গান-টান	ভাত-ঠাত	ভাত-টাত
মুজা-ঠুজা	মোজা-টোজা	পেরন-ঠেরন	পেরন-টেরন
কোডা-কুডি	কোটা কুটি	বাডা-বাডি	বাটা বাটি
ঘাড়ে - ঘোড়ে	ঘাটে-ঘোটে	উডান-ঠুডান	উঠোন-টুটোন
পাচার-ঠাচার	পাছার-টাছার	হাগ-পাতা	শাক-পাতা
ধান-ধোন	ধান-টান		

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

এই উপভাষায় প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পূর্বের মতো এখানেও নিজস্ব উচ্চারণ রীতি মেনে উচ্চারণ করে থাকে। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো — খচ্‌মচ্‌, ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌, কিল্‌বিল্‌, খিল্‌খিল্‌, খম্‌খম্‌, গিজ্‌গিজ্‌, গম্‌গম্‌, গুর্‌গুর্‌, ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌, খুট্‌খাট্‌, চিন্‌ চিন্‌, চ্যাট্‌ চ্যাট্‌, ছুত্‌ ছুত্‌, জ্যাল্‌জ্যালা, ঝিম্‌ঝিম্‌, ঝপাত্‌ঝপাত্‌, টম্‌টম্‌, টপাশ্‌ টপাশ্‌, ঢন্‌ঢন্‌, তক্‌তক্‌, তির্‌তির্‌, থল্‌থলা, থ্যাত্‌রা ভ্যাত্‌রা, দব্‌দর্‌, ধিকি ধিকি , প্যাচ্‌প্যাচা, প্যান্‌ প্যান্‌, পিত্‌ পিইত্‌ক্যা, ফোডা ফোডা, ফুডা পুডা, ফারুত্‌ ফুরুত্‌, বুট্‌কি বুট্‌কি, লেউ্‌ লেউ্‌, মিডা মিডা, হোতে হোতে, হন্‌ হন্‌ ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

বাক্যতত্ত্ব বা বাক্যরীতি (Syntax)

চতুর্থ অধ্যায়

বাক্যতত্ত্ব বা বাক্যরীতি (Syntax)

বাক্যতত্ত্ব কথাটি ইংরেজী Syntax -এর প্রতি শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'একত্র নিব্যাস'। এই ভাবে বাক্যের মধ্যে শব্দ সমূহের একযোগে ব্যবহারের সূত্র হিসেবে ক্রমে Syntax শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার তাহলে বাক্য বলতে কি বোঝায়? বাক্য হচ্ছে ভাষার একটি একক বা Unit; যা কতগুলি নির্দিষ্ট বা নির্বাচিত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। আলাদা ভাবে তাদেরকে বলা হয় শব্দ। এই শব্দগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব ভাষারই একটি নিজস্ব নিয়ম থাকে এবং তার বিভিন্ন দিক থাকে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই শৃঙ্খলাগুলিকে একত্রে বাক্যবিধি বা বাক্যরীতি বলা হয়। বাক্যের মধ্যেকার শব্দ কোথায় কীভাবে বসবে, তার বিন্যাস কেমন হবে, একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক কেমন হবে, এসব ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয় তাকে বলা হয় বাক্যতত্ত্ব (Syntax)।

মান্য চলিত বাংলার ন্যায় এই উপভাষার গঠনগত বাক্যরীতি একই রকম। ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের (Traditional Grammar) ধারায় এই উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রাকারে নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়।

১. পদ সংস্থান

মান্য চলিতের মতো এই উপভাষাতেও পদসংস্থানের সাধারণ রীতি হলো -

কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া

১. ১. কর্তৃবাচ্যে

কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষ্য কর্তৃপদরূপে প্রথমে বসে। এর পরে কর্ম এবং তারপরে ক্রিয়া বসে। যেমন -

কর্তৃপদ বিশেষ্য

ক. মুই ঢাহা জামু। (আমি ঢাকা যাব।)

খ. হারড্যা বুরিডারে গুতা দিছে। (ষাড়টি বুড়িটাকে গুতো দিয়েছে।)

গ. মচ্তানডা মোগো জুক্তিডা দিলো। (মস্তানটি আমাদের বুদ্ধিটা দিল।)

ঘ. মোগো ম্যালা কাডাল অইছে। (আমাদের অনেক কাঁঠাল হয়েছে।)

কর্তৃপদ বিশেষণ

ক. ভালো মোন্দো খাইতে অবে। (ভালো-মন্দ খেতে হবে।)

খ. দোশ তুরুটি দ্যাহা উচিত। (দোষ ত্রুটি দেখা উচিত।)

গ. কাচা মিডা আম খাইছি। (কাঁচা মিঠে আম খেয়েছি।)

কর্তৃপদ ক্রিয়া-বিশেষ্য

ক. খাওয়াডা ভালোই অইলো। (খাওয়াটা ভালোই হল।)

খ. দিনডা ভালোই গ্যালো (দিনটা ভালোই গেল।)

গ. হোয়াডা ভালোই অইলো। (শোয়াটা ভালোই হল।)

১. ২. কর্মবাচ্যে

ক. ডাহাইতগুল্যান মাইনশের পিডান খাবেই। (ডাকাতগুলো মানুষের পিটান খাবেই।)

খ. মুরগিডারে কিসে খাইয়া হ্যালাইছে? (মুরগীটাকে কোন পশুতে খেয়েছে?)

২. সর্বনাম পদের ব্যবহার-রীতি

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষাতেও বিশেষ্য অথবা বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য কিংবা বাক্যাংশের পরিবর্তে সর্বনাম পদের ব্যবহার দেখা যায়। সর্বনাম পদের পুরুষানুসারে রূপ-বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। যেমন — উত্তর পুরুষ হিসাবে ব্যবহৃত হয় - মুই, মোরে, মোর, মোগো, মোদের (কবিতার ক্ষেত্রে) ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ হিসাবে - তুই, তোরা, তোর, তোরে, তোগো, তোমাগো, সম্মানার্থে 'আপনির' বদলে আমনে, আমনারা, আমনাগো রূপের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

এছাড়া প্রথম পুরুষের রূপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় - হে, হেরা, হেয়াগো/হ্যাগো, হেয়ারা/হ্যারা, অরা, অগো, ওয়াগো।

৩. বিশেষণ পদের ব্যবহার রীতি

বিশেষ্যের বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের যথেষ্ট ব্যবহার এই উপভাষায় রয়েছে। এগুলি বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। এছাড়াও বিশেষ্যের বিশেষণ এবং স্থানবাচক, কালবাচক, গুণবাচক, পরিমাণবাচক, ধ্বণ্যাত্মক বিশেষণের ব্যবহার রয়েছে।

বিশেষ্যের বিশেষণ

ক. ডাশা গইয়াডা খাও। (ডাসা পেয়ারাটা খাও।)

খ. ধলা গাইডা বান। (সাদা গাভীটা বাঁধো।)

গ. পাহা ধানগুল্যান কাডো। (পাকা ধানগুলো কাট।)

ঘ. মোডা মাতায় অংক অয় না। (মোটা মাথায় অংক হয় না।)

ঙ. হ্যার মতোন কিরপিন মানু অয় না। (তার মতন কৃপণ মানুষ হয় না।)

ক্রিয়া বিশেষণ

ক. তত্তরি নাইম্গা আয়। (তাড়াতাড়ি নেমে এসো।)

খ. হকাল হকাল চইল্গা আহিছ। (তাড়াতাড়ি চলে আসিছ।)

গ. টগ্‌গোরাইয়া গিল্‌গা হ্যালা (ঢক্ করে গিলে ফেল।)

বিশেষণের বিশেষণ

ক. আমগুলা টক্‌টইক্যা লাল। (আমগুলি টক্‌টকে লাল।)

খ. হেই মিচ্‌ কালা মাইয়াডার কথা কও। (সেই মিস কালো মেয়েটার কথা বলছ।)

গ. পোলাডা জম্‌মের কালা। (ছেলেটি ভীষণ কালো।)

ঘ. পোডল পাতার রস বিশ্ব তিতা। (পটল পাতার রস খুব তেতো।)

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিক্ষেত্রেই বিশেষণের বিশেষণটি মান্য চলিতের ন্যায় মূল বিশেষণের পূর্বে বসেছে।

কালবাচক বিশেষণ

ক. আগিলা যুগের মানুগুলা সত ছিলো। (আগেকার যুগের মানুষ গুলো সৎ ছিল।)

খ. ওদু কবেকার কতা কও। (বড়দা কতদিন পূর্বের কথা বলছ।)

গ. হেই দিন জা দেকছি হেয়া কওয়ার না। (সেই দিন যা দেখেছি তা বলবার নয়।)

ঘ. কইল্‌গো ছিডা ফোডা বিস্‌টি অইছে। (গতকাল এক দুই ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে।)

গুণবাচক বিশেষণ

ক. হেলির ম্যালা টাহা অইছে। (হেলির অনেক টাকা হয়ে গেছে।)

খ. পুলিন পেল্‌লায় বারি বানাইছে। (পুলিন বিরাট বাড়ি বানিয়েছে।)

গ. নয়আ বারি নয়আ বউ আর কি? (নতুন বাড়ি নতুন বউ এর থেকে আর ভালো কি হতে পারে?)

ঘ. সাংগাতিক রেজাল আর ভাবনা কিসে? (ভীষণ ভালো রেজাল্টআর ভাবনা কিসে?)

অবস্থাবাচক বিশেষণ

ক. কন্‌কইনগা ঠান্‌ডা পরছে। (কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়েছে।)

খ. হে তো অ্যাহোন সাংগাতিক বরলোক। (সে তো এখন বিরাট অবস্থাপন্ন লোক।)

গ. মদুবাবু তো জ্বালা জন্‌তোনায় শ্যাশ। (মধুবাবু এখন জ্বালা যন্ত্রণায় ভীষণ কাতর।)

পরিমাণ বাচক বিশেষণ

ক. আর জ্বালাইস না ম্যালা অইছে। (আর জ্বালাসনে অনেক জ্বালিয়েছিস।)

খ. ম্যালা হান্দাইছো অ্যাহোন ওড। (অনেক খেয়েছিস এখন ওঠ।)

গ. অ্যাক্ ছিডা বিস্‌টি অইছে। (একটু খানি বৃষ্টি হয়েছে।)

ঘ. অ্যাক্‌মুড ভাত দ্যাও। (একটু খানি খাত দাও।)

উপাদান বাচক বিশেষণ

ক. আইডাইল্‌গা মাডিতে পাড ভালো অয়। (এঁটেল মাটিতে পাট ভালো হয়।)

খ. মোগো টিনের ঘর। (আমাদের টিনের ঘর।)

গ. ভবসিন্দুর পাহা বারি। (ভবসিন্দুর পাকা বাড়ি।)

ঘ. মোডা বালিতে গাত্‌নি শক্‌ত অয়। (মোটা বালিতে গাঁথুনি শক্ত হয়।)

ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ

ক. মাইয়াডার খিল্‌খিলগা আসি। (মেয়েটির খিল্‌খিলে হাসি।)

খ. বুহের মইদ্যে চিন্‌চিন্‌গা ব্যাতা অয়। (বুকের মধ্যে হালকা হালগা ব্যথা হয়।)

গ. প্যাক্‌প্যাকানি অ্যাহোন থামা। (বকবকানি এখন থামা।)

ঘ. পিট্‌পিটানি অব্‌ব্যাস আর গ্যালো না। (পিট্‌পিটে অভ্যাস আর গেল না।)

সংখ্যাবাচক বিশেষণ

ক. অ্যাক সার চাউল (এক সের চাল।)

খ. চাইরহান পিঠা। (চারখানা রুটি।)

গ. উন্‌নইশ কুরিডা কইতার অবে। (উনিশ-কুড়িটি পায়রা হবে।)

৪. অব্যয় পদের ব্যবহার রীতি

এই উপভাষায় সংযোজ অব্যয় পদরূপে 'আর', 'আবার', 'ও', 'কিন্‌তু', 'কইলোম', 'ফের', 'জুদি', 'তইলে', 'নইলে', 'তো', 'নইলেজুদি', 'তইলেজুদি', 'হেরলাইগ্‌গা' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

৪. ১. সম্বন্ধ বাচক অব্যয়

সংযোজক অব্যয় ঃ আর, আবার, ও

ক. অরুন আর তরুন দুই ভাই। (অরুণ ও তরুণ দুই ভাই।)

খ. দুলাল মাডে আল চইলো আবার আডেও গ্যালো। (দুলাল মাঠে হাল চাষ করলো এবং হাটেও গেল।)

গ. ইতি, বিতি ও তিতি ইচ্‌কুলে জায়। (ইতি, বিথি ও তিথি স্কুলে যায়।)

প্রাতিপাক্ষিক অব্যয় - কিন্‌তু/কইলোম

ক. জমি বিক্‌রি হরতে কইছ, মুই কইলোম জমি কিনছি। (জমি বিক্রি করতে চাইছ আমি কিন্তু জমি কিনতে চাইছি।)

খ. তুমি জাইতারো মুই কইলোম জামু না। (তুমি যেতে পার আমি কিন্তু যাব না।)

ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় - ফের, জুদি

ক. সোমায় মতন টাহাডা দিলে ফের পাবি। (সময় মত টাকাটা দিলে আবার চাইলে পাবি।)

খ. তুই আইলে মুই জুদি জাই। (তুই এলে তবে আমি যেতে পারি।)

অবস্থাত্মক অব্যয় - নইলে-জুদি, তইলে-জুদি, তইলে, নইলে

ক. তুই আইলে তইলে-জুদি মুই জাই। (তুই যদি আসিছ তবে আমি পারি।)

খ. তুই খ্যালায় নামলে তইলে-জুদি মুই থাহি। (তুই খেলায় অংশ গ্রহণ করলে তবে যদি আমি থাকি।)

গ. তুই গ্যালে তইলে-জুদি মহানন্দ আহে। (তুই যদি যাস তাহলে মহানন্দ আসতে পারে।)

ঘ. আরিডা নামা নইলে-জুদি ভইর্‌গা পরে। (হাড়িটা নামা না হলে ভর্তি হয়ে পড়ে যাবে।)

ব্যবস্থাত্মক অব্যয় - হেরলাইগ্যা/লাইগ্‌গা, হেয়ারলাইগ্‌গা, হেইরলাইগ্‌গা

ক. হেয়ার-লাইগ্‌গা আর কতো সোমায় বমু। (তার জন্যে আর কত সময় অপেক্ষা করব।)

খ. তোর লাইগ্‌গা পেরোন আনছি। (তোর জন্য জামা এনেছি।)

গ. হেইর লাইগ্‌গা অ্যামোন কান্দা কান্দে? (সেই জন্য এমন করে কেউ কাঁদে?)

প্রশ্নাত্মক অব্যয় - কি, ক্যান, হে

ক. কোতায় জাও হে? (কোথায় যাচ্ছ হে?)

খ. কও কি? (কি বলছ?)

গ. মুই জামু ক্যান? (আমি কেন যাব?)

৪. ২. অন্তর্ভাবাত্মক বা মনোভাব বাচক অব্যয় —

সম্মতিজ্ঞাপক অব্যয় - হয়, হু, জি

ক. সনু লজেন খাবি? — উত্তর ঃ হয় বা হু।

খ. রোল নামবার পয়তাল্‌লিশ? উত্তর ঃ জি সার।

অসম্মতিজ্ঞাপক অব্যয় - নাই, না, অবে না/খ্যামাদ্যান, ধ্যাত্

ক. ওচ্‌তাদ বারি? - উত্তর ঃ না/নাই

খ. মাচ্‌গুল্যান তিরিশ টাহায় দেবা? - অবেনা/খ্যামা দ্যান

গ. তুই জাবি? উত্তর - ধ্যাত্ (অর্থ না)

'অইছে' -এর দ্বারাও অসম্মতি বোঝায়। যেমন — দুইডা ভাত খাবি? উত্তর - 'অইছে'। 'অইছে' - এর দ্বারা তাচ্ছিল্যের ভাবে না উত্তরকেই বুঝিয়ে দেয়।

ঘৃণা বা বিরক্তি ব্যঞ্জক - আয় আয় লো, থু-তু, ছিঃ ~ সি

ক. আয় আয় লো তুই অ্যামোন কাম হল্‌লি? (ছিঃ ছিঃ তুই এমন জঘণ্য কাজ করলি?)

খ. ওয়ার আচারে হগোলে মাতায় থু-তু দ্যায়। (ওর আচরণে সবাই মাথায় থু-থু দেয়।)

গ. ছি ~ সি টাট্‌টির কি গোন্ধো। (ছিঃ পায়খানার কি বিশ্রী গন্ধ।)

মনঃ কষ্টব্যঞ্জক অব্যয়

ক. হু-হু- (দীর্ঘ শ্বাস) আর কশ্‌টো সয় না। (হায়! এত কষ্ট আর সহ্য হচ্ছে না।)

খ. হায় হায় লো কি আমার অইলো গো। (হায়! হায়! কি আমার হল গো!)

গ. জ্বরের জ্বালায় মল্‌লাম গো। (জ্বরের যন্ত্রণায় মরলাম গো!)

বিস্ময়দ্যোতক অব্যয়

ক. ওরে বাপরে, কি বিরাট হাপ গো! (ওরে বাবা কত বড় সাপ!)

খ. অ্যা কস্‌ কি! (আরে বল কি!)

গ. ও দুলার মা হর কি! (ও দুলালের মা করছ কি!)

ঘ. ইশ্‌ কতহানি কাইড়্‌গা গ্যালো। (হায়রে কতটা কেটে গেল।

করুণাদ্যোতক অব্যয়

ক. তোমার কি চোহারা কি অইছে। (তোমার কি সুন্দর চেহারা এখন কি হয়ে গেছে।)

খ. পোলাডার দুইডা চোকই গ্যাছে! (ছেলেটার দুটো চোখই নষ্ট হয়ে গেছে!)

খেদ সূচক অব্যয়

ক. আঃ এই দিশ্য কি দ্যাহা যায়। (আহারে এই দৃশ্য কি আর দেখা যায়।)

খ. আয় আয় রে, কি ভোগাই না ভোগজে। (হায় হায় রে, কি ভোগাই না ভুগছে।)

গ. আহারে, দেইখ্যা মোনে অইলো আর থাকবে না। (আহারে দেখে মনে হল আর বাঁচবে না।)

৪. ৩. একই অব্যয় পদ (আর) এর বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ -

একই অব্যয় পদের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ এই উপভাষায় দেখা যায়। নিম্নে 'আর' পদটির প্রয়োগ দেখানো হলো -

ক. ভাই আর আমি ম্যালায় জামু। [এবং অর্থে-] (ভাই এবং আমি মেলায় যাব।)

খ. জা গ্যাছে হেয়া কি আর ফির্‌গা আবে। [পুনরায় অর্থে-] (যা চলে গেছে তা কি আবার ফিরে আসবে।)

গ. কাগু আইলো আর গ্যালো। [তাড়াতাড়ি অর্থে-] (কাকা এসে তৎক্ষণাৎ চলে গেল।)

ঘ. বুরা বয়সে কি আর কাম হরা যায়। [অক্ষমতা অর্থে-] (বৃদ্ধ বয়সে কি কাজ করার ক্ষমতা থাকে।)

ঙ. তুই পরিক্কা দিস আর না দিস মুই দিমু। [কিংবা অর্থে-] (তুই পরীক্ষা দিস কিংবা না দিস আমি দেব।)

চ. আর বার জল ভালোই অইছিলো। [গত অর্থে-] (গত বছর জল ভালোই হয়েছিল।)

ছ. লোকটার কশ্‌টের আর শ্যাশ নাই। [গুরুত্ব অর্থে-]লোকটার কষ্টের আর শেষ নেই।)

জ. আরে, জাস কোতায়! [বিস্ময় অর্থে-] (আরে! যাচ্ছিস কোথায়!)

ঝ. আর কতা বারাইস না। [অধিক অর্থে-] (কথা এর চেয়ে বেশি বলিস না।)

ঞ. আর কিচ্ছু থাইক্কা গ্যালো নাহি ? [দ্রব্য অর্থে-] (কোনো কিছু থেকে গেল নাকি?)

ট. পোলাডা ঘরে আর থাহে না। [অস্থির অর্থে-] (ছেলেটি ঘরে মোটেই থাকে না।)

ঠ. ওয়াগো বারি আর জামু না। [কখনো অর্থে-] (ওদের বাড়ি কখনো যাব না।)

ড. তোর কাম তো আর শ্যাশ অয় না। [দীর্ঘতা অর্থে-] (তোর কাজ কিছুতেই শেষ হতে চায় না।)

৫. বাক্যের শ্রেণি বিভাগ

গঠনগত দিক থেকে এই উপভাষাতেও চলিত বাংলার মতোই সরল, জটিল ও যৌগিক - এই তিনপ্রকার বাক্যেরই ব্যবহার দেখা যায়।

সরল বাক্য

তুলনামূলকভাবে এই উপভাষায় সরল বাক্যের ব্যবহার অধিক। সরল বাক্যগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত, সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া যুক্ত হয়। যেমন —

হেই হকালব্যালা কোলায় গ্যাছো। খালি কাম হল্‌লেই অয়। নয়ডার সোমায় দুইডা ফ্যানা ভাত পাডাইছি। অ্যাহোন বিয়ালব্যালা বারি ফিল্‌লা। শরিলডার মুই এ্যাট্টু খ্যাল দ্যাও। অ্যাহোন নাইয়া আহো। ভাত দিছি দেরি হইব্‌গো না। তত্‌তরি খাইতে বহো। রাইত অইলো, মুই আস-মুরগিগুল্যান আনতে জামু।

(সেই সকালবেলা জমিতে গেছ। শুধু কাজ করলেই হবে। সকাল ৯টার সময় দুটো ফেনা ভাত পাঠিয়েছি। এখন বিকেল বেলা বাড়ি ফিরলা। শরীরের প্রতি একটু নজর দাও। এখন স্নান করে এসো। ভাত দিয়েছি দেরি করো না। তাড়াতাড়ি খেতে বসো। রাত হল আমি হাঁস-মুরগীগুলো তুলতে যাব।)

অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত সরল বাক্যের ব্যবহার নিম্নরূপ

ক. গাচ্‌টা কাডলে হারা বছর রস খাওয়া জাইত। (গাছটিতে হাঁড়ি বসালে সমস্ত বছর ধরে রস খাওয়া যেত।)

খ. বশ্‌শি পাতলে, মাচ্‌ ধরতে পারতাম। (বড়শি ফেললে মাছ ধরা যেত।)

এছাড়াও একাধিক সরল বাক্যের উদাহরণ —

ক. মাইয়াডা দেমাকের চোডে কতা কইতে পাল্‌লো না। (মেয়েটি অভিমানে কথা বলতে পারলো না।)

খ. সুমন খ্যালার লাইগ্‌গা ইচ্‌কুলে জাইতে চায় না। (সুমন খেলার জন্য স্কুলে যেতে চায় না।)

জটিল বাক্য

এই উপভাষায় সরল বাক্যের তুলনায় কম হলেও জটিল বাক্যের ব্যবহার রয়েছে। জটিল বাক্যের সংযোগ ও নির্ভরশীলতা নির্দেশক শব্দ রূপে জেইডা-হেইডা, জহোন-তহোন, জে-হে, কিন্তু, জেহানে-হেহানে, তইলে-জুদি এই শব্দগুলির ব্যবহার রয়েছে।

ক. জেহানে-হেহানে

১. জেহানে তোমরা জাবা হেহানে মোরা জামু না। (যেখানে তোমরা যাবে সেখানে আমরা যাব না।)

২. জেহানে ন্যায় অন্‌নায় বিচার নাই হেহানে থাইক্‌কা লাব কি? (যেখানে ন্যায় অন্যায় বিচার নেই সেখানে থেকে লাভ কি?)

খ. জহোন-তহোন

১. জহোন মুই পরতে বমু তহোন মোরে বোলাবি না। (যখন আমি পড়তে বসব তখন আমাকে ডাকবি না।)

২. জহোন মুই ভুইতে গেছি তহোন নয়ডা বাজে। (যখন আমি ভুঁইতে গেছি তখন নয়টা বাজে।)

গ. জে-হে

১. কদুডার জে দর চাইছে হে দাম হেয়ারে দিয়্যা দ্যাও। (লাউটার যে দাম চাইছে সে দাম তাকে দিয়ে দাও।)

২. কিশ্‌নো জে কাম হরছে হে কাম তোমরা হইর্‌গো না। (কৃষ্ণ যে কাজ করেছে সে কাজ তোমরা করো না।)

ঘ. জুদি/জদি, তাইলে/তইলে

১. তুই জুদি আহো তইলে মুই জাইতারি। (তুই যদি আসিছ তাহলে আমি যেতে পারি।)

২. হগোল জল জুদি হিচ্‌কা হ্যালাও তইলে মাচ্‌ ধরতে পারবা। (সমস্ত জল যদি সিচতে পার তাহলে মাছ ধরতে পারবে।)

ঙ. কিন্তু

১. মুই হ্যারে টাহা দিমু কিন্তু আগে ভুই লেইক্‌কা দিতে অবে। (আমি তাকে টাকা দেব কিন্তু আগে জমি লিখে দিতে হবে।)

২. বুইর্‌গা মরে মরে কিন্তু খুদের আডি ছারে না। (বুড়ো মরে মরে কিন্তু বদমায়েশি বুদ্ধি যায় না।)

যৌগিক বাক্য

এই উপভাষায় সরল ও জটিল বাক্যের ব্যবহার সর্বাধিক। তবে যৌগিক বাক্যের ব্যবহার একেবারে নেই তা নয়। বর্ণনা কিংবা বিবৃতির ক্ষেত্রে যৌগিক বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়। মান্য চলিত বাংলার 'এবং' 'ও', 'আর', 'কিংবা', ছাড়াও এই উপভাষায় দুটি বাক্যের সংযোগ ক্ষেত্রে — কিন্তু, তাও, তার লাইগ্গা, হেয়ার লাইগ্গা, তাইলে/তইলে, নাতো, হ্যার লাইগ্গা, নয়তো — প্রভৃতি অব্যয় সূচক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

ক. কিন্তু

১. আম্নে ধনিলোক কিন্তু গরিপকে দান হ্রেন না। (আপনি ধনী লোক কিন্তু গরীবকে দান করেন না।)

২. মোর মোন ছিলো কিন্তু করইন্যা কিছু ছিলো না। (আমার মন ছিল কিন্তু করার কোন উপায় ছিল না।)

খ. তাও

১. চাকার নাই তাও পাওয়ার কোনো জেদ নাই। (চাকরী নেই তবু চাকরী পাওয়ার কোনো জেদ নেই।)

২. খাওন আছে তাও খাইতারে না। (খাবার আছে তবু খেতে পারে না।)

গ. তার লাইগ্গা/হেয়ার লাইগ্গা/হ্যার লাইগ্গা

১. আগে জিনিসের দাম অ্যাতো ছিলো না, তার লাইগ্গা গরিপ দুখিরাও কিনতে পারতো। (আগে দ্রব্যের দাম কম ছিল তাই গরীব দুঃখীরাও কিনতে পারত।)

২. মুই হকালেই জাইতাম হ্যার লাইগ্গা জাওয়া অইলো না। (আমি সকালেই যেতাম তার জন্য যাওয়া হল না।)

ঘ. তইলে/তাইলে

১. তুমি জুদি মোরে লইয়া জাও তইলে মুই জাইতারি। (তুমি যদি আমাকে নিয়ে যাও তবে আমি যেতে পারি।)

২. ওরা তো আইলো না তইলে মোরা ল। (ওরা তো এল না তবে আমরা চল।)

ঙ. আর

১. মুই গ্যালাম আর তুই তত্তরি আহিছ। (আমি যাচ্ছি আর তুই তাড়াতাড়ি আসিছ।)

২. তুই অ্যাত্তিক্যালা গেলি আর অ্যাহোনই আইয়া পল্লি? (তুই এইমাত্র গেলি আর এখনই এসে পড়লি?)

চ. নয়তো

১. গইয়া দিবি নয়তো চুরি হইর্‌গা নিমু। (পেয়ারা দাও নয়তো চুরি করে নেব।)

২. খাওন দে নয়তো জোর হইর্‌গা খামু। (খাবার দাও নয়তো জোর করে খাব।)

৬. বাক্যের শ্রেণি বিভাগ - ভাবগত দিক

মান্য চলিতের মতোই ভাবগত দিক থেকে নির্দেশসূচক, প্রশ্নাত্মক, আদেশ বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের প্রয়োগ এই উপভাষায় দেখা যায়।

৬. ১. নির্দেশসূচক বাক্য

সদর্থক বাক্য

ক. পহিরে ম্যালা মাচ পাইছি। (পুকুরে অনেক মাছ পেয়েছি।)

খ. দিদি মোর লাইগ্‌গা পেরন পাডাইছে। (দিদি আমার জন্য জামা পাঠিয়েছে।)

গ. বাবায় মোরে দশ টাহা দিছে। (বাবা আমাকে দশ টাকা দিয়েছে।)

ন-ঞর্থক বাক্য

ক. মিত্‌তা বাদিদের কেউ চোহে দ্যাক্‌তারে না। (মিথ্যা বাদীদের কেউ চোকে দেখতে পারে না।)

খ. অ্যামোন আকাম মুই হরতারমু না। (এমন আকাজ আমি করতে পারব না।)

গ. পোলাডা হারা দিনে ল্যাহা পরার ধারে গ্যালো না। (ছেলেটা সারা দিনে লেখাপড়ার কাছে গেল না।)

৬. ২. প্রশ্নাত্মক বাক্য

এই উপভাষায় প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। প্রশ্নসূচক রূপে – কেডা, বোলে, ক্যা/ক্যান, কহোন, কেহে, ক্যাম্বালে, কোতায় — প্রভৃতি সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

সর্বনাম সাপেক্ষ

ক. জায় কেডা? (যায় কে?)

খ. মুই কমু ক্যা? (আমি বলব কেন?)

গ. ওদু জাবা কহোন? (বড়দা যাবে কখন?)

ঘ. অ্যাতোহানি কাডলো ক্যাম্বালে? (এতটা কাটল কি করে?)

ঙ. তোরা জাবি কোতায়? (তোরা কোথায় যাবি?)

চ. অ্যাতো বর মাদ্‌বোর কেহে? (এত বড় মাতব্বর কে হে?)

ছ. তুই জাবি বোলে? (তুই যাবি নাকি?)

উদাহরণ গুলির সর্বনাম পদগুলি ক্রিয়ার আগে কিংবা পরে বসলে ও অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন —

ওদু কহোন জাবা ?, কেডা জায়? - এমন ব্যবহার ও চোখে পড়ে।

সর্বনাম নিরপেক্ষ

ক. কেউরে দ্যাহাবি না, ক? (কাউকে দেখাবি না, বল?)

খ. মারামারি হরবি না, ঠিক আছে? (মারামারি করবে না মনে থাকবে?)

৬. ৩. আদেশ বা অনুজ্ঞা বাচক বাক্য

বর্তমান কাল —

ক. দরিডা ধর্। (দড়িটা ধরো।)

খ. বইডা ল। (বইটি নে।)

গ. অ্যাহোন থাম। (এখন থাম।)

ভবিষ্যৎকাল তুচ্ছার্থে

ক. কাইল জাইশ। (কাল যাবি।)

ক. পরে খাবি।

এই উপভাষায় সম্ভ্রমার্থক ক্রিয়ার ব্যবহার রয়েছে। তবে চলিত বাংলার 'আপনির' বদলে 'আম্নে'-র ব্যবহার রয়েছে। যেমন —

ক. আম্নে বহেন। (আপনি বসেন।)

খ. আম্নে কন। (আপনি বলেন।)

গ. আম্নে জান। (আপনি যান।)

৭. উক্তি

মান্য চলিত বাংলার ন্যায় প্রত্যক্ষও পরোক্ষ উভয় রীতির প্রচলন এই উপভাষায় দেখা যায়। তবে প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার পরোক্ষ উক্তির তুলনায় অধিক।

প্রত্যক্ষ উক্তি

ক. সৌরব কইল, 'মুই সইবার আডে জামু।' (সৌরভ বলল, 'আমি সাহেবের হাটে যাব।')

খ. আনন্দ কইল, 'মুই কালিবারির আডে থাকমু।' (আনন্দ বলল, 'মুই কালি বাড়ির হাটে থাকব।')

গ. ফণিবাবু হরলালদাকে কইলেন, 'মোর লাইগ্গা কেউর ভাবদে অবে না।' (ফণিবাবু হরলালদাকে বললেন, 'আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না।')

পরোক্ষ উক্তি

মান্য চলিতের ন্যায় পরোক্ষ বাক্যে সর্বনাম পদ অনুসারে ক্রিয়া পদের বিভক্তিগত দিক থেকে পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন —

ক. ইতি কইলো জে হে কাইল্গো আগৈলঝারা জাবে। (ইতি বলল সে কাল আগৈলঝাড়া যাবে।)

খ. হায়দার কইলো জে হেয়ার লাইগ্‌গা বাবা মায় জ্যানো চিন্‌তা না হরে। (হায়দার বলল যে তাঁর জন্য বাবা মা যেন চিন্তা না করে।)

গ. বাবা কইলেন জে তিনি আইজ বারি থাকবেন না। (বাবা বললেন যে তিনি আজ বাড়ি থাকবেন না।)

(কথ্য ভাষায় পুং এবং স্ত্রী উভয় ক্ষেত্রে '-হে' -এর ব্যবহার দেখা যায়)

৮. বাচ্য

এই উপভাষাতেও মান্য চলিতের ন্যায় কর্তৃ, কর্ম ও ভাববাচ্যের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে কর্ম ও ভাববাচ্যের তুলনায় কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ বেশি।

কর্তৃবাচ্য

মান্য চলিতের ন্যায় কর্তৃবাচ্যে ক্রমানুযায়ী কর্তৃ, কর্ম ও ক্রিয়া পদ বসে। যেমন —

ক. মুই ভাত খাইয়া নিছি। (আমি ভাত খেয়ে নিয়েছি।)

খ. আচমকা মোর ভিতরডা লাফাই উডল। (হঠাৎ আমার ভিতরটা লাফিয়ে উঠল।)

গ. মুই চিডি ল্যাক্‌তেয়াছি। (আমি চিঠি লিখছি।)

ঘ. ওচ্‌তাদ গান গাইতেয়াছে। (ওস্তাদ গান গাচ্ছে।)

কর্মবাচ্য

মান্য চলিত বাংলার ন্যায় এই উপভাষাতেও কর্মপদ ক্রিয়ার পূর্বে বসে এবং কর্তার উত্তর - 'দিয়া', 'এ', 'য়', 'তে' প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. ওই পাতায় কি ডাইল থাহে? (ঐ থালাতে কি ডাল থাকে?)

খ. দাওতে অবে না কুরাল লইয়ায়। (দাতে হবে না কুঠার নিয়ে এসো।)

গ. তোরে দিয়া ল্যাহা পরা অবে না। (তোর দ্বারা লেখাপড়া হবে না।)

ঘ. ওই বশ্‌শিতে বর মাচ্‌ ওডে না। (ঐ বড়শিতে বড় মাছ ওঠে না।)

ভাববাচ্য

ভাববাচ্যে একটা প্রশ্নের ভাব এসে যায়। ক্রিয়া পদটি কর্তার জায়গা দখল করে থাকে। যেমন —

ক. কোতায় জাওয়া অয়? (কোথায় যাওয়া হচ্ছে?)

খ. কাচা আমগুল্যান কাডা অউক। (কাঁচা আমগুলো কাটা হোক।)

গ. অ্যাহোন কতা কওয়া অয়? (এখন কথা বলা হয়?)

ঘ. অ্যাহোন জাবে না তো কহোন জাবে? (এখন যাবে না তো কখন যাবে?)

ঙ. কোতাত্তা আওয়া অইলো? (কোথা থেকে আসা হল?)

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দভাণ্ডার (Vocabulary)

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary)

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ভাণ্ডার বিশ্লেষণ করলে নানা উৎসজাত শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এই উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দের মূলানুসন্ধান করলে প্রধানত যে সমস্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় তা হলো — সংস্কৃত মূল, দেশিমূল (অষ্ট্রিক - দ্রাবিড় গোষ্ঠী ইত্যাদি), আগন্তুক (হিন্দি, বিদেশি আরবি-ফারসি, তুর্কী, পোর্তুগিজ, ইংরেজি ইত্যাদি) ও মিশ্র শব্দ। এই শব্দ গুলি সরাসরি অবিকৃত কিংবা ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে এই অঞ্চলের নিজস্ব উচ্চারণ রীতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাশাপাশি এখানে এমন কিছু শব্দের ব্যবহার দেখা যায় যা চলিত বাংলায় নেই, এবং তাদের উৎসমূল নির্ণয় করাও সম্ভব নয়, সেই জাতীয় শব্দগুলিকে অজ্ঞাতমূল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তবে মান্য চলিত বাংলার মতো এই অঞ্চলের কথ্য ভাষায়ও সংস্কৃতমূল শব্দের ব্যবহার সর্বাধিক। এছাড়া দেশি শব্দের ব্যবহারও চোখে পড়ার মতো। স্বাধীন বাংলাদেশে যেহেতু মুসলমান জনগোষ্ঠীর বসবাস হিন্দু জাতির তুলনায় বেশি, তাই বাক্ ব্যবহারে স্বাভাবিক ভাবেই আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার বেশি। এই শব্দগুলি কখনো পরিবর্তিত কিংবা অপরিবর্তিত ভাবে নিজস্ব ঢঙ্গে উচ্চারিত হয়। হিন্দু, মুসলমান একত্রে বসবাসের ফলে শব্দগুলি বর্তমানে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে।

বর্তমান উপজেলাটি অবিভক্ত ভারতবর্ষের একটা অংশ ছিল বলে এই অঞ্চলে একসময় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বাসভূমি ছিল। যার ফলে আঞ্চলিক মানুষ জনের মুখের ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত এবং নানা প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব আজও লক্ষ করা যায়। এছাড়া শিক্ষিত মানুষজন আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রচুর ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করছে, যা সাধারণ মানুষ নিজস্ব ঢঙ্গে উচ্চারণ করে থাকে। অতএব এই উপজেলার শব্দ ভাণ্ডারের উপাদানগত পরিচয় নিম্নরূপ —

ক. সংস্কৃত মূল — তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব।
খ. দেশিমূল — অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, অজ্ঞাতমূল।
গ. আগন্তুক শব্দ — হিন্দি সহ বিভিন্ন অবিভক্ত ভারতের প্রাদেশিক শব্দ ও বিদেশি শব্দ।
ঘ. মিশ্র শব্দ।

আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্য ভাষার শব্দ ভাণ্ডার ঃ চিত্ররূপ

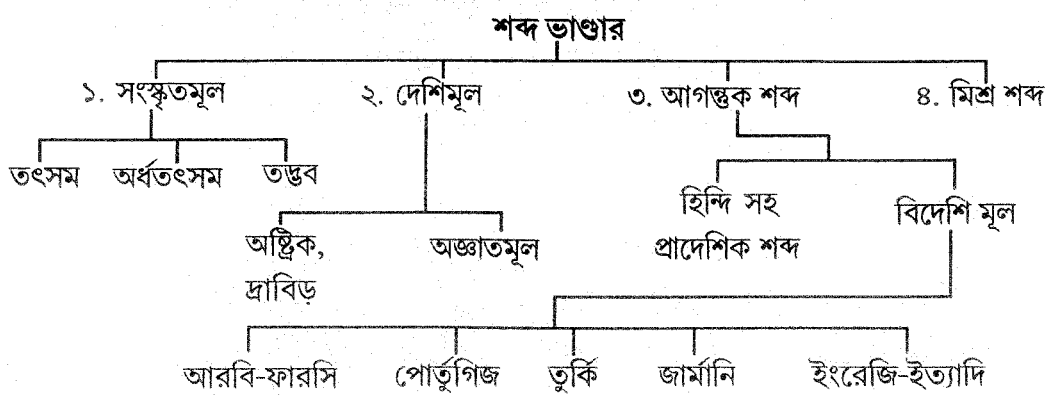

তৎসম শব্দ

তৎসম শব্দের ব্যবহার এই উপভাষায় রয়েছে, তবে উচ্চারণে খানিকটা বিকৃতি লক্ষ করা যায় । তাই অনেকে একে 'বিকৃত তৎসম' শব্দ বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন — সহ্য > সইজ্য, জ্ঞান > গ্যান, কৃষাণ > কিশান, দয়া > দয়্যা, বিষ > বিশ, শক্তি > শক্‌তি, প্রভৃতি। শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো —

ক. ১. এই জ্বালা আর সইজ্য অয় না। (এই জ্বালা আর সহ্য হয় না।)
২. এট্‌ট্যু সইজ্য ধর হগোল কাম অবে। (একটু ধৈর্য ধর সকল কাজ হবে।)

খ. ১. তুই আর গ্যান দিস না। (তুই আর জ্ঞান দিস না।)
২. পোলাডার অংকে কোনো গ্যান নাই। (ছেলেটার অঙ্কে কোনো জ্ঞান নেই।)

গ. ১. মাডে কিশান গ্যাছে খাওন দিয়ায়। (মাঠে কৃষাণ গেছে খাবার দিয়ে এসো।)
২. কামের সোমায় বদলা-কিশান পাওয়া যায় না। (কাজের সময় বদলা-কৃষাণ পাওয়া যায় না।
[(বদলা = জন (মজুর)]

ঘ. ১. দয়্যা-মায়য়া কতার কতা। (দয়া-মায়া কথার কথা।)
২. দয়্যা অ্যাট্‌ট্যা মহত গুন। (দয়া একটি মহৎ গুণ।)

ঙ. ১. নতুন বউডা বিশ খাইয়া মরছে। (নতুন বৌটি বিষ খেয়ে মরেছে।)
২. সোংসারের এই জ্বালাত্যে বিশ খাইয়া মরা ভালো। (সংসারের এই জ্বালা থেকে বিষ খেয়ে মরাও ভালো।)

চ. ১. এই বুরা বয়সে কি আর শক্‌তি দ্যাহানো যায়? (এই বৃদ্ধ বয়সে কি আর শক্তি দেখানো যায়?)
২. শরিলের শক্‌তির চাইয়া বুদ্‌দির জোর বেশি। (শরীরের শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি।)

ছ. কুটুম্ব > কুডুম্ব — কুডুম্ব আইছো কোতাত্যা? (কুটুম্ব এসেছ কোথা থেকে?)

জ. ছবি > সবি — সবি আহা ভালো। (ছবি আঁকা ভালো।)

অর্ধ-তৎসম শব্দ

এই শব্দগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি এই উপভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু কালের চক্রে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, তাই এই শব্দ গুলিকে অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমন — কৃষ্ণ > কেষ্টা, গৃহিনী > গিন্‌নি, চন্দ্র > চান, নিমন্ত্রণ > নিতা, কৃপণ > কিপ্‌টা, শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্য, গেরাজ্জি > গেরাইজ্য প্রভৃতি। শব্দগুলির বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো —

ক. ১. কেষ্টা গ্যাছে কোতায়? (কৃষ্ণ গেছে কোথায়?)
২. কেষ্টা কেষ্টা হইরগাইতো সোমায় জায়। (কৃষ্ণ নাম করতে করতেই তো সময় যায়।)

খ. ১. গিন্‌নি ভালো না অইলে সোংসার হইর্‌গা লাব নাই। (গৃহিনী ভালো না হলে সংসার করে শান্তি নেই।)
২. গিন্‌নি গ্যাছে কোতায়? (গৃহিনী গেছে কোথায়?)

গ. ১. আহাশে চান ওরছে নাহি দ্যাক তো? (আকাশে চাঁদ উঠেছে কিনা দেখ তো?)
২. আম্‌বৈশ্যা রাত্তিরে চান দ্যাহা যায়? (অমাবশ্যা রাত্রে চাঁদ দেখা যায়?)

ঘ. ১. আইজ্‌গো মোরা নিতা খাইতে জামু। (আজ আমরা নিমন্ত্রণ খেতে যাব।)

২. নিতা বারির আলুর বেনুন খাইতে মজা। (নিমন্ত্রণ বাড়ির আলুর তরকারী খেতে মজা।)

ঙ. ১. বৈদ্য বারির ছেরাদ্যে জাবা না তোমরা? (বৈদ্য বাড়ির শ্রাদ্ধে তোমরা যাচ্ছ না?)

চ. ১. কতা গেরাইজ্য হরো না ক্যান? (কথা বার্তা গেরাজ্জি করো না কেন?)

এছাড়াও কিছু অর্ধ-তৎসম শব্দের নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হলো —

অর্ধ-তৎসম শব্দ (উপভাষায়)	মূলশব্দ/তৎসম	মন্তব্য
য়ুল	অল	বোলতার হুল
আইল	আলি (জমির আল)	অপিনিহিতি
উচা	উঁচু	
উপার	উপর	অ > আ
ইশ্‌শর	ঈশ্বর	স্বরভক্তি
উত্‌তার	উত্তর	স্বরভক্তি
ইন্‌দুর	ইদুঁর	মধ্য ব্যঞ্জনাগম বা ন-শ্রুতি ধ্বনি
কিপটা/কির্‌পিন	কৃপণ	বিপ্রকর্ষ
কুড়ুম্ব	কুটুম্ব	ট > ড
কন্‌না	কন্যা	স্বরভক্তি
কার্‌তিক	কার্তিক	যুক্তব্যঞ্জন > যুগ্মব্যঞ্জন
কাইল্‌গা	কালো	অপিনিহিতি
কোরোশ	ক্রোশ	আদ্য অক্ষরে র'ফলা থাকলে লোপ পায়
কিন্‌তু	কিন্তু	স্বরভক্তি
খচ্‌চোর	খেসর	মধ্য ব্যঞ্জনাগম
খর	খদির	মধ্য ব্যঞ্জনলোপ
খরা	খর	অন্ত্যে আ এর আগম
খইল্‌শা	খলিশ	অপিনিহিতি
খাড	খট্টা	যুক্তব্যঞ্জন লোপ এবং ট > ড
খুরা	খুরক	অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ
গোন্‌দো	গন্ধ	স্বরভক্তি
গোম	গোধূম	মধ্যব্যঞ্জন লোপ
গেয়াতি	জ্ঞাতি	বিপ্রকর্ষ
গেরাম	গ্রাম	বিপ্রকর্ষ
গাদা	গর্দভ	—
ঘিন্‌না	ঘৃনা	সমীভবন
ঘিচু	ঘেণ্ডুলিকা	—

অর্ধ-তৎসম শব্দ (উপভাষায়)	মূলশব্দ/তৎসম	মন্তব্য
চত্তির	চৈত্র	সমীভবন
চান	চন্দ্র	অন্ত্য স্বরলোপ
চিন্নো	চিহ্ন	সমীভবন
চুহা	চুক্র	অল্পপ্রাণ > মহাপ্রাণ
ছিদা	ছিদ্র	অন্ত্য ধ্বনি লোপ
জেডি	জ্যেষ্ঠী	স্বরসঙ্গতি
জুদি	যদি	অ > উ
জোচ্‌সোনা	জ্যোৎস্না	স্বরভক্তি
তর্‌ক	তর্ক	রেফ > পূর্ণ-র
ত্যাল	তৈল	ঐ > অ্যা
তরাস (বেগ)	তরস্ (বেগ)	মধ্য স্বরাগম
তেশ্‌না	তৃষা	—
তিক্‌নো	তীক্ষ্ণ	বিপ্রকর্ষ এবং ক্ষ > ক
থিতি	স্থিতি	যুক্ত ব্যঞ্জন স্থ > থ
ডন্ড	দন্ড	মূর্ধণ্যীভবন
দক্‌খিন	দক্ষিণ	ক্ষ > ক + খ
দম্ব	দন্ত	ধ্বনিসাম্যে ভ > ব
দাতইন	দন্তপবন	—
ধজা	ধ্বজা	মধ্যস্থিত যুক্তব্যঞ্জন লোপ ও অন্ত্য স্বরাগম
নক্‌খেত্র	নক্ষত্র	মধ্যস্বরাগম
নাঙ্‌গোল	লাঙ্গল	মধ্যব্যঞ্জনাগম
নইস্যি	নস্য	অপিনিহিতি
পির্‌থিবি	পৃথিবী	বিপ্রকর্ষ
পের্‌তোম	প্রথম	র-ফলা যুক্ত আদ্য অক্ষর অ-কারান্ত হলে অ-কার কিংবা ও-কার এই উপভাষায় গুরুত্ব পায় না।
পের্‌মান	প্রমাণ	
পেস্‌সাদ	প্রসাদ	র-ফলা যুক্ত আদ্য অক্ষর অ-কারান্ত হলে অ-কার কিংবা ও-কার এই উপভাষায় গুরুত্ব পায় না।
ফ্যানা	ফেন	আদ্য অক্ষরে -এ কার থাকলে এই উপভাষায় '-অ্যা' -কার প্রবণতা দেখা যায়।

অর্ধ-তৎসম শব্দ (উপভাষায়)	মূলশব্দ/তৎসম	মন্তব্য
বাইদ্য	বাধ্য	স্বরাগম
বিপত	বিপদ	দ > ত
বৈশাক	বৈশাখ	অঘোষ > ঘোষ
বাইশ্যা	বর্ষা	মধ্য স্বরাগম
ব্যাবার	ব্যবহার	হ ধ্বনি লোপ পূর্ব য ফলা > অ্যা
বাওন	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ > বামন > বাউন
ভাদ্‌দোর	ভাদ্র	সমীভবন
ভেউর্‌গা	ভেলক	—
মুক্	মুখ	মহাপ্রাণ > অল্পপ্রাণ
মোন্‌দা	মন্দ	অন্ত্য স্বরাগম
মাশা	মশক	অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ, ক > অ > আ
রোহন	রসোন	স > হ
রত্‌ন	রত্ন	বিপ্রকর্ষ
রংগ	রঙ্গ	বিপ্রকর্ষ
লোম্‌বা	রোম/লোমন	র > ল/অন্ত্য স্বরাগম
হোলোক	শ্লোক	বিপ্রকর্ষ
শংক	শঙ্খ	বিপ্রকর্ষ/মহাপ্রাণ > অল্পপ্রাণ
হামুক	শম্বুক	মধ্য যুক্ত ব্যঞ্জনের ব লোপ শ > হ উচ্চারণ এই উপভাষার বৈশিষ্ট্য
হালি	স্যালী	শ > হ
সিংগার	শৃঙ্গার	বিপ্রকর্ষ
হুদ্দুর	শূদ্র	স্বরাগম
শোবা	শোভা	মহাপ্রাণ > অল্পপ্রাণ
শোবিত	শোভিত	মহাপ্রাণ > অল্পপ্রাণ
শুক্‌কুর	শুক্র	সমীভবন
সেনেহ	স্নেহ	বিপ্রকর্ষ
সর্‌গো	স্বর্গ	বিপ্রকর্ষ
সইজ্য	সহ্য	স্বরাগম
অর্‌তকি	হরীতকী	হ > অ উচ্চারণ প্রবণতা
রিদয়	হৃদয়	হৃ > রি
হিজাল	হিজ্জল	সমব্যঞ্জনের একটি লোপ তার ক্ষতি পূরণে '-আ' -কার যোগ হয়।

তদ্ভব শব্দ

মান্য চলিতের মতো এই উপভাষার একটা বড় অংশ দখল করে আছে সংস্কৃত উৎসজাত তদ্ভব শব্দ। তবে শব্দগুলি বেশির ভাগই উচ্চারণের দিক থেকে মান্য চলিতের থেকে কিছুটা আলাদা। এবং কালগত দিক থেকে প্রাচীনত্বের বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছে।

এর পাশাপাশি কিছু তদ্ভব শব্দ রয়েছে যেগুলি মান্য চলিতের মতোই বা কিছুটা উচ্চারণগত পরিবর্তন এসেছে নিজস্ব রীতিতে। মান্য চলিতে দেখা যায় না এমন কিছু শব্দের নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো—

উপভাষায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দ	প্রতিশব্দ	উৎস-সংস্কৃত
আউন্যা	অপরিচিত	অজানা > সং. নঞ তৎপুরুষ বা অনোখা
আইলল্যা	আলুনে	সং. অলবণিক
অ্যাহোন	এখন	এখন > এহন > অ্যাহোন
এহানে	এখানে	এই ঠাঁই > এত্‌দস্থান >
ইচা	চিংড়ি মাছ	ইঞ্চাক > ইচলা > ইচা
উছ্বাট	হোঁচট	উচ্চাটন
উচ্‌টা	উচ্ছিষ্ট	সং. উৎ √শয্ + ক্ত কর্মবা.
উবুর	উপুড়	অবমূর্দ্ধ
ওয়াশার	কাবার	অবশর, সং. অববেষ্ট > ওয়ার
কানদা	কিনারা	স্কন্ধ > কান্ধ + আ (প্রা.)
কান্‌ট্যারা	অবাধ্য	কর্ণ + টেরা > ট্যারা
কেনু	কনুই	কফোনি
ক্যাতোর	দুর্বল	কাতর
ক্যাদা	কাদা	কর্দম
খাইল	খাল জাতীয় গর্ত	খাতি
খুপ্‌রি	মাথার খুলি	খর্পর
খাওন্	খাবার	খাদন
খিল্	খিল	কীল
খ্যাও	একবারে	ক্ষেপ > খেপ
খরি	মাছ থাকার স্থান	সং. খণ্ড > খড় + ই প্র.
গেয়াতি	জ্ঞাতি	গোত্র
গাবিন	গর্ভবতী পশু	গর্ভিনী
গওবর	গুহা	গহ্বর

উপভাষায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দ	প্রতিশব্দ	উৎস-সংস্কৃত
গাইট	পুঁটলি	গ্রন্থি > গাঁইট
গাড়্ডা	গাড্ডা	গর্ত
গাদা	গাধা	গর্দ্দভ
গিড	গিঁট	গ্রন্থ
গেরন	গ্রহণ	সং. √গ্রহ + অন. ভাব বা.
ঘরি	ঘড়ি	ঘটিকা
ঘাডা	ঘাঁটা	ঘৃষ্ট
ঘুগ্‌রা	ঘুঘরা	ঘুর্ঘুর
ঘোন্‌টা	ঘোমটা	অবগুন্টন
ঘুইন	ঘুন	ঘুণ
ঘেডি	ঘেটি/গর্দান	ঘাট
ঘোরা	ঘোড়া	ঘোটক
চাক	গোল	চক্র
চারাল	চাঁড়াল	চণ্ডাল
চান্‌দিনা	চাঁদোয়া	চন্দ্রতাপ
চাদা	চাঁদা	ছন্দ > ছাঁদা
চোক্‌কা	চোকা/চোখা	চোক্ষ
চিতাল	চিতল	চিত্রফল
চাপা/চম্‌পা	চাম্পা	চম্পক
চুলা	উনুন	চুল্লী
চিলিক	ঝিলিক	জ্বল
ছাইতান	ছাতিম	সপ্তপর্ণ
ছাচ্চা/হাচা	সাচ্চা	সত্য
ছোলা	ছাল ছাড়ানো	সং. √তক্ষ্ >প্রা. √ছোল্ল > ছোল
ছোচা	ছোঁচা	সূচক
ছিদা	ছেঁদা	ছিদ্র
ছ্যাও	ছিন্ন	ছেদ
ছ্যাপ	ছেপ	ক্ষিপ > ছেপ
জোতা	জুতো	যুক্ত
জোমজ	যমজ	যমজ
জো	উপায়	যোগ

উপভাষায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দ	প্রতিশব্দ	উৎস-সংস্কৃত
জোত	দড়ি বিশেষ	যোত্র
ঝাজের	ঝাঁজর	ঝর্ঝর
ঝ্যাত	ঝাঁৎ	ঝাটতি
ঝাপ	ঝাঁপ	ঝম্প
ঝিজি	ঝিঁঝি	ঝিঞ্ঝী
টগর	কচুরী পানা জাতীয় উদ্ভিদ	তগর
ট্যারা	টেরা	তির্যক >তেরছা > টেড়া
টাগ্‌রা	টাকরা	তালুক
ঠাল	ডাল	দ্বিদল
ডোওয়া	দাওয়া	দার্বট
ডোগা	ডগা	উদগ্র > দগ্‌গা > ডগা
ডাংকা	ডঙ্কা	ঢঙ্কা > ঢংকা >
ডাট	দুরন্ত স্বভাব	দৃঢ়
ডান্‌ডা	মার	সং. দণ্ড > ডান্ডা
ডাইনি	চরিত্রহীনা	ধাত্রী > ধাই > দাইনি
ডাংগোর	ডাগর	দীর্ঘ
তাইত্‌ক্যা	তাপ	তপ্ত
তেস্‌না	তেষ্টা	তৃষ্ণা > তিয়াশ
তারি	তাড়ি	তাল > তাড় > তাড়ি
তেলুশ	তেলের ন্যায়	তেল < তৈল< তিল স. + শ প্র.
থাউক্যা	থোক্	সং. স্তবক + আ. প্র. > থোক্
থুতু	থুথু	সং. থুৎকার
থ্যাতা	ঠেঁটা	সং. ধৃষ্ট
দরা	ধরা	ধটী
দাওয়া	ধানকাটা	দাত্র + আ (প্র.) > দাও + আ (প্র.)
দারা	দাঁড়া	দণ্ড
দাউর	জ্বালানীর কাঠ	দণ্ড > দাঁড়
দুফার	দুপুর	দ্বিপ্রহর > দুপুর
দুব্‌বা	দুর্বা	দূর্ব্বা > দুর্বা
দেউল্‌কা	পিলসুজ	সং. দ্বীপ + রক্ষ >দেইরাখা > দেউরহা > দেউল্‌লা

উপভাষায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দ	প্রতিশব্দ	উৎস-সংস্কৃত
দিবাহলি	দেশলাই জাতীয়	অজ্ঞাতমূল
ধোরা	ঢোঁড়া	ডুণ্ডুভ
ধুত্‌রা	ধুতুরা	ধুস্তর
ধুপ	ধুনো	ধুনক > ধুনা >
ধুইন্‌গা	ধনিয়া	ধন্যাক
ধুমা	ধুঁয়া	ধুম > ধুয়া
নাই	নাভি	নাভী
নাইয়ার	মেয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া	জ্ঞাতি>গৃহ >নাই ঘর> নাইর>
নাক্‌শি	নাকের ডগা	সং. নক্র > নক্ক > নাক + শীর্ষ
নারা	নাড়া	নাল
ন্যাতা	ন্যাকড়া	নক্তক > নেতা
নিতা	নিমন্ত্রণ	নিমন্ত্রণ > নিঅন্তা
পহির	পুকুর	পুষ্কর
পক্‌কি	পাখি	পক্ষিণ
পাহা	পাকা	পক্ক
পাইর	পাড়	পট্ট
পাক্‌	ডানা	পক্ষ > পাখা
পাডা (শিল-নোড়া)	পাটা	পট্টক
পাতারি	অসভ্য	পত্র > পাত্‌+ আরি প্র.
পাতো	ধানের চারা	পত্র > পাত্‌
পুত্‌লা	পুতুল	পুত্তল>
পাক্‌	দুই গিটের মধ্যবর্তী অংশ	পর্ব > পাব
পারা	পদ চিহ্ন	(সং. পদ + চিহ্ন)/ সং. পদ > পা + রা বি.
পিচা	ঝাটা	পিচ্ছ > পিছা
পিচ্‌লা	পিচ্ছিল	সং. পিচ্ছল > পিছল+ আ. প্র.
পিডা	পিঠে/পিঠা	পিষ্টক
পাজরা	খাঁচা	সং. পিঞ্জর > পিঁজরা
পানা	ফানা	সং. ফনা
ফুডানি	বাবুগিরি	ফুট + আনি > ফুটানি >
ফ্যার	চওড়া	স্ফীত > ফার

উপভাষায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দ	প্রতিশব্দ	উৎস-সংস্কৃত
ফাল	আস্ফালন	লম্ফ > লাফ > ফাল
ফিইক্যা	নিক্ষেপ	ক্ষেপণ > ক্ষেপ > ফেকা
ফ্যাক্‌রা	বাহানা	ফর্ফরীক > ফেকড়া
ফ্যাত্‌রা	শুকনো কলার পাতা	পত্র > পাত + রা
ফুডা	ফুটা	স্ফোটিত
ফোর	ছিদ্র	সং. স্ফুট > ফুট > ফোঁড়
ফার	প্রহর	সং. প্রহর > পহর
বগ্‌না	বকনা	বস্কয়নী
বারৈ	পদবী বিশেষ	সং. বদরী > বরই > বড়াই
বদ্‌নি	ঘটি বিশেষ	সং. বর্দ্ধনী > বদনা
বব্‌বোর	নির্বোধ	সং. বর্বর > বরবর >
বুইন	বোন	সং. ভগিনী > বহিনী > বইনী
বরমা	কাঠ ছিদ্র করার যন্ত্র	সং. ভ্রমর > ভোমরা
বশ্‌শি	বড়শি	সং. বড়িশী > বড়শী >
বয়রা	বধির	বধির + আ প্র. > বহেরা
বাইত	বমি	সং. √বম + ই
বাইশ্যা	বর্ষণ	সং. বর্ষ > বর্ষা >
বাওন্‌	ব্রাহ্মণ	সং. ব্রাহ্মণ > বামন > বাউন
বাডুল	বেঁটে	বন্ট >বেঁটে/বাঁট + উল প্র.
বাউড্‌গা	খেপা	সং. বাতুল > বাউরা
বিয়্যা	বিয়ে	বিবাহ
বাগি	বাগী	বঙ্ক্ষন
বান্‌দোর	বাদঁর	বানর
বাইন্‌গা	ব্যবসায়ী/বেনে	বণিক > বেনে > বানিয়া
বায়্‌রা	বাহির	বাহ্য > বহিস্‌ > বাহির > বাইর + আ
বইল	বউল	মুকুল > মউল > বউল
বল্‌লা	বোলতা	বরটা
বুইরা	বয়স্ক	বৃদ্ধ > বুড়া
বুডি	স্তনের বোঁটা	বুস্ত > বোঁটা
বেইল	বেলা	বেলা > বেলি
বেহা	বাঁকা	বক্র

উপভাষায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দ	প্রতিশব্দ	উৎস-সংস্কৃত
ভ্যারা	ভেড়া	ভেড়/ভেড়ক
ভোত্‌রা	কাঠালের আঁশ	বুস্ত > ভুতা
ভেউর্‌গা	ভেলা	ভেলক
ভ্যারেন্‌ডা	ভেরেন্ডা	এরন্ড
মোচ	গোঁফ	শ্মশ্রু > লি. মস্‌সু > মংসু > মস (মোছ)
মজগুর	মাগুর	মদ্‌গুর
মাক্‌রা	মাকড়সা	মর্কট
মিডা	মিঠে	মিষ্ট
মুইর্‌গা	নেড়া	সং. √মুন্‌ডা > মুড়া > মুইরা
মোত	মুত	মূত্র
ম্যারা	ভেড়া জাতীয়	মেন্ড > মেঢ়
রাউয়া	পেটুক	রঘু + ষ্ণ > রাঘব
রাহাল	রাখাল	রক্ষ পাল
রিতু	রক্তস্রাব	ঋতু
রোহন	রসুন	রসোন
রোম্‌বা	পশম	রোমন > রোম
লেংডা	উলঙ্গ	নগ্নবৃত্ত > ল্যাংটা
লারু	নাড়ু	লড্‌ডু
ল্যাদা	পশুর পায়খানা	লড > লাদ + আ
লিক	উকুনের ডিম	সং. লিক্ষা > লিক্ষ >
লোবা	লোভী	সং. লুভ + আ ভাব বা.
লেগুর	লেজ	লঙ্গ
লেউ	লেই (তরল)	লেপ
হামুক	শামুক	শম্বুক
শাইল	শালি	শারিকা
হুই	সূচ	সূচী
হিতান	বিছানার মাথার অংশ	শিরঃ স্থান > শিথান
হউর্‌গা	সরিষা	সং. সর্ষপ > সরিষা >
হোত	স্রোত	সং. স্রোত
হোচা	শৌচ	সং. শুচি + ষ্ণ
হার	ষাঁড়	ষণ্ড

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	চলিত বাংলায় প্রতিশব্দ	মন্তব্য
হজাক	সজাগ	সজাগর
হরা	সরা	সরাব > শরাব
হ্যাওলা	শেওলা	শেবল

দেশিমূল

তৎসম, অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃতমূল ছাড়াও এই উপভাষায় প্রচুর সংখ্যক দেশিমূলজাত শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এদের মধ্যে সামান্য অংশই মান্য চলিতে ব্যবহৃত হয়। মধ্য বাংলার বেশ কিছু শব্দ মান্য চলিতে বর্তমানে ব্রাত্য হলেও এই উপভাষায় আজও গুরুত্ব সহকারে প্রচলিত, এদিক থেকে উপভাষাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	চলিত বাংলায় প্রতিশব্দ	মন্তব্য
খোয়ার	খোঁয়াড়	মারঠি খোংড
কোশ্‌টা	কোষ্টা	কোষ্ট
চ্যাংরা	চেংড়া	'চেঙড়া ভুলায়ে খায় জানে না কত ঠুলি' - ভারত চন্দ্র - ২৭৯ পৃ.
ঝিংগা	ঝিঙে	মুণ্ডারী 'ঝিঙ্গা' কিংবা সাঁওতালি 'ঝিঙ্গা'
ঝালি	থলে বিশেষ	মারাঠী ও গুজরাটী 'ঝুল'
ঝাপি	ঝাঁপি	'ঝাপী সাজাইল যত ডোমনীর বেশ' -মনসা মঙ্গল - বিজয়গুপ্ত
টুক্‌টুইক্যা	টুটটুকে	'মনেতে রাঙ্গা আলো টুকটুকে টুক সিঁদূরে বরণ।' - ঈশ্বর গুপ্ত
টুক্‌রা	টুকরো	মারাঠী 'তুকডা'
ঠগ	ঠক	'ঠক কৈল ঠকে' - ভারতচন্দ্র - ৪৩০, মৈ. ঠক
ঠোন্‌না	ঠোকনা	'লহনা দুই গালে মারে চড় ঠোকনা।' - কবি কঙ্কন চণ্ডী - ১৩৯
ডোংগা	ডোঙ্গা	মুণ্ডারী ডোঙ্গা
ডাংকা	ডঙ্কা	মারাঠী - ডংকা
ডুংকা	অপব্যয়ী	ডোকলা
ডামা ডোল	গণ্ডগোল	'দেশে বড় ডামাডোল।' - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
ঢিহি	ঢেকি	মুণ্ডারী - ঢেঙ্কি

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	চলিত বাংলায় প্রতিশব্দ	মন্তব্য
ঢুসা/ঢুশ	গুতো	'মুণ্ডে মুণ্ডে ঢুসাঢুসি' - শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল - ২২৮
হুরুম	মুড়ি	মারাঠী -হুরডা, সং. হুড়ুম্ব
ঢেংগি	ঢেঙ্গা	'মামী ঢেঙ্গা এ যে গেঁড়া' শিবায়ন - ৮৩
ঢ্যাপ	ঢেপ	মারাঠী ঢেপ
ঢ্যাপসা	ঢেপসা	মারাঠী-ঢেপসা
বারি	আঘাত	'বাড়ি মারিয়া তোর পাজর করতাম গুড়ি।' - বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল
হাজি	সাজি	'হাজি ল এ পুষ্পবড়ু প্রবেশিল্যা বনে।' - চণ্ডীদাস।
ওগলা	হোগলা	'হোগলের বনে' - বিশায়ন - ৭৭

অজ্ঞাতমূল

মান্য চলিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না, অথচ এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়; যে শব্দগুলির ব্যবহার অন্য কোনো ভাষায় নেই। এমনকি তাদের উৎসমূল নির্ণয় করাও যায় না, সেই সমস্ত শব্দ গুলোকে অজ্ঞাতমূল হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এইগুলির চলিত বাংলার প্রতিশব্দ সহ উপভাষায় প্রয়োগ উদাহরণ সহ দেখানো হলো —

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্যচলিতে প্রতিশব্দ	উপভাষায় প্রয়োগ
আপাংরা	আনাড়ি	তুই অ্যাতো আপাংরা অইছো ক্যান?
আইচা	নারিকেলের মালা	আইচায় হইর্‌গা আগুন দে।
ইংগুল	পাকা	আমডা ইংগুল অইছে।
আতাল	গরু রাখার ঘর	গরু আতালে থুইছো?
এচি	হেলেঞ্চা	এচি হাগ খাইতে তিতা।
ওচা	মাছ ধরার যন্ত্র	ওচা লইয়া মাচু ধরতে ল।
ওডা	জঞ্জাল	ওবা নাওতে ওডা বাজ্‌জে।
ওল্‌লা	বড় পিঁপড়ে	ওল্‌লায় কামরাবে জাইস না।
কর্‌হিনা	ছোট মাছ	কর্‌হিনা মাচ খাই নাই।
কাচা	আল	জমিতে কাচা না দিলে জল থাহে না।
কাডইর্‌গা	শ্মশান যাত্রী	ছেরাদ্দে কাডইর্‌গা কয়জোন খাওয়াইতে অবে।

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্যচলিতে প্রতিশব্দ	উপভাষায় প্রয়োগ
খোচ	গর্ত/গভীর	পহির খোচ অইছে কম না।
খোমা	অপ্রকাশ্য রাগ	পোলাডা খোমা দিয়া বইছে।
খ্যাচাত	জল সেচার শব্দ	খ্যাচাত হইর্‌গা জলগুলা হ্যালা।
গুচই	বাঁশের ঝুড়ি	হাগ ধোয়ার গুচই লইয়ায়।
গোত্‌লানো	জল ঘোলা করা	পাও দিয়া পহিরের জল গোত্‌লাবি না।
গোয়ানো	চরিত্র নষ্ট করা	পোলাডা মাইয়া ডারে গোয়াইছে।
গাদ্‌লা	অবিরাম বৃষ্টি	গাদলা আর ভাল লাগে না।
ঘ্যাচাত	এক সাথে কেটে ফেলা	কলা গাচটা গ্যাচাত কইর্‌গা কাইড্‌গা হ্যালা।
চহির	লগি	ওদু মোর চহির দেহি না।
চাই	মাছ ধরার যন্ত্র	কার্‌তিক মাসে চাইতে মাচু পাওয়া যায়।
চাবলি	মৌরালা মাছ	অ্যাকখ্যাওতে কতগুলা চাবলি মাচু ওরছে।
চিগানো	বিকৃত হাসি	মাগির চিগানো দ্যাকছ।
জিওনি	যারা মাছ ধরে	জিওনিগো লগে চলা দায়।
জলি	শুধুমাত্র	পহিরে জলি কই পরছে।
ঝরা	পচা খেজুরের রস	ঝরা পাতলে খাওয়া জাইতো।
ঝোলা	মরণরোগ	ওডারে ঝোলায়ও ন্যায় না।
টাংগি	পাট খড়ি	টাংগির ব্যারা টেহে না।
টাবইর্‌গা	নৌকা বিশেষ	মোরা টাবইর্‌গায় আইসি।
টোরি	নারিকেলের ছোট অবস্থা	নাইরকোলের অ্যাট্‌ট্যা টোরিও থাহে না।
টোহর	পড়নের কাপড়ের থলি	টোহরে হরুম লইয়া খা।
ঠাপানি	ধমকানি	কাম না হললে ঠাপানি খাবি।
ডাংগা	নৌকা চালানোর পথ	ডাংগা দিয়া নাও বাইয়া জাইস।
ঢিপ্‌সি	ছিপি	ফুডায় ঢিপ্‌সি না দিলে জল থামবে না।
তোলানো	সরু করা	ব্যাত তোলানো আসি।
থোরা	কিছু টেনে তোলার বাশের যন্ত্র	থোরা আন কচরি কয়ডা টানি।
ধ্যারানো	মলত্যাগ (পাতলা)	পোলাডা হারাদিন ধ্যারাইছে।
নগিচগি	বাহানা	নগিচগি হরবি না কইলোম।
নাহরি	মশরী রাখার জায়গা	নাহরি ভিতার ঘোনা থো।
নেশ্‌শ্যা	খারাপ	নেশ্‌শ্যা গুল্যান হ্যালা
পাইন মারা	নষ্ট করা	পাইন মারা কাম হরিস না।
পাইল	ঠিক	ঘরহান পাইল হরা লাগে।
পুর্‌কি	উষ্কানি	তুই আর পুরকি দিস না।

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্যচলিতে প্রতিশব্দ	উপভাষায় প্রয়োগ
পেটকি	মাছ ধরার পরে মাছ ধরা	পেটকি ধইর্‌গা ভালোই তো মাচ্‌ পাইছে।
পৈরান/পইরান	বাঁট খাড়া	পালা পইরান আন ধান মাপমু।
বাইচা	জলজ উদ্ভিদ	বাইচার তলে মাচ্‌ থাহে।
বুইচা	ছোট মাছ	বুইচা মাচ্‌ খাইতে ভালো।
বুচনি	মাছ ধরার যন্ত্র	বুচনিতে ছোডো মাচ্‌ পরে।
ভ্যাদা মাচ্‌	ভেটকী ন্যায় ছোট মাছ	ভ্যদা মাচ্যে ক্যাদা খায়।
ভাদাইম্যা	লক্ষ্মীছাড়া	ভাদাইম্যা গ্যাছে কই?
ভোগ্‌লা	বড় ছিদ্র	ভোগলাডা আটকা।
ভোম্‌বা	মোটা বুদ্ধি	ওডা তো অ্যাট্‌ট্যা ভোমবা অইছে।
মরমা	শশার ন্যায় ফল	আরতার পারা মরমা ওডে।
মেচি	স্ত্রী জাতীয় পশু	পালবি পালবি হেয়ার লাইগ্‌গা মেচি কুত্‌তা?
র‍্যাহা	চিচিঙ্গার ন্যায় সব্জী	আইঙ্গায় কত র‍্যাহা ঝোলে।
লগৈত	গড়ন	আডঘরের পিতিমার লগৈত ভালো।
লপ্‌তে	একত্রে	মোগো অ্যাক লপতে ৫৬ বিগা জমি।
লুরি	ছেঁড়া নেতা	ও বৌ লুরিডা রাকলা কোতায়?
শিংগা	চুষে চুষে খাওয়া	আমডা শিংগা দিয়া খামু।
স্যাংগা	বিছে	সইজনা গাচ্যে স্যাংগা অয়।
হ্যাক্কা	সেতু	গেরামে খালি হ্যাক্কা।
হ্যাও	নীচু	বারিন্দা অ্যাতো হ্যাও দিছো ক্যান্‌?

আগন্তুক শব্দ

হিন্দি

আগন্তুক শব্দ গুলিকে প্রধানত দুই ভাগে করা হয় — দেশি এবং বিদেশি। অগুন্তুক শব্দগুলি কখনো অপরিবর্তিত কখনো বা সামান্য পরিবর্তিত ভাবে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সেই শব্দ গুলোকেই দেওয়া হলো যেগুলো মান্য চলিতে তেমন ভাবে ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। এই শব্দ গুলির মধ্যে কোনটির উৎস অন্য ভাষা হলেও এগুলি হিন্দি ভাষাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	চলিত বাংলায় প্রতি শব্দ	উৎস-হিন্দি	মন্তব্য
আওয়া-জাওয়া	আসা-যাওয়া	আনা-যানা	
উরাশ	ছারপোকা	উড়শ	
কাউয়া	কাক	কৌয়া	
কদু	লাউ	কদ্দু	শব্দটি ফা. কদ্‌দু হলেও হিন্দিতে বহুল প্রচলিত।

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	চলিত বাংলায় প্রতি শব্দ	উৎস-হিন্দি	মন্তব্য
খইলান	খামার	খিলিয়ান	
খাউজানো	চুলকানো	খুজানা	
খুড়ি	খুঁটি	খাম্‌বা	
গোবদা	মোটা	গব্‌দা	
গিদার	নোংড়া	গীদড়	
গোন	সময়	গুন	
গ্যাজা	গেঁজা	গাজ	
গুর্‌মুইর্‌গা	গোড়ালি	গুল্লা	
ঘাগু	অভিজ্ঞ	ঘুঘু বা ঘাগ	
চহি	চকি	চকা	
চুতিয়া	গালাগাল	চুত্‌য়া	
চডান	মুক্ত নীচু জমি	চটান	
ছ্যাও	খণ্ড	ছেদ্‌	
জুলাপি	কলি	জলিবী	শব্দটির ব্যবহার হিন্দিতে জলিবী হলেও এটি ফা. জুল্‌ফ থেকে আগত কিন্তু ব্যবহারে নিজস্বত্ব পেয়েছে।
জুইল্‌গা	জোলা	জলাহা	
টাগ্‌রাই	হৃষ্টপুষ্ট	তাগড়া	
টাট্‌টি	পায়খানা	টট্‌টী	
ঠোন্‌না	গালে টোকা	ঠোংকা	
তেরিবেরি	তেরিমেরি	তেরামেরা	
থাবোর	চড়	থাপ্পর	
দগ্‌দইগ্যা	দগ্‌দগ্‌	দগ্‌দগ্‌	
দদি	দই	দহি	
দোনো	দুই	দহি	
ফইর্‌গা	ফরিয়া	ফড়য়া	
ফের	পুনরায়	ফির	
বওনি	বউনি	বোহনী	
বিলোই	বিড়াল	বিল্‌লী	
রও	থাকা	রহনা	
লোগি	লগা	লগ্‌গা	

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	চলিত বাংলায় প্রতি শব্দ	উৎস-হিন্দি	মন্তব্য
ল্যাদা	যন্ত্রর মল	লীদ্	
স্যালুন	তরকারী	সালন	

বিদেশিমূল

বিদেশি মূলজাত শব্দের মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারই বেশি। এলাকাটি যেহেতু বাংলাদেশের বরিশাল জেলার অন্তর্গত স্বাভাবিক কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাই বেশি। সেই কারণেও আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার অধিক বলে অনুমান করা হয়। শব্দগুলি নিজস্ব ঢঙ্গে উচ্চারিত হয়ে একেবারে আঞ্চলিক শব্দের আওতাধীন হয়ে উঠেছে। কখনো বা পরিবর্তিত না হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু ব্যবহারে বৈদেশিকতা লোপ পেয়ে নিজস্ব শব্দ হয়ে উঠেছে। নিম্নে তাদের পরিচয় দেওয়া হলো —

আরবি-ফারসি রূপমূল

আগৈলঝাড়া উপভাষায়	মান্যচলিত	উৎস-আরবি-ফারসি
অক্কা	অক্কা	আঃ বাক্কিঅ
আল্‌খাল্‌লা	আলখাল্লা	আঃ অল্ খালিক্
আফিং	আফিম	আঃ অহিফেন
আয়না	আয়না	ফাঃ আঈনহ্
আউশ	শখ	আঃ হব স বা হওয়াস
ইল্‌লে	হিল্লে/উপায়	আঃ হীলহ্
উসাল	প্রতিশোধ	আঃ ব্‌সুল
ওয়াদা	প্রতিজ্ঞা	আঃ ব্'-অদহ
ওবা	বাবা	আঃ আব (= পিতা)
আক্‌কেল	আক্কেল	আঃ আক্বল
আজ্‌গুবি	আজব	আঃ অজ
আদোপ	আদব	আঃ অদব্
আন্‌তাচ্‌	আন্দাজ	ফাঃ অন্দাজ্
আপ্‌শোস্‌	আফশোস	ফাঃ আফ্‌সোস
হায়াত	হায়াৎ	ফাঃ অব্‌রহ
আবাত	আবাদ	ফাঃ আবাদ্
আবিজ্ঞাবি	হাবিজাবি	আঃ ফাঃ অঈব্‌ইয়াজলী
আবরু	আব্রু	ফাঃ আব্‌রূ
ইজ্‌জত	ইজ্জৎ	আঃ ইজ্জৎ
ইপ্‌তার	ইফ্‌তার	আঃ ইফ্‌ত্বর
ইমারত	প্রাসাদ	আঃ ইমারৎ

আগৈলঝাড়া উপভাষায়	মান্যচলিত	উৎস-আরবি-ফারসি
ইচ্তেফা	ইস্তফা	আঃ ইস্তফা
উকিল	উকিল	আঃ ব্কীল্
উসিলা	উছিলা	আঃ ব্সীলহ
উজু	ওজু	আঃ র্জু
উজবুক	উজবুক	আঃ উজ্বক্ (তুর্কীর মাধ্যমে)
উলেমা	উলেমা	আঃ উলমা
অ্যাওজ	বিনিময়	আঃ ইব্জ্
অ্যাজমালি	সংযুক্ত	আঃ ইজ্মালী
অ্যালাকা	এলাকা	আঃ অলাকহ্
ওজুআত	অজুহাত	আঃ বজুহাত
কইতার	কবুতর/পায়রা	ফাঃ কবুতর্
কদর	মান	আঃ ক্বদর্
কদু	লাউ	ফাঃ কদ্দু
কবচ	কবজ	আঃ ক্বব্জ্ব
কবজা	কব্জা	আঃ ক্বজুহ্
করাল	প্রতিজ্ঞা	আঃ ক্বরার
কাইজ্গা	কাজিয়া	আঃ ক্বজ্বিয়হ
কামিচ	কামিজ	আঃ ক্বমীজ্
কাহিল	কৃশ	আঃ ক্বাস্বিদ
কান্দা	কিনারা	ফাঃ কিনারহ্
কিরা	প্রতিজ্ঞা	ফাঃ গিরব্
কেস্সা	কেচ্ছা	আঃ ক্বিস্বহ
খতম	সমাপ্ত/নিহত	আঃ খতম্
খবিশ	পাজী	আঃ খবীস্ব্
খরজ	খরচ	ফাঃ খরচ্
খারাব	খারাপ	আঃ খরাব্
খলিপা	খলিফা	আঃ খলীফহ্
খান্কি	বেশ্যা	ফাঃ খানগী
খেতাপ	খেতাব	আঃ খিত্বাব্
খুপ	খুব	ফাঃ খূব্
খেলাপ	খেলাফ	আঃ খিলাফ্
খেসারত	খেসারৎ	আঃ খসারৎ

আগৈলঝাড়া উপভাষায়	মান্যচলিত	উৎস-আরবি-ফারসি
খোয়াব/খোয়াপ	স্বপ্ন	ফাঃ থ্বাব্
খোলা	উন্মুক্ত জায়গা	আঃ খলা
গরচ	গরজ	আঃ ঘজ্
গলই/গলৈ	গলুই	ফাঃ গলূ
গায়েপ	গাপ	আঃ ঘঈব্
গিড	গিরা	ফাঃ গিরহ্
গু	মল	ফাঃ গূহ্
গুলতানি	বেয়াদপি	ফাঃ গুলতান্
গেরেপতার	গ্রেফ্তার	ফাঃ গিরিফ্তার
গোর	কবর	ফাঃ গূর্
চুংগা	চোঙ	ফাঃ চন্গ্
চান্দা	চাঁদা	ফাঃ চন্দহ্
চাদৈর	চাদর	ফাঃ চাদর্
চামুচ	চামচ	ফাঃ চম্চহ্ (সং. চমস্)
সবুর	সবুর	আঃ স্বব্র্
জবান	জবান	ফাঃ জ. বান্
জরিপানা	জরিমানা	আঃ জুর্ম্
জং	মরিচা	ফাঃ জন্গ্
জাগা	জায়গা	ফাঃ জায়গাহ্
জিলা	জেলা	আঃ জিলঅ
জুদা	পৃথক	ফাঃ জুদা
জুলপি	জুলফি	ফাঃ জু. লফ্
জুশ	জোশ	ফাঃ জূশ
ডেকচি/ডেকসি	ডেগ	ফাঃ দিগ্
ডিব্বা	ডিব্বা	আঃ দব্বহ্
তক্তা	তক্তা	ফাঃ তখ্তহ্
তচ্নচ	তছনছ	আঃ তহঃ স - নহঃ স
তফিল/তপিল	তহবিল	আঃ তহঃ বীল
তোশক	তোষক	ফাঃ তুশক্
দরজাল	দজ্জাল	আঃ দজ্জাল্
দপ্তর	দফ্তর	ফাঃ দফ্তর
দরোজা	দরজা	ফাঃ দর্বাজহ্

আগৈলঝাড়া উপভাষায়	মান্যচলিত	উৎস-আরবি-ফারসি
দাক	দাগ	ফাঃ দাঘ্
দাদোন	দাদন	ফাঃ দাদন্
দারোগা	দারগা	ফাঃ দারূঘহ্
দলান	দালান/অট্টালিকা	ফাঃ দালান্
দেমাক	দেমাগ	আঃ দিমাঘ্
দোয়াই	দোহাই	আঃ দু'আ
নগত	নগদ	আঃ নক্দহ্
নোঙ্গর	নঙ্গর	ফাঃ লন্গর
নমাচ্	নামাজ	ফাঃ নমাজ্
নারগিচ্	নার্গিস	ফাঃ নর্গিস্
নাচ্তা	নাস্তা	ফাঃ নাশ্তহ্
নুমাল	রুমাল	আঃ ফুতূর্
পয়দা	পয়দা	ফাঃ পঈদা
পায়জামা	পাজামা	ফাঃ পা-জামহ্
পোলাউ	পোলাও	ফাঃ পিলাব্ (সং. পলান্ন)
ফতুর	নিঃস্ব	ফাঃ ফুতুর্
ফুচকে	ফুচকে	আঃ কস্খ্ > ফচ্কে > ফুচকে
ফর্ফর্	ফর্ফর্	ফাঃ ফর্ফর্ (সং. স্ফুর)
ফরমাইস্	ফরমাস	ফাঃ ফর্মাই
ফারাক	ফারক/দূর	আঃ ফর্ক্
ফেরেচ্তা	ফেরেস্তা	ফাঃ ফিরিশ্তহ্
ফ্যার-গোর	ফেসাদ	আঃ ফসাদ্ > ফেসাদ
বোগল	বগল	ফাঃ বঘল্
বরপ	বরফ	ফাঃ বর্ফ্
বরাত	ভাগ্য	আঃ বরা 'অৎ
বাজিকর	বাজিগর	ফাঃ বাজীগর্
বাত	বাদ	আঃ ব'অদ্
বাইদা	বাদিয়া	আঃ বাদিয়হ্/বদব্ী
বায়না	বাহানা	ফাঃ বহানহ্
বারিন্দা	বারান্দা	ফাঃ বর্আমদহ্
বিলাত/বিলাদ	বিলেত	আঃ বিলায়েৎ
ভুত	ভুত	ফাঃ বুৎ

আগৈলঝাড়া উপভাষায়	মান্যচলিত	উৎস-আরবি-ফারসি
মক্‌কেল	মক্কেল	আঃ মু' অক্কল্
মকর্‌দোমা	মোকর্দমা	আঃ মক্কদ্দমহ্
মওকুপ	মকুব	আঃ মৌকূফ্
মতলপ	মতলব	আঃ মত্বলব্
মরদো	মরদ	ফাঃ মর্দ্
মাতপ্‌বার	মতব্বর	আঃ ম'তবর্
মাপ	মাফ	আঃ মু'আফ্
মুলাম	নরম	আঃ মুলাই'ম্
মালসা	মালসা	ফাঃ মালিচ্ (সং. মল্লিকা)
মেয়া	মিঞা	ফাঃ মিয়াঁ
মিচরি	মিছরি	আঃ মিস্‌রী
মিহি	সূক্ষ্ম	ফাঃ মিহীন্
মুল্‌লুক	মুলুক	আঃ মুল্‌ক্
মেহমান	অতিথি	ফাঃ মিহমান্
মোক্‌তার	মোক্তার	আঃ মুখ্‌তার্
রওনা	যাত্রা	ফাঃ রব্বান্
রক	রগ	ফাঃ রগ্
রেয়াজ	রেওয়াজ	আঃ রিব্‌াজ
রেজগি	খুচরো	ফাঃ রীজ্‌গী
রেহাই	ছুটি/মুক্তি	ফাঃ রহাঈ
লাতি	লাথ	আঃ লৎ
লাইক	লায়েক	আঃ লাঈক্
ল্যাংরা	খোড়া	ফাং লন্‌গ্
লোচ্‌চা	লুচ্চা	ফাঃ লুচ্
শরিক	শরিক	আঃ শরীক্
সাইর	সারি	আঃ শ'অর্/শিরি
সায়বানা	সামিয়ানা	ফাঃ শামিয়ান্‌হ্
স্যালোয়ার	শালোয়ার	ফাঃ শল্‌বর্
শিক	শিক	আঃ শীখ্
শেক	শেখ	আঃ শইখ্
শক/সক	শখ/সখ	আঃ শৌক্
সবুচ	সবুজ	ফাঃ সব্‌জ্

আগৈলঝাড়া উপভাষায়	মান্যচলিত	উৎস-আরবি-ফারসি
সরমজাম	সরঞ্জাম	ফাঃ সর্-অন্জাম্
সরদি	সর্দি	ফাঃ সর্দ্
সাপ	সাফ	আঃ স্বাফ্
সোপা	সোফা	আঃ সফ্ফাঃ হ্
সেরেপ	স্রেফ	আঃ স্বিফ্
হক্	সত্যি	আঃ হঃক্
হরপ	হরফ	আঃ হঃর্ফ্
হাবা	বোকা	আঃ হবা
হারাম	হারাম	আঃ হঃ রাম
হিস্সা	হিস্যা	আঃ হিঃস্ স্বহ
য়ুক্কা	হুক্কা	আঃ হুঃক্কহ
য়ুজুক	হুজুগ	আঃ হুজুম্
হে	সে	আঃ হুঅ

পোর্তুগিজ শব্দ

আরবি-ফারসি শব্দের মতোন আধিক্য না থাকলেও এই উপভাষায় মান্য চলিতের ন্যায় কিছু কিছু পোর্তুগিজ শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে। শব্দগুলো উচ্চারণে কখনো কখনো নিজস্বতা লক্ষ করা যায়। যেমন —

উপভাষায়	মান্যচলিতে	উৎস-পোর্তুগিজ
আলপিন্	আলপিন	Alfinete
আলমিরা	আলমারি	Armario
আলকাতরা	আলকাতরা	Alcatras
ক্যারানি	কেরানি	Kiranuti
গাবলা	গমলা	Gamla
চাভি	চাবি	Chave
জাললা	জানালা	Janella
তোয়াইল্গা	তোয়ালে	Toalha
ফিতা	ফিতে	Fita
পিরিচ	ডিস	Pires
বইয়াম	বয়ম	Boiao
বুদাম	বোতাম	Botao/ইং. Buttan
বোতল	বোতল	Botella
বালতি	বালতি	Balde
বেআলা	বেহালা	Vila

তুর্কি শব্দ

এই উপভাষায় তুর্কি উৎসজাত শব্দের সংখ্যা খুবই কম। এই শব্দগুলির রূপ প্রায় মান্য চলিতের মতো। কদাচিৎ উচ্চারণগত পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে দেখানো হলো —

উপভাষায়	মান্যচলিতে	উৎস-তুর্কি
আলখাল্‌লা	ঢিলে-ঢালা	অল্‌খালিক
উজ্‌বুক	উজ্‌বক	উজ্‌বুক্‌
কেচ্চি	কাঁচি	কাইঞ্চী
জোহা/জোকা	পরিমাপ	জোখা
তক্‌মা	মডেল	তম্‌গ
চক্‌মইক্‌কা	চকমকে	চক্‌মাক
মুচ্‌লেকা	মুচলিকা	মুচলকা
বেগম (মুসলমান রাণী)	বেগম	বেগম্‌

উপরোক্ত উদাহরণ গুলিতে এটা পরিস্কার যে তুর্কি শব্দগুলি কখনো সরাসরি অপরিবর্তিত ভাবে কখনোবা মান্য চলিতের ন্যায়, কখনো সামান্য পরিবর্তিত ভাবে নিজস্ব উচ্চারণ রীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

ওলন্দাজীয় শব্দ

এই উপভাষায় মান্য চলিতের ন্যায় তাস খেলা সম্পর্কিত কিছু ওলন্দাজীয় শব্দ পাওয়া যায়।

উপভাষায়	মান্যচলিতে	ওলন্দাজীয় শব্দ
ইচ্‌কাফান	ইস্কাপন	Schopen
অর্‌তোন	হরতন	Harten
রুইতোন	রুহিতন	Ruiten
তুরুক	তুরুপ	Troef

ইংরেজি

ইংরেজি থেকে আগত শব্দগুলি এই উপভাষায় চলিত বাংলার মাধ্যমেই এসেছে। তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে নিজস্ব রীতি বজায় রেখেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইংরাজি শব্দের মতই উচ্চারিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনো বা ভিন্ন রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের উদাহরণ থেকে তা বোঝা যাবে —

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য বাংলায় প্রতিশব্দ	উৎস-মূল-ইংরেজি
অপোর্‌শোন	অপারেশন	Operation

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য বাংলায় প্রতিশব্দ	উৎস-মূল-ইংরেজি
অ্যাল্‌জাবরা	এ্যালজাবরা	Algebra
অ্যাক্‌সিডেন	অ্যাকসিডেন্ট	Accident
ইচ্‌কিন	স্কিন	Skin
ইঞ্জিশন	ইঞ্জেকশন	Injeetion
ইচ্‌কুল	স্কুল	School
ইচ্‌পিরিট	স্পিরিট	Spirit
ইচ্‌কুটার	স্কুটার	Scooter
এচ্‌পেশাল	স্পেশাল	Special
কারপেট	কার্পেট	Carpet
কাড	কার্ড	Card
কারেন	কারেন্ট	Current
কম্‌পিলিড	কম্পিলিট	Complete
কপি	কফি	Coffee
কালেক্‌টার	কালেক্টার	Collector
কুইন্‌গাল	কুইনাইন	Quinine
কেরেচ্‌ত্যাল	কেরোসিন	Kerosene
কিলিপ	ক্লিপ	Clip
গারজিয়ান	গার্জেন	Guerdian
গেইম	গেম	Game
গিরিন	গ্রীন	Green
গোন্‌জি	গেঞ্জি	Genji
গেরানটি	গ্যারান্টি	Guarantee
গাড	গার্ড	Guard
চেহার	চেয়ার	Chair
চাট	চার্ট	Chart
ছিট	সিট	Chintz
জাদরেল	জাঁদরেল	General
জয়েন	জয়েন্ট	Joint
টচ্‌	টর্চ	Torch
টেবুল	টেবিল	Table
টলার	ট্রলার	Trawler
টিট্‌মেন	ট্রিটমেন্ট	Tritment

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য বাংলায় প্রতিশব্দ	উৎস-মূল-ইংরেজি
ট্যানেচ্‌ফার	ট্রান্সফার	Transfer
টেরাই	ট্রাই	Try
ডাইরি	ডায়েরি	Diary
ডাচ্‌বিন	ডাষ্টবিন	Dustbin
ডিচ্‌কাউন	ডিসকাউন্ট	Discount
ডিচ্‌পুট	ডিসপুট	Disput
ডাক্‌তার	ডাক্তার	Doctor
তির্‌পল	ত্রিপল	Tarpaulin
নবেল	নভেল	Novel
নিপ	নিব	Nib
নিউচ্‌	নিউজ	News
নাইচ্‌	নাইস	Nice
পাট	পার্ট	Part
পার্টিশোন	পার্টিশন	Partition
পাম	পাম্প	Pump
পেরাইচ্‌	প্রাইজ	Prize
পুরুপ	প্রুফ	Proof
পেলেগ	প্লেগ	Plague
পেলাচ্‌টার	প্লাস্টার	Plaster
ফরোম	ফর্ম	Form
ফাউন্‌টেন	ফাউন্টেন	Fountain
ফেরাংক	ফ্রাঙ্ক	Frank
ফিরি	ফ্রি	Free
ফিস	ফী	Fee
ফিরিচ্‌	ফ্রীজ	Fridge
ফেরেম	ফ্রেম	Frame
ফোলোর	ফ্লোর	Floor
ফেলাট	ফ্লাট	Flat
ব্যাড	ব্যাট	Bat
ব্যাক	ব্যাগ	Bag
ভোড	ভোট	Vote
ভেক্‌চিন	ভ্যাকসীন	Vachine

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য বাংলায় প্রতিশব্দ	উৎস-মূল-ইংরেজি
মেজিক	মেজিক	Magic
রেকট	রেকর্ড	Record
রেল	রীল	Reel
লচ	লস	Lose
লেম্পু	ল্যাম্প	Lamp
শেলপ	শেলফ	Shelf
সেকেন	সেকেণ্ড	Second

মিশ্র শব্দ

মান্য চলিতের ন্যায় আমাদের আলোচ্য অঞ্চলের উপভাষাতেও কিছু কিছু নবগঠিত শব্দ রয়েছে। যেগুলি বিভিন্ন ভাষার উপাদান নিয়ে সৃষ্ট। একটি ভাষার শব্দের সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দ কিংবা প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ প্রভৃতি উপাদান নিয়ে গঠিত শব্দগুলিকে মিশ্র বা সঙ্কর শব্দ (Hybrid Word) বলে। শব্দগুলির উচ্চারণে অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্বতা লক্ষ করা যায়। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া হলো —

ক)	**বাংলা**	+	**আরবি-ফারসি**	=	**শব্দ**
	সং. দ্বে > দুই > দো	+	আঃ আস্‌ল > আচলা	=	দোয়াচলা।
	বাং. ফাঁপর > ফপর	+	আঃ দল্লাল > দলাল + ই	=	ফাপরদালালি।
	বাং. ফাও > ফাই	+	ফাঃ ফর্মাই/ফরমায়িশ্‌	=	ফাইফরমাইস।
	সং. স্ফূর্তি > ফুরতি	+	ফাঃ বায্‌ > বাজ	=	পুরতিবাজ/বাচ।
	বাং. মামদো > মামদা	+	ফাঃ গীর্‌ > গিরি	=	মামদাগিরি।
	বাং. মাঝি > মাজি	+	আঃ মলাঃহ > মাল্লা	=	মাজিমাল্‌লা।
	সং. লৌহ > লোয়া	+	ফাঃ লশ্‌কর	=	লোয়া-লসকর।
	সং. সাধু > সাহু > সাউ	+	ফাঃ গীর্‌ > গিরি	=	সাউগারি।
	সং. ফল	+	আঃ আলা	=	ফলালা

খ)	**বাংলা**	+	**হিন্দি**	=	**শব্দ**
	সং. কর্ম > কাজ	+	হি. পট্টী > পট্‌টি	=	কানপট্‌টি
	সং. লঞ্জ >লেজ > ল্যাজ + এ	+	হি. গোবর + এ	=	ল্যাজেগোবরে
	বাং. নাডা	+	হি. √ঘুট >ঘোটা >ঘোডা	=	নাডাঘোডা
	সং. বড্ড > বড় > বার	+	হি. সুচী	=	বারহুইচ

গ)	**হিন্দি**	+	**বাংলা**	=	**শব্দ**
	হি. হাগা	+	সং. খোলক > খোলা	=	আগাখোলা (হাগা > আগা)
	হি. কচ্হরি > কাচারি	+	সং. গৃহ > ঘর	=	কাচারিঘর
	হি. কচ্চা > কাঁচা > কাচি	+	সং. দধি > দই	=	কাচিদই
	হি. বনিয়া/তু. বর্ণিক > বাইন্গা	+	সং. মরিচ	=	বাইনগামরিচ
	হি. ঝোলা	+	বাং. গুড় > গুর	=	ঝোলাগুর
	হি. শাক > হাগ	+	সং. পত্র > পাতা	=	হাগপাতা/হাকপাতা
	হি. ফালতু	+	সং. কর্ম > কাম্ম > কাম	=	ফালতুকাম

ঘ.	**আরবি-ফারসি**	+	**বাংলা**	=	**শব্দ**
	আঃ খালি	+	সং. গাত্র > গা + য়	=	খালিগায়
	আঃ খলাব্ > খালাস	+	বাং. পাওয়া	=	খালাসপাওয়া
	আঃ খলা > খোলা	+	সং. পিন্টক > পিঠা > পিডা	=	খোলাপিডা
	আঃ ফৌজ্ > ফউজ	+	বাং. দারি	=	ফউজদারি
	আঃ ফাইদহ্ > ফয়দা	+	সং. লুন্ঠন > লোটা > লোডা	=	ফয়দালোডা
	ফাঃ নরম্	+	সং. গাত্র > গা/(সং. নম্র > নরম)	=	নরমগা
	আঃ বিলায়েত > বিলাতি	+	সং. গালব > গাব	=	বিলাতিগাব
	ফাঃ বে	+	সং. জাতি > জাত	=	বেজাত
	ফাঃ বে	+	সং. ঢঙ > ঢক	=	বেঢক
	ফাঃ বে	+	সং. জন্মন > জন্ম > জম্মা	=	বেজম্মা
	ফাঃ বে	+	সং. বোধ > বোদ	=	বেবোদ্
	ফাঃ বীগার্	+	বাং. খাটা > খাডা	=	বেগারখাডা
	আঃ মাল্	+	বাং. কোঁচা > কাসা [(স ~ ছ) = স]	=	মালকাসা
	ফাঃ রীজগী > রেজগি	+	(সাং. পাদ > পাই + সা) > পয়সা	=	রেজগিপয়সা
	আঃ হুঃক্ব > হক	+	বাং. কথা > কতা	=	হক্কতা

ঙ)	**ইংরেজি**	+	**বাংলা (প্রত্যয়)**	=	**শব্দ**
	অ্যামরিকান (American)	+	সং. রোহিত	=	অ্যামরিকানরুইত
	টিচার (Teacher)	+	ই	=	টিচারি
	মেম্বার (Member)	+	ই	=	মেমবারি
	পুলিস (Police)	+	ই	=	পুলিসি
	মাশ্টের (Master)	+	ই	=	মাশ্টেরি/মাশ্টারি

	কেরেচ (Keresone)	+	ত্যাল	=	কেরেচ্ত্যাল
	হাপ (Half)	+	ব্যালা	=	হাপব্যালা
	মেইন (Main)	+	সং. দণ্ড > দারা	=	মেইন্ দারা (শির দারা)
চ)	**ইংরেজি**	+	**আরবি-ফারসি**	=	**শব্দ**
	দাকতার (Doctor)	+	খানা	=	দাক্তার খানা
	ফুল (Full)	+	বাবু	=	ফুলবাবু
	ফুল (Full)	+	মুজা (মজা)	=	ফুলমুজা
	ফেরি (Ferry)	+	আঃ আলা	=	ফেরিআলা/ ফেরিয়ালা
ছ)	**আরবি-ফারসি**	+	**হিন্দি**	=	**শব্দ**
	ফাঃ দানা	+	পানি	=	দানাপানি
	ফাঃ জুব্বান্ > জুয়ান	+	সং. মরদ	=	জুয়ানমরদ
			[ফাঃ মর্দ থেকে এলেও হিন্দিতে মর্দ মরদ বেশি ব্যবহৃত হয়]		
	ফাঃ জুব্বান্ > জুয়ান	+	হি. বেটা > বেডা	=	জুয়ানবেডা
	ফাঃ তামাম্	+	হি. দুনিয়া	=	তামামদুনিয়া
	ফাঃ খানা	+	পিনা	=	খানাপিনা
জ)	বাংলা	+	অজ্ঞাতমূল	=	শব্দ
	সং. অর্ধ > আধ> আধা > আদা	+	বুদি	=	আদাবুদি
	সং. পুত্র > পোলা	+	পাইন	=	পোলাপাইন
	সং. অর্ধ > আধ > আদ	+	খাইচ্রা	=	আদখাইচ্রা
ঝ)	অজ্ঞাতমূল	+	বাংলা	=	শব্দ
	নাডা	+	সং. √ ঘট্ট > √ ঘংট > বাং. ঘাঁট > ঘাটা	=	নাডাঘাডা
	ঠাপ্	+	আনো (প্র.)	=	ঠাপানো

অবস্থা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপজেলার মানুষজন প্রাত্যহিক জীবনে কি কি শব্দ ব্যবহার করেন তার কিছু পরিচয় দেওয়া হলো। এর থেকে এটাও বোঝা যাবে তাদের কথ্য ভাষায় কোন কোন উৎসজাত শব্দ ব্যবহৃত হয়।

১. পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
বাবা	বাবা	আঃ আব (= পিতা)
আব্বা	বাবা	আঃ আব (= পিতা)
বাপু	বাবা	সং. বপ্র > প্রাঃ বপ্প > বাপ + উ
বাবু	বাবা	বাপ > বাব + উ
মা	মা	সং. মাতা > প্রাঃ মাআ > মা
আম্মা	মা	আঃ উম্মান > (= মা)
মাইয়া	মেয়ে	সং. মার্তৃকা
বেডা	বেটা	সং. পুত্র > প্রাঃ বিট্ট>বেটা/হি. বেটা
পোলা	পুত্র/ছেলে	সং. পুত্র > পুত্তুর > পুত >
বেডি	বেটি	হি. মা. গু. মৈ. বেটী > কিংবা
		সং. পুত্র > প্রা. বিট্ট > বেটা + ঈ (স্ত্রী)
ভাইডি	ভাই	সং. ভ্রাতৃ > প্রাঃ ভাই + ডি
বুনডি	বোন	সং. ভগিনী > প্রাঃ বহিনী > বইন
বুইন	বোন	সং. ভগিনী > প্রঃ বহিনী > বইন
বউদি	বৌদি	সং. বধূ > প্রাঃ বহু > বৌ + দি
ভগনি্পুতি	ভগ্নীপতি	সং. ভগিনী + পতি
চাচা/চাচু	কাকা	হিঃ চাচা, সং. তাত
কাণ্ড	কাকা	সং. তাত > কাকা > কাণ্ড
কাগা	কাকা	সং. তাত > কাকা > কাগা
খুরা	কাকা	সং. খুল্লতাত > খুড়া
খুরি	কাকী	খুড়া এর স্ত্রী লিঃ/ক্ষুদ্রী > খুড়ী
ভাইজি	ভাইঝি	হিঃ ভাতিজা + ঈ (স্ত্রী প্রঃ)
ভাইপো/ভাতিজা	ভাইপো	হিঃ ভাতিজা
দ্যাওর	দেবর	সং. দেবর > প্রাঃ দেঅর
পুতি	পৌত্র	সং. পৌত্র + ই প্রঃ
পুত্রা	ছেলের শ্যালক	সং. পুত্র + আ
ভাইগ্না	ভাগ্নে	সং. ভাগিনেয় > ভাগিনা
ভাগ্নি	ভাগ্নী	ভাগিনা + ঈ (প্রঃ)
ভাইগ্না বৌ	ভাগ্নে বউ	সং. ভাগিনেয় > ভাইগ্না + বহু
হাউরি/হাউরি	শাশুড়ী	সং. শ্বাশুরী > শাশুরী > শাউরি >

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
হউর	শ্বশুর	সং. শ্বশুর > শশুর > শউর
ভাশুর	ভাশুর	সং. ভ্রাতৃ শ্বশুর
ভায়রা	ভায়রা	সং. ভ্রাতৃ > প্রঃ ভায়র >
জ্যাডা	জ্যাঠা	সং. জ্যেষ্ঠতাত > জেট্‌ঠ > জ্যাঠা
জেডি	জ্যেঠি	জ্যাঠা + (স্ত্রী) ঈ
হালা	শ্যালক	সং. শ্যালক > শালা >
হালি	শ্যালিকা	শালা + ঈ (স্ত্রী)
ভাতার	স্বামী	সং. ভর্তৃ > প্রাঃ ভত্তার >
দাদু	দাদা	সং. তাত > প্রাঃ তাদ > দাদা + উ
ঠাউর্‌মা	ঠাকুরমা	সং. ঠক্কুর > ঠাকুর + মা
ঠাউর্‌দা	ঠাকুরদা	সং. ঠক্কুর > ঠাকুর + দা
নানা	দাদু	হিঃ নানা
নানি	দিদিমা	হিঃ নানি
বেয়াই	বেয়াই	সং. বৈবাহিক > প্রাঃ বেআহিঅ > বে আহি >বেহাই
বেয়াইন	বেয়ান	সং. বৈবাহিক > বেহাই + ইন (স্ত্রী)
তায়ই	তাউই	সং. তাত > তাঅই
মায়ই	মাউই	সং. মার্তৃকা > প্রঃ মাউঅ
হতিন	সতিন	সং. স্বপত্নী > সপতিনী > সতিনী >
জা	জায়া	সং. জায়া
হতাই	সৎ-মা	সত + আই > সতাই
দুলাবাই	ভগ্নীপতি	হি. দুল্‌হান > দুলা + ভাই
নোনদ	ননদ	সং. ননন্দা > ননন্দ
নুইন্‌গা জামাই	ননদের জামাই	সং. ননন্দ + সং. জামাতা
খালা	মাসী	আঃ খালু
ফুপু	পিসি	হিঃ ফুফু
ফুপা	পিসে	হিঃ ফুফা
মাম্‌বারি	মামাবাড়ি	সং. মাম + সং. বাটি
মামু	মামা	সং. মাম/মামক > মামা + উ
মাগি	মাগী	সং. মাতৃগ্রাম > প্রাঃ মাতুগ্রাম > মাউগ > মাগ + ঈ (স্ত্রী)
দোচ্‌তো	বন্ধু	ফাঃ দোস্‌ত
মিতা	মিতা	সং. মিত্র > মিত্ত > মিত + আ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
ধম্মভাই	ধর্মের ভাই	√ধৃ + ম (মন্) + র + ভাই
গিন্নি	গিন্নি (স্ত্রী)	সং. গৃহিনী >
কুডুম্ব/কুডুম	কুটুম্ব/আত্মীয়	সং. কুটুম্ব
দুশমন	শত্রু	ফাঃ দুশমন
নাতি	নাতি	সং. নপ্তৃক > প্রাঃ নত্তিঅ > নত্তি > নাতি
নাতিন	নাতনি	নাতি + নী > নাতিনী
মামি	মামী	সং. মাম/মামক > মামা + ঈ (স্ত্রী)

২. বয়স ও অবস্থার ভিত্তিতে মানুষের বিভিন্ন পরিচয় মূলক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
আইবুরা	আইবুড়ো	সং. অব্যুঢ়
চ্যাংরা	বালক	হি. চাঁগলা, মা. চাঁংগলা
চেংরি	বালিকা	চ্যাংরা - এর স্ত্রী লিঙ্গ
ছেমরি	মেয়ে	সং. সেমন্ড + ঈ (স্ত্রী), তু. ছেমরা + ঈ (স্ত্রী)
ছ্যামরা	ছেলে	বাং. ছাবাল > ছেলে হি. ছোকরা, তুঃ ছেমরা
সাবাল্লোক	তরুণ	সা + বালিগ (আঃ)
লাইক	বুঝমান বয়স	আঃ লায়ক
জুয়ান	জোয়ান	সং. যুবন
পোয়াতি	গর্ভবতী	সং. প্রসূতি
বাজা	বাঁজা	সং. বন্ধ্যা > বংঝা > বাঁঝা
রারি	বিধবা	সং. রন্ডা > রান্ডী > রাঁড়ি
বুইর্গা	বুড়ো	সং. বৃদ্ধ > প্রাঃ বুড্ঢ > বুড়া
বুরি	বুড়ি	সং. বৃদ্ধ > প্রাঃ বুডঢ > বুড়া + ঈ (স্ত্রী)
গ্যাদা	ছেলে	হি. গেদা
মাইয়া	মেয়ে	সং. মার্তৃকা > মাইয়া
সিনাল	দুষ্ট চরিত্রের মেয়ে	আঃ ছিন্নাল
বয়েচ্তা	যুবতী মেয়ে	সং. বয়স + ক > বয়স্ক > বয়ঃস্থ

৩. আচরণ, স্বভাব ও দৈহিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষণ শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
আইল্‌সা	আলসে	সং. অলস
কুইর্‌গা	কুঁড়ে	সং. কুষ্ঠ > কুড় > কুঁড়ে
ক্যাংটা	রোগা	অজ্ঞাতমূল
খ্যাচ্‌রা	খচড়া	সং. খচ্চর > খচর + আ
খাড়ো	বেঁটে	সং. খট্টন > খাট
খারাব	খারাপ	আঃ খরাব
ট্যারা	টেরা	সং. তির্যক
চ্যাদর্‌	নোংরা	সং. ছিত্তর
বাডইল	খুব বেঁটে	সং. বন্ট > বাঁট + উল > বাঁটুল
লাম্‌বা/লমবু	লম্বা	সং. লম্ব + আ (প্রঃ)
লিকলিক্‌ক্যা	লিকলিকে	পার্শিয়ান Lakhlakh (P).
প্যাচ্‌ইর্‌গা	প্যাঁচানো স্বভাবের	ফাঃ পেচ/হিঃ পেচ
মোডা	মোটা	হিঃ মোটা, গুজঃ মোটু
ভুইড়্‌গা	মোটা	অজ্ঞাতমূল
হুইচ্‌কা	সরু/রোগা	সং. সূচী > সূইচ > হুইচ

৪. দেহ বিষয়ক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
মাতা	মাথা	সং. মস্তক
চোক	চোখ	সং. চক্ষু
মুক	মুখ	সং. মুখ
নক	নখ	সং. নখ
কপাল	কপাল	ক + √পালি + অ (খণ্) >
ভুরু	ভ্রূ	সং. ভ্রূ
নাক	নাক	সং. নক্র > নাক
কান্‌দা	কাঁধ	সং. স্কন্ধ > কাঁধ > কানদা
গার	ঘাঁড়	সং. ঘাট > ঘাড় > গার
দাত	দাঁত	সং. দন্ত > প্রাঃ দংত > দাঁত >
ওড	ঠোঁট	সং. ওষ্ঠ্য > ওঠ >

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
জিব্বা	জিভ	সং. জিহ্বা > জিবভা
বুক	বুক	সং. বুক্ক
আত	হাত	সং. হস্ত > হাত > আত
পাও	পা	সং. পদ > পা + ও
আড়ু	হাঁটু	সং. অন্থীবৎ > হাঁটু > আড়ু
মাজা	কোমর	সং. মধ্য > মজ্‌ম (প্রঃ)
মেইন্‌দারা	শিরদাঁরা	ইং. Main + সং. দন্ড > দারা
উরাত	উরু	সং. উরু + ত (স্বার্থে)/উরুস্থল
থাই	উরু	ইং Thai
মোচ	গোফ	সং. শ্মশ্রু > লি. মস্‌সু > মংসু > খস (মাছ)
প্যাড	পেট	পোট্ট, উদর (দেশি). > প্রাঃ পেট হি. মৈ. গুজ. পোট
রোম	পশম	সং. রোমন > রোম
গুর্‌মুইর্‌গা	গোড়ালি	সং. ঘুট দেশি. গোড়, মৈ. হি. গোড় + আ + লি > গুলফমূল
আংগুল	আঙ্গুল	সং. অঙ্গুলি
কেনু	কনুই	সং. কফোনি
বাওরা	বাহু	সং. বহু
গতর/গা	শরীর	সং. গাত্র > গত্তর > গতর
থোত্‌মা	চোয়াল	হি. থুথনী, থোথী, মৈ, থোথী

৫. পুরুষবাচক সর্বনাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
মুই	আমি	সং. বয়ম > প্রাঃ মো (হে) > মু + ই > মুই
মোরা	আমরা	সং. ময়ূর > প্রাঃ মউর > মোর + আ
মোর	আমার	সং. ময়ূর > প্রাঃ মউর > মোর
তুমি	তুমি	সং. ত্বম
তুই (তুচ্ছ)	তুই	সং. ত্বম > তুই
তোরা	তোরা	সং. ত্বম > তুই + রা (বহু.)
তোমরা	তোমরা	সং. ত্বম > তুমি + রা (বহু)

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
হে	সে	সং. সঃ > প্রাঃ সো; সে > হে
তোগো	তোদের	সং. তু > তো + গো (বহুবচন)
হেরা	তারা	সং. সঃ > প্রাঃ সো; হে > হে + রা (বি.)
ওরা	তারা	সং. অসৌ > ও + রা
আম্‌নে	আপনি	অস. আপুনি > আপনি > আপনে > আম্‌নে
আম্‌নারা	আপনারা	সং. আত্মীয় > প্রাঃ অপ্‌পন > আপন + না > আপনা + রা > আম্‌নারা

৩. নির্দেশক সর্বনাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
এইডা	এটা	সং. এতদ্ + ডা
ঔডা/ওইডা	ওটা	ও + টা > ওটা > ঔডা
এইগুলান	এগুলো	সং. এতদ্ + বহু. (গুলান)
কেডা	কে	সং. কিম্ > কে + ডা
কয়ডা	কটি	সং. কতি + ডা
কোনডা	কোনটি	বাং. কোনটি/কোনটা
অ্যাহোন	এখন	সং. এতদ্‌ক্ষণ
কহোন	কখন	বাং. কোন্ + সং. ক্ষণ > কখন
তহোন	তখন	সং. তৎক্ষণ
কোতায়/কোনহানে	কোথায়	বাং. কোন স্থানে
এহানে	এখানে	বাং. এইস্থানে > এখানে
হেহানে	সেখানে	বাং. সেইস্থানে > সেখানে
জেহানে	যেখানে	বাং. যেইস্থানে > যেখানে

৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
শরিল	শরীর	সং. শরীর
গা	শরীর	সং. গাত্র
দেহ	শরীর	√দিহ্ + অ (অচ্)

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
গতর	শরীর	সং. গাত্র > গত্তর > গতর
জান	প্রাণ	ফাঃ জান
কইল্‌জা	হৃদপিণ্ড	হিঃ কলেজা
মাতা	মাথা	সং. মস্তক > মত্থঅ >মাথা > মাতা
মুক্	মুখ	সং. মুখ
চোক্	চোখ	সং. চক্ষু
কপাল	কপাল	সং. কপাল
চুল	চুল	সং. চুল
নাক	নাক	সং. নাসিকা
কান	কান	সং. কর্ণ
নসিব	ভাগ্য	আঃ নস্বীব্
দাত	দাঁত	সং. দন্ত
জিব/জিব্‌বা/জিব্যা	জিভ	সং. জিহ্বা
নলি/নলা	গলা	সং. নালক
গরদান	ঘাড়	সং. গরদন
সিনা	বুক	ফাঃ সীহন্
আত	হাত	সং. হস্ত
ঠ্যাং/পাও	পা	সং. পদ
আড়ু	হাঁটু	সং. অষ্ঠীবৎ
কাক	কাঁখ	সং. কক্ষ
দারি	দাড়ি	সং. দাড়িকা > দাড়ি
আংগুল	আঙ্গুল	সং. অঙ্গুল
নক	নখ	সং. নখ
কেনু	কনুই	সং. কদোনি >কহোনি > কনি
তারা	হাতের তালু	সং. তালু
গুব্‌মুইব্‌গা	গোড়ালি	হিঃ গুল্লা/হিঃ গোড় > গুড় (মূলশব্দ গুলফ্‌মূল সং. পাঞ্জি)
মাজা	কোমর	সং. মধ্য > মাঝা > মানঝা
হোগা	পশ্চাৎদেশ	অশ্লীন পোঙ্গা/পাছা
পুটকি	মলদ্বার	অজ্ঞাতমূল
থোব্‌রা	মুখমণ্ডল	থোবনার সাদৃশ্যে থোবরা

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে প্রতিশব্দ	উৎস
কব্জি	কব্জি	আঃ কবজা + ই প্রঃ
মারি	মাড়ি	সং. মাড়ি
বাওরা	বাহু	বাহু + রা প্র./সং. বাহুত্র
প্যাড	পেট/উদর	দেশিমূল
আড্ডি	হাড়	সং. হড্ড
গোচ্ত	মাংস	ফা. গুশ্ৎ
দাপ্না	উরু	অস. দাপন্
সামা/ছামা	স্ত্রী লিঙ্গ	অজ্ঞাতমূল
ধোন্	পুরুষাঙ্গ	ধন সুভাষণে
তোত্মা	থুতনি	হি. থুথনী
মাংশু	মাংস	সং. মাংস
ভোদা	স্ত্রী লিঙ্গ	দেশিমূল
বোগল্	বাহুমূলের নিম্নাংশ	ফা. বগল
নাই/নাবি	নাভি	সং. নাভী
পিড	পিঠ	সং. পৃষ্ঠ
ঘেড়ি/ঘিড়ি	ঘাঁড়	সং. ঘাট
ফুস্ফুসি	ফুসফুস	সং. ফুপ্ফুস

৮. নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুকালীন শোকের ভাষা

কান্না ঃ

ওরে ... বাবারে
অরে ... আমার অরে রে।
মুই অ্যাহোন বাচমু ক্যাম্বালে।
মোর কী অইলো গো।
ও ... রে বিদি রে।
এমোন ঠাডা পল্লো ক্যান।
ভগমানের একি বিচার গো।
গ্যালো মোর গ্যালো গো...
মোরে ক্যানো নিলো না।
মোর অ্যাহোন অবে কি।

মোরে হ্যালাই গ্যালা কৈ।
অরে ... বাবারে।
কি কইর্‌গা বাচ্‌মু লো।
ক্যানো অ্যামোন অইলো গো।
অরে-অরে-অরে-অরে-অরে (উচ্চ থেকে নিম্নে গিয়ে মূর্ছা)

৯. ব্যক্তি নাম

আগৈলঝাড়া উপভাষায় উচ্চারিত শব্দ	মান্য চলিতে
ভলো	ভুলু
ভইব্যা	ভবসিন্ধু
পচা	পাঁচুগোপাল
গোবাল	গোপাল
পদা	জয়প্রদা
আলু	আলমগীর
কানু	কানাই
দীনা	দীনবন্ধু
হইর্‌গা	হরলাল
ফনা/ফনি	ফণিভূষর
কলি	কাকলি
ঘুমা	ঝুমা
তেতুল	তুতুল
সুবাল/সুফল	সুবল
হন্নাত	হরনাথ
অরুইন্‌গা	অরুণ
কাইল্‌গা	কালু
বাবুল, (ধ্বনি লোপ)	বাবুলাল
রহিম্‌গা	রহিম
ধনা	ধনঞ্জয়
খগেন	খগেন্দ্র
জোগেন	যোগেন্দ্র
পুনিল (ধ্বনি বিপর্যয়)	পুলিন
বিমইল্‌গা/বিমইল্যা	বিমল
মতি	মতিলাল

আগৈলঝাড়া উপভাষায় উচ্চারিত শব্দ	মান্য চলিতে
হিদ্দিক	সিদ্দিক
হত্তার	সত্তার
সুবাস	সুভাষ
ভবাই/ভব	ভবতোষ
পরাইন্যা	প্রাণতোষ
কিশানু	কৃষানু
বীরেন	বীরেন্দ্র
ধীরেন	ধীরেন্দ্র
সন্তেস	সন্তোষ
মজিবার	মুজিবর
কার্‌তিক/কাত্তিক	কার্তিক
বিদান	বিধান
নরেন	নরেন্দ্র
দশো	দশরথ
ভেউগ্যা	ভ্যাগাই
পঙ্কা	পঙ্কোজ
নিতাই	নিত্যানন্দ
আলাদীন	আলাউদ্দিন
ফক্‌দ্দিন	ফক্‌রুদ্দীন
দুলা	দুলাল
শুকাই	শুকলাল
পরান	প্রাণ
কালাচান	কালাচাঁদ
নলু	নলিনী
জগাই	জগন্নাথ
ভোলা	ভোলানাথ
তিনাত	ত্রিনাথ
কোমদ/ কোমোদ	কুমুদ
লালু/লাল	লালমোহন
উপেন	উপেন্দ্র
তিদিপ/তিদিব	ত্রিদিব
পোদিব	প্রদীপ

আগৈলঝাড়া উপভাষায় উচ্চারিত শব্দ	মান্য চলিতে
পিতম	প্রিতম
গনশা	গনেশ
ছত্তার	সত্তার
বারেক/বারিং	বারিন
নুরা	নুরুল
পেমাই/পেমানন্দ	প্রেমানন্দ
মহাই/মহি	মহানন্দ
সদাই	সদানন্দ
মরাই	মরণ
বিপ্‌লা	বিপ্লব
পোবির	প্রবীর
ছিমা	সীমা
কুল্‌সুম	কুসুম
শিপ্‌রা/ছিপ্‌রা	শিপ্রা
টম	টমটম
ছবি	সবিতা
কবি	কবিতা
ছুম্পা/ছুম্‌পা	শম্পা
লতি	লতিকা
বিতি	বীথিকা
মুক্‌তি	মুক্তি
বক্‌লি	বকুল
জয়ী/জৈ	জয়ন্তি
বিজরি	বিজয়া
মলি	মলিনা
জিতু	জীতেন্দ্র
রবি	রবীন্দ্র
শ্যাম্‌লি	শ্যামলী
মুন্‌জি	মঞ্জুশ্রী
দিপতি	দীপ্তি
আবা	আভা
শম্‌বু	শম্ভু

আগৈলঝাড়া উপভাষায় উচ্চারিত শব্দ	মান্য চলিতে
শেপালি	শেফালী
জুতি/জুথি	যূথিকা

১০. গ্রাম নাম

আগৈলঝাড়া উপভাষায় উচ্চারিত শব্দ	মান্য চলিতে
বারপাইক্কা	বারপাইকা
আস্কোর	আস্কর
ভাইদ্গার্পার	ভদ্রপাড়া
সাইবের আড	সাহেবের হাট
আরতা	হারতা
মোল্লাপারা	মোল্লার পাড়া
তিমুহি	ত্রিমুখী
বাহাল	বাকাল
বাক্দা	বাগ্ধা
চান্শিরা	চাদত্রিশিরা
কোদাল্দোওয়া	কোদালদহ
পাকইর্তা	পাকুরিতা
সিবাসা	শিহিপাশা
সুজনকাডি	সুজনকাঠি
পুব্ রাইত্পারা	পূর্ব রাহুতপাড়া
ডুমইর্গা	ডুমুরিয়া
থানেশ্বার	থানেশ্বর কাঠি
রামাই্দার পার	রামানন্দের আগ
কাঠিরা	কাঠিহারা
ফুলেস্শিরি	ফুল্লশ্রী
অহক্সেন	অশকসেন
আন্দার মানিক	আন্ধার মানিক
ত্যাত্লা	তেতলা
বাদুর্পুর	বাহাদুরপুর
হুতার বারি	সুতার বারি
গৌয়ার	গৌহার
দিগি বালি	দীঘি বালি
হোমাইর পার	সোমাইর পাড়

১১. দিকের নাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
পুব্/পুপ্	পূর্ব	সং. পূর্ব
পচ্চিম	পশ্চিম	সং. পশ্চিম
উত্তার	উত্তর	সং. উত্তর
দক্খিন	দক্ষিণ	সং. দক্ষিণ
ইশান	ঈশান	সং. ঈশান
বাইয়ু	বায়ু	সং. বায়ু
ওগনি	অগ্নি	সং. অগ্নি
নইর্‌িত	নৈরিত	সং. নৈর্ঋত
উরদো	ঊর্ধ্ব	সং. ঊর্ধ্ব
অদো	অধঃ	সং. অধস্

১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
বইন্যা	বন্যা	সং. বন + অ
পেলাবন	প্লাবন	সং. প্লু + ণিচ্ + আন্ ভাববা.
মরক	মহামারী	সং. মরক
ট্যাপ্‌রা	অবিরাম বৃষ্টি	টপ্ + রা প্র.
জলা/ফৌতি	গ্রামের পর গ্রামের ফসল-নষ্ট	সং. ফৌত
ল্যাজ নামা	ঘুর্ণিঝড়	সং. লঞ্জ + নামা/অবতরন, তুঃ উত্তরণ
কাইতান	প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া	কার্তিক > কাত + আন প্র.

১৩. বস্তুর রং নির্দেশক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
হাদা/ধলা	সাদা	সং. ধবল
কালা	কালো	সং. কাল
রাংগা	লাল	সং. রঙ্গ + বাং. আ (প্র.)
ঐলদা	হলুদ	সং. হলদ্দী
নিলা	নীল	সং. নল
খইর্‌গা	খয়েরি	সং. খদির
বাগুনি	বেগুনি	সং. বাতিঙ্গন
সবুচ্	সবুজ	ফা. সব্‌জ্

১৪. বস্তুর আকৃতি বিষয়ক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
হোজা	সোজা	সং. সহজ
বেহা	বাঁকা	সং. বক্র
ত্যারছা	তেরছা	সং. তির্যক
লম্‌ফা	লম্বা	সং. লম্ব + আ
বাইট্যা/গ্যারা/বাটুল	বেঁটে	সং. বন্ট > বেঁটে
চাক	গোল	চক্র (সং.)
মোডা	মোটা	মোটা
ছিপ্‌ছিপক্যা	ছিপছিপে	সং. সীপ
ফ্যারেঙ্গা	ফিকে	(সং. ফিঙ্গ, হি. ফীকা, মা. ফিকা)
ঘোনো	গাঢ়	সং. ঘন
হুইচুকা	সুচালো	সং. সূচ + আলো
গুয়াথুবরি	কোঁকড়া	অজ্ঞাতমূল

১৫. স্বাদ নির্দেশক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
মিডা	মিষ্টি	সং. মিষ্ট
তিতা	তেতো	সং. তিক্ত
আইল্‌লা	নোনতা	সং. আলুনী (নঞ বহুব্রী.)
গোন্‌দো	গন্ধ	সং. গন্ধ
বাস	সুগন্ধ	সং. √বাস্ + অ (অচ্) ন/হি. √বাস
বাইল্‌গা	বেলে	সং. বালুকা
চুহা-চুহা	টক-টক	সং. চুক্র > চুকা
কুইন্‌গাল	প্রচণ্ড তেতো	ইং. Quinine

১৬. পোশাক নির্দেশক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
ওন্না/ওন্‌না	ওড়না	সং. আবেস্টন, হি. ওঢ়না
তোয়াইল্‌গা	তোয়ালা	পো. toalha, Eng. towel
নুমান	রুমাল	ফা. রূমাল্
বুদাম	বোতাম	পো. Botao, ইং. Button
কাপুর	কাপড়	সং. কাপড়

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
ডেরেশ	ড্রেশ	ইং. Dress
জাইঙ্গা	জাঙ্গিয়া	হি. জাঁঘিয়া
গোন্‌জি	গেঞ্জি	ইং. Guernsey
আন্ডার ওয়ার	আন্ডার প্যান্ট	ইং. Underwear
ফিতা	ফিতে	পো. Fita
আদ্দি/খাদি	মোটা কাপড়	গু. খদর
পেরন	জামা	ফা. পয়রাহ্‌ন
পেন্টুল	প্যান্ট	ইং. Pantaloon
পায়জামা	পাজামা	ফা. পা-জামা
বেলাউজ	ব্লাউজ	ইং. Blouse
ছায়য়া	সায়া	পো. Saia
কামিচ	সেমিজ	আ. কমীস
ছ্যালোয়ার কামিচ	সালোয়ার কামিজ	(ফাঃ শাল্‌বর্‌ + আ. কমীস)

১৭. পেশা নির্দেশক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিত	উৎস
মাউচ্চা	জেলে	বাং. মেছুয়া > মেচুয়া
কুমার	কুমোর	সং. কুম্ভকার
ঘড়োক/রায়বার	ঘটক	সং. ঘট্‌ + অক কর্তৃ বা.
কিশান	জনমজুর	সং. কৃষ + বাং. আন কর্তৃবা.
জোন	জনমজুর	সং. জন + ফা. মজদুর
ভিক্কুৎ	ভিক্ষুক	সং. ভিক্ষু + ক (স্বার্থে)
ফেরিয়ালা	ফেরিওয়ালা	ইং. ferry + আঃ আলা
গেরস্ত/গিরাস্ত	গৃহস্থ	সং. গৃহস্থ
ফলালা	ফলওয়ালা	সং. ফল + আঃ আলা
নাপ্‌তা	নাপিত	সং. স্নাপয়িতা
ধোপা	ধোবা	সং. ধাবক, হি. মা. ধোবী
ম্যাচ্‌তরি	মিস্ত্রী	পো. Mestre
মাশ্‌টার	মাষ্টার	ইং. Master
দাক্‌তার	ডাক্তার	ইং. Doctor
পাইকার	ব্যবসায়ী	ফা. পয়কার্‌

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
জোলা	জেলে	ফা. জুলাহ্
জিয়ানি/জাইল্‌গা	জেলে	সং. জালিক > প্রা. জালিয়
কিশক/কিশান	কৃষক	সং. √কৃষ + অক কর্তৃ বা.
মোক্তর	মহুরী	আঃ মুখ্‌তার
ইন্‌জিনিয়ারিং	ইঞ্জিনিয়ার	ইং. Engineer
গোয়াল	গোয়ালা	সং. গোশালা

১৮. প্রসাধন সামগ্রী

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
আসসি (আরসি)	আয়না	সং. আদির্শকা > আঅরসি > আরসি
কাহই	চিরুনি	সং. কঙ্কতিকা > কাঁকোই
গয়না	গহনা	হিং. গহনা
জোতা	জুতো	হিং. জুতা
সাপান	সাবান	পো. Sabao ফ. Savan
আংডি	আংটি	সং. অঙ্গুষ্ঠিকা
চচ্‌মা	চশমা	ফা. চশম্‌হ্
হিন্‌দুর	সিঁন্দুর	সং. সিঁন্দুর
শাহা	শাঁখা	বাং. শাখ + আ (প্রঃ)
লিবিস্‌টিক	লিপস্টিক	ইং. Lipstick
ফোডা	ফোঁটা	বাং. ফুট + আ (প্র.)
চুরি	চুড়ি	সং. চুড়া
সেন্‌ড	সেন্ট	ইং. Cent
কুম্‌কুম্‌	নেলপালিশ	আরবিঃ কুমকুমা
সোনো	স্নো	ইং. Snow
মুজা	মোজা	ফা. মোজহ্‌

১৯. কৃষিকর্ম বিষয়ক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
নাঙ্‌গল	লাঙল	সং. লাঙ্গল
ফালা	ফলা	সং. ফলক
মই	মই	সং. মদিকা
কোদাল	কোদাল	স. কুদ্দাল

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
কুরাল	কুড়োল	সং. কুঠার
দাও	দা	সং. দাত্র
মাতলা	ঝাঁপি	সং. মস্তক > মাথা > মাতা > মাত্+ লা
হাইস্যা	দা বিশেষ	হাঁস + ইয়া প্র. > হাঁসিয়া
কাচি	কাস্তে	তুং কাইঞ্চী
ঝাহা	ঝুঁড়ি	হি. ঝাকা
টেরাক্টার	ট্রাকটার	ইং. Tractor
টিউবল	টিউবয়েল	ইং. Tube-well
ছ্যালো	শ্যালো	ইং. Shallow
ডেরেন	ড্রেন	ইং. Drain
এচ্‌পেরে	স্প্রে	ইং. Spray
পাতো দেওয়া	বীজ বোনা	সং. পত্র > পাত + ও (প্র.)
পাড	পাট	সং. পট্ট
ম্যস্তা পাড বগি পাড হুত/সুত পাড	(বিভিন্ন রকমের পাট)	
গোম	গম	সং. গোধূম
সইর্‌শা	সর্ষে	সং. সর্ষপ > সরিসয
ভুট্‌ট্যা	ভুট্টা	হি. ভুট্টা
জব	যব	সং. যব
টিশি	তিশি	সং. অতসী
কলৈ/কলই	কলাই	সং. কলায়
আলু	আলু	ইং. Potato
বাগুন	বেগুন	সং. বাতিঙ্গন
মুলা	মূলো	সং. মূলক > মূলঅ > মুলা
পোডল	পটল	সং. পটোল
কফি	কপি	পো. Corve ইং. Cabbage
কদু	লাউ	ফাঃ কদ্দু
ঝিঙ্গা	ঝিঙ্গে	সং. ঝিঙ্গাক
হোশা	শশা	শস্য
দুন্‌দইল	নেনুয়া	সং. ধুন্দুল
কুশি	চিচিঙ্গা	সং. কোশাতকী

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
কম্‌পা/কম্পা	পেঁপে	অজ্ঞাতমূল
কুমরা	কুমড়ো	সং. কুস্মাণ্ড > কুম্‌হন্ড > কুমড়া
মিডা কুমরা	মিষ্টি কুমড়ো	সং. মিষ্ট + সং. কুস্মান্ড
ছিম	শিম	সং. শিম্ব
সইজনা ডাডা	সজনে ডাটা	সং. শোভাঞ্জন, হি. সং.হিজন, মারাঠী-শেরপা
করল্যা	উচ্ছে	সং. কারবেল্ল
মরিচ	লঙ্কা	সং. মরিচ
ঢ্যারোশ	ঢেঁড়শ/ভেন্ডি	হি. ঢেঁড়শী
পেয়াইজ	পেঁয়াজ	হিং. প্যাঁজ
রোহন	রসুন	সং. রসুন
কাচকলা	কাঁচা কলা	হিং. কচ্চা + সং. কদলী
অলুদ	হলুদ	সং. হলদ্দী
কাহই	কাঁকরোল	সং. কর্কোটক
হুগনা লঙ্কা	শুকনা লঙ্কা	সং. শুষ + ক্ত কর্তৃ বা. + সং. মরিচ
টম্‌টম্‌	টমেটো	ইং. tomato
বাংরি	ফুটি	সং. বিহঙ্গিকা, হি./মারাঠী বহংগী

২০. ধানের নাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
কার্‌তিক শাইল	কার্তিক শাইল	সং. কার্তিক + শাইল
জয়না	জয়না	হি. জিনা
গাউব্‌রা	এক প্রকার ধানের নাম	অজ্ঞাতমূল
ন্যাত্‌পাহা	ব্যবহার নেই	সং. নক্ত > নেতা > নেত > ন্যাত + সং. পঙ্ক
টেপুসাইল	টেপুসাইল	টেপি = ছোট > পেটু + সং. শালি > শাইল
লোতা	লোতা	সং. নক্ত > নেতা > লোতা
পালাবীর	পালাবীর	সং. সমূহ > পাল > পালা + বীর
জটাবীর	জটাবীর	সং. জটা + বীর
মাশইর	মাশুরী	সং. স্বর্ণ + মাশইর
বৌলান	ধান বিশেষ	অজ্ঞাতমূল
রত্‌না	রত্না	সং. রত্ন + আ
সোনা বোরো	স্বর্ণ বোরো	সং. স্বর্ণ + সং. বোরব
কালি বোরো	কালি বোরো	সং. কাল + বা. ই. + সং. বোরব

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
গোরু কাজল	গরু কাজল	সং. গো - রূপা + সং. কজ্জল
ঝিংগা	ঝিঙ্গা	সং. ঝিঙ্গা
বাশ্‌কাডি	বাঁশকাঠি	সং. বংশ + কাঠি
আইরেড	আইরেট	ইং. Iret
বালাম	বালাম	দেশিমূল

২১. জীবজন্তুর নাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
গোরু	গরু	সং. গো - রূপা
আবাল	বলদ	আ + বয়ল = সং. বলীবর্দ, হিং. বৈল
হার	ষাঁড়	সং. ষন্ড
দাম্‌রা বাছুর	এঁড়ে বাছুর	দেশিমূল-দামরা + /সং. বংসরূপ
আইর্‌গা	এঁড়ে	সং. অন্ডিক > প্রাঃ অন্ডিঅ > আইড়া
গাই	গাভী	সং. গবী
পাডা	পাঁঠা	(অস.) পাঁঠা
ছাগোল	ছাগল	সং. ছাগ্ + ল
মইশ	মহিষ	সং. মহিষ
কুত্তা/কুহুর	কুকুর	হিং. কত্তা
বিলোই	বিড়াল	তালিম-পিললি, ওড়িয়া -বিলেই
ইন্দুর	ইঁন্দুর	সং. ইন্দুর
হিয়াল	শেয়াল	সং. শৃগাল
কাছিম	কচ্ছপ	কচ্ছপ
ভ্যারা	ভেড়া	সং. ভের, ভেরক
পাত্‌হিয়াল	খেঁকশিয়াল	দেশজ - পাতি + সং. শৃগাল
ভাল্‌লুক	ভাল্লুক	সং. ভল্লুক
খর্‌গোস	খরগোশ	সং. খরগোস
বাগ	বাঘ	সং. ব্রাঘ্র
বেজি	নেউলে	সং. বৈদ্য > প্রা. বেজ্জ > বেজ
গুইল	গোলাপ	সং. গোধিকা > প্রা. গোহিআ > গুই

২২. পাখির নাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
কাউয়া	কাক	হিং. কৌয়া

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
আস	হাঁস	সং. হংস
মোরক	মোরগ	ফা. মুর্গ
প্যাচা	পেঁচা	সং. পেচক
বগ	বক	সং. বক
টিয়্যা	টিয়ে	ফা. তুতী
হালিক	শালিক	সং. শারিকা
বাইল্‌গা	বাবুই	[বয়ন (√ বে + অন) > বয়া > বাবুই হি. বয়া]
কইতার/কবুতার	পায়রা	ফা. কবুতর্‌
হগুন	শকুন	সং. শকুন
চ্যাগা	ছোট পাখি বিশেষ	অজ্ঞাতমূল
ঐরতাল	হরিয়াল	সং. হরিতাল
মাউচ্‌কারাঙ্গা	মাছরাঙ্গা	সং. মৎসরঙ্গ
কাটঠোকরা	কাঠঠোকরা	সং. কাষ্ঠ + হি. √ ঠুকরা, মারাঠী-টোক
চাপটি চ্যাগা	কাঁদা খেঁচা	অজ্ঞাতমূল
টুনটুনি	টুনটুনি	সং. টুন্টুক
বাজপাহি	ঈগল	ফা. বাজ + সং. পক্ষিন
ফেউচ্‌কা	ফিঙ্গে	তুর্কী-ফেচুয়া
ডাউক	ডাহুক/ডাক	সং. ডাহুক
হারস	সারস	সং. সরস
পানিকরি	পানকৌড়ি	বাং. পানি + সং. ক্রীড়া
চইর্‌গা	চড়ুই	সং. চটক
দৈয়া	দোয়েল	[দই কোয়েল > দধি-কোকিল উড়িয়া-দইআল, হি. দয়াল]
কুক্‌কা	কুকা/কুকুয়া	সং. কুক্কুভ > প্রাঃ কুক্‌কুহ (প্রা. ম.) > কুক্কুহা > কুকুয়া
হরালি	হাস জাতীয় পাখি	অজ্ঞাতমূল
ক্যারালি	পাখি বিশেষ	অজ্ঞাতমূল
কাইম	পাখি বিশেষ (কালো)	অজ্ঞাতমূল
কাজলা	কালো রঙ্গের পাখি	সং. কজ্জল + আ. প্রঃ/কজ্জলাভ
ভুতুম প্যাচা	হুতুমপ্যাচা	[মপে (প্যাঁ) চা-সর্থ 'হুতুম' ।/ ধন্যাত্মক; ফা. তুম্‌ > হুতুম]
কোরা	এক প্রকার পাখি	অজ্ঞাতমূল

২৩. কীট পতঙ্গের নাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
মাশা	মশা	সং. মশক > প্রাঃ মসঅ > মশা > মাশা
মাছি	মাছি	সং. মক্ষিকা > প্রাঃ মচ্ছিআ> মাচ্ছি > মাছি > মাছি
মদুপোক্	মৌমাছি	সং. মধু + পোকা দেশি - পোকা > পোক
বল্‌লা	বোলতা	সং. বরলা > বোল্‌ল্যা/বল্‌লা
পোজাপতি	প্রজাপতি	সং. প্রজা + পতি
ফরিং	ফড়িং	সং. পতঙ্গ
পিপ্‌রা	পিঁপড়ে	সং. পিপীলিকা > পিপীলিআ > পিপীড়া
ডাইয়া	কাঠপিঁড়ড়ে	সং. দাহিকা > ডাইয়া
বিছা	বিছে	সং. বৃশ্চিক
চান্‌চারা	চামচিকে	সং. চর্ম্মচটিকা > চাম্‌চড়া > চানচারা
উলিপোক	উইপোকা	সং. উপদিকা
মাকরা	মাকড়সা	সং. মর্কট
উহুন	উকুন	সং. উৎকুণ
উরাশ	ছাড়পোকা	হিং. উড়শ, সং. উদ্দংশী
জ্যেডি/জেডি	টিকটিকি	সং. জ্যেষ্ঠী > জেটি
রক্তচোসা	গিরগিটি	সং. রজ্জু + ক্ত কর্তৃ বা. + সং. √চুষ /হি চুস
ভোম্‌রা	ভ্রমর	সং. ভ্রমর
ভিম্‌রুল	বিষাক্ত বোলতা	সং. ভৃঙ্গরোল
লিক	উকুনের ডিম	সং. লিখা
মাইজলি	বাচ্চা উকুন	অজ্ঞাতমূল

২৪. মাছের নাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
কাতোল	কাতল	সং. কাতর, কাতল, হি. কতলা
রুইত	রুহিত/রুই	সং. রোহিত
মিক্‌রা/মির্‌গাল	মৃগেল	সং. মৃগদ
রায়ফলা	রাইখড়া	অজ্ঞাতমূল
কই	কৈ (মাছ)	সং. কবয়ী > প্রা. কঅঈ > কঈ > কই
শিং (জিয়াল)	শিঙ্গি	(সং. শৃঙ্গী, বাং. জীবন্ত > জিয়ন্ত > জ্যান্ত > জিয়ল)

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
মজ্‌গুর	মাগুর	সং. মদ্‌গুর
বাডা	বাটা	দেশিমূল
গেলাস্‌কাপ	গ্রাসকার্প	ইং. Grass Carp
চাবলি	মৌরালা	অজ্ঞাতমূল
পুডি	পুটি	সং. পোষ্ঠী
চান্‌দা গুরা	চাঁদা	সং. চন্দ্রক
ল্যাডা/টাহি	ল্যাঠা	অজ্ঞাতমূল
ইল্‌শা	ইলিশ	সং. ঈলীশ
টেংরা	ট্যাংরা	সং. ত্রিকন্টক
হইল/হৈল	শোল	সং. শকুল
বাতাশি/বাশপাতা	ছোট পাতলা মাছ	বাত + শি > বাতাশি
পাব্‌দা	পাবদা	সং. পর্ব্বত > প্রা. পব্বত > পাবদা
বাইন	পাকাল	(সং. বম্মি > প্রা. বম্মি বাং. (বামি) > বাইম > বাইন)
গজাল	শাল	সং. গর্জ্জক
ভ্যাদা	ভেটকির ন্যায় মাছ	হি. মৈ-ভদ্দা > ভেদা
চিঙ্গইর	চিংড়ি	সং. চিঙ্গট
আম্‌রিকান রুইত	আমেরিকান রুই	ইং. American + সং. রোহিত
সিলবার কাপ্‌	সিলভার কার্প	ইং. Silve Carp
চিতাল	চিতল	সং. চিত্রফল, হি. চীতল
আইর মাচ	আড়মাছ	সং. আটি > প্রা. আডি > বাং. আড়
কোরাল	বড় ভেটকি	মূল-করাল
গুইত্‌কা	গুতুম/গুতে মাছ	[সং. গুপ্ত>প্রা. গুত্ত >বাং. গুত+ ইয়া >গুতিয়া > গুইত্‌কা]
কালাবাউস	কালবোস	উড়িয়া-কলাবাইসি
বাইল্‌গা	বেলে	সং. বিলোটক
লাউয়া টাহি	চেং	অজ্ঞাতমূল
থুইর্‌গা	কাকলা	অজ্ঞাতমূল
পুডি	পুঠি	সং. প্রোষ্ঠী
হর্‌পুডি (সরপুঠি)	বিভিন্ন রকমের পুঠি	
কইর্‌গাপুডি		
তিত্‌পুডি		
টাট্‌কিনা	কালচিন বাটা	অজ্ঞাতমূল

২৫. ফলের নাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
কাডাল	কাঁঠাল	সং. কন্টকী
ক্যালা (মুসলিম রীতিতে)	কলা	সং. কদলী
লেচু	লিচু	চিনা-লিচি
আম	আম	সং. আম্র > প্রা. অম্ব > আম
জাম	জাম	সং. জম্বু
বর জাম		
লোয়া জাম	বিভিন্ন রকমের জাম	
জল জাম		
প্যাচইর্‌গা জাম		
লেবু	লেমু	সং. নিম্বুক
গোরা লেমু		
পাতিলেমু	বিভিন্ন রকমের লেবু	
কাগজিলেমু		
নাইরকোল	নারিকেল	সং. নারিকেল
টরি		
ডাপ		
ল্যাওয়া	বিভিন্ন রকমের নারিকেল	
দউর্‌মা		
ঝুনা (পাহা)		
খাজুর	খেজুর	সং. খর্জ্জুর
গইয়া	পেয়ারা	পোঃ গোয়েভা
বরই	কুল	সং. বদরী > প্রা. বোরী > বইর > বরই
আউক	আখ	সং. ইক্ষু
কমলা	কমলা	ইং. Orange
লকট	জামরুল	চিনা-লকাত্
গুয়া	সুপারি	সং. গুবার্ক
কদ্‌বেয়াল	কত্‌বেল	সং. কপিত্থ + বিল্ব > কয়েতবেল
ছুলোম	বাতাবি লেবু	অজ্ঞাতমূল
আতা	আতা	পো. আতা (Ata)
গাপ	গাব	সং. গালব
ডুমইর	ডুমুর	সং. উডুম্বর

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
আনারস	আনারস	পো. আনানস্
বেয়াল/ব্যাল	বেল	সং. বিল্ব
তরমুচ	তরমুজ	ফা. তরমুজ
বিলাতিগাব	এক প্রকার গাবফল	আঃ বিলায়েত + সং. গালব > গাব

২৬. রান্না ও গৃহকর্মাদির উপকরণ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
রসইঘর	রান্নাঘর	(সং. রসবতী > প্রা. রসবঈ > রসাই > বাং. রসই/হি. রসোঈ)
বাসোন	বাসন	পো. Basia
করই	কড়াই	সং. কটাহ
আতা	হাতা	সং. হস্ত > হাত + আ (প্র.)
থাল	থালা	সং. স্থালি > থালি
আহাল	উনুন/উনান	স্থালী= সং. উখ্য >আখা > আকা > আহা + ল
তাওয়া	আগুন রাখার পাত্র	হিং. তবা
লাহরি	কাঠের ভাত নাড়ানি	লাইরি > লাহর + ই/অজ্ঞাতমূল
পাতিল	হাড়ি	(সং. পাত্রী > স্বরাগমে পাতরী > পাতিলী, হি. পতীল)
খোচা লাডি	উনুনের লাঠি	(মারাঠী-খোঁসডা > খোঁচা > খোচা + সং. যষ্টি)
তাফাল	বড় উনুন	সং. তপ্ত > তাপ + ল (প্র.) তাপাল > তাফাল
সেকনি	ছাকনী	হি. √ছাক + নি
চামচি	চামচ	সং. চমস, ফা. চম্‌চহ্
বাডি	বাটি	দেশিমূল/(হি. মৈ. বাটী)
ঘডি	ঘটি	সং. ঘটিকা
ছিয়া	শিকে	সং. শিকা
মক	মগ	ইং. Mug
বডি	বটি	মুন্ডা-বইন্‌টি
পাডা-পুতা	শিল-নোড়া	সং. পট্টক + পোঁতা
হ্যার	চাল মাপা বেতের তৈরী পাত্র	দেশিমূল/সের > স্যার > হ্যার
ধামা	ধামা	সং. ধমক্
ডেচকি/ডেকচি/ডেকসি	গামলা	ফা. দেগচী

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
পাতর	পাথরের থালা	সং. প্রস্তর
পিরিচ্	ডিশ	পো. Pires
বইয়াম	বয়ম	পো. Boiao
গেলাস	গ্লাস	ইং. Glass
পাচা	মাটির তৈরি ঘটি	দেশিমূল
কুলা	কুলো	দেশিমূল
ঢিহি	ঢেঁকি	দেশিমূল
কলস	কলসি	সং. কলশ
আরি	হাড়ি	সং. হন্ডি
বদ্না	বদনা	সং. বর্ধনী
কউড্গা	কৌটো	হি. কটোরা >কৌটা >কউড্গা

২৭. খাদ্য বিষয়ক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
ভাত	ভাত	সং. ভক্ত > প্রা. ভত্ত
পান্তা ভাত/মাইদানি	বাসি ভাত	দেশিমূল
ডাইল	ডাল	সং. দল/দালি, হি. দাল, বাং. দাইল
বেনুন	তরকারী	সং. ব্যঞ্জন
হাগ	শাক	সং. শাক
মাংশু	মাংস	সং. মাংস
গোস্ত (মুসলমান রীতি)	মাংস	ফা. গোশত্
দদি	দই	সং. দধি
দুদ্	দুধ	সং. দুগ্ধ
মাচ্	মাছ	সং. মৎস > মাছ
লারু	নাড়ু	হিং. লড্ডু
রুডি	রুটি	সং. রোটিকা
পিডা	পিঠা	সং. পিষ্টক
চিতই পিডা	সাজের পিঠে	চিৎ + ই (প্র.) + পিষ্টক
পাডিহাবডা	পাটি সাপটা	সাপটানো > পাটি + সাপটা
কুলি পিডা	পুলি পিঠে	(সং. পোলিকা > পুলি > কুলি + সং. পিষ্টক > পিঠা > পিডা)
চিরা	চিঁড়ে	সং. চিপিটক

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
যুরুম/উরুম	মুড়ি	(সং. হুড়ুম্ব, মারাঠী-হরডা, ওড়িয়া-হুড়ুম।)
রসা	ঝোল	সং. রস
সাগু	শাবু	পোঃ Sagu
জল খাবার/নাচ্রতা	সকালের খাবার	ফা. নাশ্তা
দানাপানি	খাবার-দাবার	ফা. দানা + হি. পানি
সন্তেশ	সন্দেশ	(সম্ √দিশ + অ. ভাব বা.) (সংবাদ অর্থ পরিবর্তের ফলে এখন মিষ্ট দ্রব্য বোঝায়)
বডা পিডা	এক প্রকার পিঠা	অজ্ঞাতমূল
মিডা	গুড়	সং. মিষ্ট
ভির মিডা দানা পরা মিডা আজা মিডা নইল কাডা মিডা	বিভিন্ন রকমের গুড়	

২৮. গৃহ ও শয্যা দ্রব্যের নাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
বারি	বাড়ি	সং. বাটী
ঘর	ঘর	সং. গৃহ
উডান	উঠান	সং. অঙ্গন
বারিন্দা	বারান্দা	ফা. বারান্দা
আইত্না	বারান্দা	অজ্ঞাতমূল/ হাত + ইন + আ >হাতিনা
খাডাল	ঘরের মেঝ	সং. খাটাল
ডোয়া/ ডোআ	ঘরের চারিপাশের উচু মাটির বেড়ি	সং. দার্বট > দাওয়া > ডোয়া
দুয়ার	দরজা	সং. দ্বার > প্রা. দুবার
জালনা	জানালা	পো. Janela
চহি	চৌকি	সং. চতুষ্কী
পাহা	পাখা	সং. পক্ষ
বিছানা	বিছানা	সং. বিচ্ছাদন
হিতান	মাথার পিছন	সং. শিরঃস্থান
ল্যাপ	লেপ	আ. লিহ্আপ (Lihaf)
কাতা	কাঁথা	সং. কন্থা
ঘোনা	মশারি	ঘূর্ণ
নাহরি	মশারি রাখার জায়গা	অজ্ঞাতমূল

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
ব্যারা	বেড়া	সং. বেষ্ট > প্র. বেঢ > বাং. বেড় + আ (প্র.)/হি. বেড় + আ (প্র.)
দলান	দালান	ফা. দালান
পাচিল	প্রাচীর	সং. প্রাচীর
খুড়ি	খুঁটি	সং. খূট
দোলনা	ঝোলনা	সং. √দুল, হি. ঝুল + আন্ (প্র.)
চাদইর	চাদর	ফা. চাদর
খাড	খাট	সং. খট্টা
টৌশক	তোশক	ফা. তোশক
পাড়ি	পাটি	সং. পট্টিকা, হি. পাটী
আপার	ঘরের উচু পাটাতন	ইং. Upper
কাতলা	ঘরের নিচের ছোট খুঁটি	সং. কাষ্ট + রা প্র. > কাতরা >
কান্‌তা	ঘরের নিচের ছোট খুঁটি	সং. কর্ণ > কান + তা (প্র.)

২৯. গৃহোপকরণ বিষয়ক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
লোয়া	পেরেক	সং. লৌহ
আতুর	হাতুড়	দেশিমূল
মোরা	ধান রাখার স্থান (মরাই)	সং. মরার
বাতি/কুপি	লণ্ঠন	সং. কুপিকা
উঙ্গইর	মাচা	(সং. উপগৃহ > উপঘর উইর > উংগর)
বোস্তা/বোচতা	বস্তা	ফা. বস্তা
টিবি	টিভি	ইং. TV
ট্যান্‌জেসটার	রেডিও	ইং. Transistor
ডুম	বাল্ব	অজ্ঞাতমূল
রড	টিউব	ইং. Rod
চাভি	চাবি	পো. Chave
বাক্‌স/বাস্‌ক	বাক্স	ইং. Box
পাহা	পাখা	সং. পক্ষ
টচ্‌	টর্চ	ইং. Torch
আলমীরা	আলমারী	পো. Almario

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
ফিরা	পিঁড়ে	সং. পীঠিকা
কুরাল	কুড়াল	সং. কুঠার
হ্যেরিকেন	হারিকেন	ইং. Hurricane
বশছি	বড়শি	সং. বড়িশ
খুরচি/ক্যারাইল	নিড়ানী	কান্ড + ল. প্র. > কান্ডল > কাঁড়ল
বোচকা	বোঁচকা	ফা. বুঘ্চহ
বাইর ছাইরকেল	বাই-সাইকেল	ইং. Buy-Cycle
আতিয়ার	হাতিয়ার	হি. হাথিয়ার
চ্যার/চেহার	চেয়ার	ইং. Chair
টুল/টেবুল	টেবিল	ইং. Table
বেন্চি	বেঞ্চ	ইং. Bench
থাক	তাক	আ. ত্বাক্ব
হুইচ	সুইচ	ইং. Switch
পেলাক	প্লাগ	ইং. Plug
কেরেচত্যাল	কেরোসিন	ইং. Kerosene
টপ	টব	ইং. Tub
ব্যাক	ব্যাগ	ইং. Bag
লাডি	লাঠি	সং. যষ্টি
দেয়াল ঘরি	দেওয়াল ঘড়ি	ফা. দীবার + সং. ঘন্টা
কেচি	কাঁচি	তু. কাইঞ্চী
আল্পিন	আলপিন	পো. Alfinete
আলো	লাইট	সং. আলোক
পিছা	ঝাটা	সং. পিচ্ছ > পিছা
ওগ্লা	হোগলা	দেশিমুল
ডেসিং টেবুল	ড্রেসিং টেবিল	ইং. Drawing table.
ফিরিচ	ফ্রীজ	ইং. Freeze
ডায়নামা	ডায়নামো	ইং. Dynama
মেশিং	মেশিন	ইং. Machine
কারেন	কারেন্ট	ইং. Current
ছোপা	সোফা	পোর্তুঃ ইং. Suffa > ইং. Sofa
জল চহি	ছোট বসার চৌকি	সং. চতুষ্কী

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
পরদা	পর্দা	সং. পরদা
দরি	রশি	বাং. দড়া + (ক্ষুদ্রার্থে) + ই (প্র.)
ছিয়া	শিকে	সং. শিকা
চান্‌দিনা	চাঁদোয়া	সং. চন্দ্রাতপ
নাহরি	মশারী রাখার জায়গা	অজ্ঞাতমূল
সায়বানা	শামিয়ানা	ফা. শাম্ + আনহ্
জের	তেলজাতীয় দ্রব্য রাখার টিন	ইং. Jar < পো. Jana
মট্‌কা	মাটির বড় পাত্র	(সং. মৃত্তিকা > মত্তিকা > মিত্তিয়া > মাটি > মাট > মট্ + কা)

৩০. প্রাকৃতিক বস্তু বিষয়ক ও দৈনন্দিন জীবন সম্পৃক্ত শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
আহাশ	আকাশ	ফা. আসমান, হি. আগাস
মাডি/জমি	মাটি	ফা. জমীন/সং. মৃত্তিকা
ভুই	জমি	সং. ভূমি
খ্যাত	খেত	সং. ক্ষেত্র
ম্যাগ	মেঘ	সং. মেঘ
ঠাডা	বর্জ্র	তা. ঠিটু
চিলিক	বিদ্যুৎ	হি. চিলক
চান	চাঁদ	সং. চন্দ্র
তারা/শুকতারা/সনদা তারা	তারা	সং. তারকা
আমবৈশ্যা	অমাবস্যা	সং. অমাবস্যা
পুন্‌নিমা	পূর্ণিমা	সং. পূর্ণিমা
কাল/ঠান্‌ডা	শীত	হি. ঠণঢা
গরম	উত্তাপ	ফা. গর্ম
দন্‌ড	শাস্তি	সং. √দন্ড > প্রা. দংড, হি. মারাঠী. √দংড
অবাব	আকাল	সং. অভাব
জগত	জগৎ	সং. জগৎ
নোদি	নদী	সং. নাদিন
পহির	পুকুর	সং. পুষ্কর
লোয়া	লৌহ	সং. লৌহ
পোতিগ্‌গা	অঙ্গীকার	[সং. প্রতি. √জ্ঞা + অ ভাব বা., কর্ম বা. + আ]

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
দুন্নাম/দুন্‌নাম	দুর্নাম	সং. দুঃ নাম
অচিনা	অচেনা	(দেশিমূল/বাং. নয় চেনা নঞ তৎ.)
আইল্‌লা	অলবণাক্ত	(হি. অলুনা/সং. অলবণিক > প্রা. আলোণিয় > বা. অলোণি)
হ্যালা	ফেলা	[সং. ক্ষপ্ > প্রা. ফল্ল > বা. ফেল + আ (প্র.)]
অ্যাজমালি	এজমালি	আ. ইজমালি
বেয়ারা	বেয়ারা	ইং. Bearer
সরন	স্মরণ	সং. √স্মৃ + অন ভাব বা.
কান্দা/কান্‌দা	কিনারা	সং. স্কন্ধ + আ (প্র.) > কান্ধ
জুদিষ্ট	যথেষ্ট	সং. যথা + ইষ্ট
কিরা	শপথ	সং. ক্রিয়া, হি. কিরিয়া > কিরা
দিগ	দিক	সং. দিশ্
খামচি/খামসি	নখ দিয়ে আচর	আ. খম্‌স
খামেকা	খামোখা	ফা. খাহমখাহ/খাহন খাহ
বিচ্ছিরি	কদাকার	সং. বিশ্রী
আগা খোলা	পায়খানা	অজ্ঞাতমূল. আগা + ফা. খান্‌হ
এটটু	একটু	সং. এক + টু
লাকরী	জ্বালানি কাঠ	হিং. লক্‌ড়ি
নারা/কুডা	বিচালী	সং. নাল
চহির	লগি	অজ্ঞাতমূল
আবাজাবা	হাবিজাবি/আবর্জনা	দেশিমূল
নিতা	নেমন্তনণ	সং. নিমন্ত্রণ > নিঅন্তা > নিতা
খিদা	খিদে	সং. ক্ষুধা
সবুর	সহ্য/ধৈর্য্য	আ. সবর
খারা	দাঁড়া	সং. খডক, হি. মারাঠী-খডা
খাইদ্য	খাদ্য	সং. খাদ্
আগাত	আঘাত	সং. আঘাত
রাক	রাগ	সং. রন্‌জ + অ ভাব বা.

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
জবরদচ্‌তি	জবরদস্তি	আ. জবরদস্ত
ফুরশত	অবকাশ	আ. ফুরশত
পালাপইরান	দাড়িপাল্লা	ফা. পল্লহ্ + সং. প্রস্তর
হগোল	সমস্ত	সং. সকল
দরদ	দয়া/করুণা	ফা. দর্‌দ
লোব	লোভ	সং. লুভ
নেয়াই তক্‌কো	তর্কবিতর্ক	ন্যায় তর্ক
উদ্দিশ	হুঁশ/জ্ঞান	সং. উৎ √দিশ্ + অ ভাব্বা > উদ্দেশ
বাডা	ভাগ	সং. বন্ট্ + অন ভাব বা.
তুটি/তুরুটি	ত্রুটি	সং. ত্রুটি
কাইন্‌ছা	ঘরের পিছনে	তু. কানাচ + আ প্র.
ভ্যাক ধইরগা খারাই থাহা	ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা	(সং. বেশ > ভেক + বাং. ধর + দেশি. খাড়া + ইয়া +থাকা)
মরা	মৃত্যু	সং. মৃত > প্রা. মড > বাং. মড়া
অক্‌কা	মৃত্যু	আ. আকা
চিল্‌তা	টুকরা	আ. জিলদ-চর্ম্ম > (কলার পাতার সাদৃশ্য)
উষ্টা	হোঁচট	হি. উচা > উষ্টা
পাছার	আছার	হি. পছাড়
উন্‌ডা উন্‌ডা	অল্প গরম	সং. উষ্ণত্ব > উন্‌তা > উন্‌ডা
টগ্‌বইগ্‌গা	প্রচণ্ড গরম করা	দেশিমূল/ধ্বন্যাত্মক শব্দ
গরুর আতাল	গোয়ালঘর	সং. গোরূপ + র + সং. স্থল
হিলুম	উক্কো	ফা. চিলম > ছিলিম
তাওয়া	তামাক খাওয়া আগুন রাখার পাত্র	হিং. তবা > তাও + আ প্র.
ডাহা	নির্ভেজাল	সং. দাহ
বহো	বসো	সং. উপবিশ
ভরা	খাওয়া (তুচ্ছার্থে)	সং. √ভ্র প্রা. √ভর + আ (প্র.)
ঘাড	ঘাট	সং. ঘট্ট
নাওয়া	স্নান	সং. নাহ্ √স্না + আ (প্র.)
পেরি	কাদা	অজ্ঞাতমূল
আসি	হাসি	সং. হাস্য
খোলা	বাড়ির ঢালু অংশ	আ. খলা
চার	বাঁশের সাঁকো	সং. √চর + অ (ঘঞ)-ভা. (যার উপর দিয়ে চরণ চলে)

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
হান্‌দা	খা (ক্রুধার্থে)	অজ্ঞাতমূল
কালবাড	কালভার্ট	ইং. Culvert
বিরিজ	ব্রীজ	সং. Bridge
ভেউরগা	ভেলা	সং. ভেলক
ডোঙ্গা	তালগাছের তৈরী ছোট নৌকা	তুং. ডিঙ্গি, হিং. ডেংগী
নাও	নৌকা	সং. নৌ
পানসী নাও	বিভিন্ন রকমের নৌকা	
ঢুরি নাও		
বাইচরি		
রাজাপুরী নাও		
পেনিস নাও		ইং. Pinnace
চরাড	নৌকার সমুখে ও পিছনে বসার স্থান	সং. চন্ডীপাট > চন্ডপাট > চড়াআট
লাইলন	নাইলন	ইং Nylon
গুরা	নৌকার দুই পাশের মধ্যবর্তী কাঠ	হি. গোংড়া a cross timber of a boat
ছুই/সুই	নৌকার ঢাকনা	সং. ছন্দ
বাদাম	নৌকার পাল	ফা. বাদ্‌বান
হোত	স্রোত	সং. স্রোত
ছ্যাকদে	থাম	সং. ছেদ + দে
টুঙ্গি/ টোং	জলভরা মাঠের ঘর	সং. তুঙ্গ > টঙ্গ
ব্যার	ডোবা	আ. বি'র
সইন্‌চা	ঘরের চাল বেয়ে জল পড়ার স্থান	(সং. ছাঁচ > ছাঁইচ > সাইচ + না > সাইচনা > ছইন্‌চা)
কাইন্‌চা	ঘরের পিছন	তুং কানাচ + আ প্র.

৩১. নারী মুখে ব্যবহৃত শব্দাবলী

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
লাং	স্বামী (অবৈধ প্রেমিক)	সং নগ্ন > প্রা. বা. লাঙ্গা
ভাতার	স্বামী	সং. ভর্তৃ
ছিনাল	সিনাল	আ. ছিন্নাল
ছি-ছি/থু তু	ছিঃ	অনুকার শব্দ
কালিনজিরি	খুব কালো	অজ্ঞাতমূল
প্যাড	গর্ভ	দেশিমূল

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
পোয়াতি	গর্ভবতী	সং. পোতবতী
লাজ	লজ্জা	সং. লজ্জা
বেমানী	লজ্জাহীন	ফা. বে + মানী
উষ্টা	হোঁচট	হি. উচা
চিলা	এক টুকরো	চিল্‌তা আ. জিলদ-চর্ম্ম > চলত্ত
হাচা	সত্যি	সং. সৎ + য > সত্য > সাঁচা
হয়তান	শয়তান	আ. শৈতান
ঢ্যামনা	বকা বিশেষ	দেশিমূল
বান্দশুগা	বকা বিশেষ	অজ্ঞাতমূল
রারি	বিধবা	সং. রন্ডা
ভগমান	ভগবান	সং. ভগবৎ
পিরিত	ভালোবাসা	সং. প্রীতি
লাং মারানো	অবৈধ প্রেম	সং. নগ্ন > প্রা. বা. নাঙ্গী + মারানো
চিগানো	বিকৃত হাসি	অজ্ঞাতমূল
ভ্যাট্‌কানো	হাসি	অজ্ঞাতমূল/ভ্যাট (ফাঁক) + আনো
গলনি	গায়ে পড়া	দেশিমূল -ঢল > ঢলনি > গলনি
সাউগারী	অহেতুক মাতব্বরী করা	(সং. শাউ + কর + ই (প্র.) > শাউকরি > সাউগারী)
লেতুর	সারি সারি	সং. লাঙ্গুল > লেগুড় > লেতুর
ঘিন্‌না	ঘৃণা	সং. ঘৃণার্হ
অ্যাঙ্গাটানা	অবিরাম কান্না	অজ্ঞাতমূল
কাহিল	রোগা	আ. কাহিল
চুন্‌নি	চোরা স্বভাব	দেশিমূল-চৌরনী
জিরানো	বিশ্রাম	আ. জরী আন্‌ > জিরান
হোনছ	শুনছ	সং. শ্রু + ক্ত কর্ম বা. > শুনেছ
হোনা	শোনা	(সং. শ্রু + অন ভাব বা./ শ্রবণ > শোনা)
চোপা	মুখ	সং. চুব্র
ঝগ্‌রুইড্‌গা	ঝগরুটে	সং. ঝকট > ঝগরা, হি. ঝগড়া > ঝগরুটে (বি.)
চিহ্ন	চিকন	সং. চিক্কন > চিকন > চিকনা/ চিহ্ন
গোমরামুখী	রাগী মুখ	ফা. গুম + রা (যে মুখ)

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
জ্বাল	জা	সং. যাতা > প্রা. জাউয়া, হি. জা (+ ল)
নোনোদ	ননদ	(সং. ননন্দা > প্রা. ণণংদা, হি. ননংদ)
নুইন্‌গা-জামাই	ননদ-জামাই	সং. ননন্দা + এর জামাই
ভাশুর	স্বামীর বড় ভাই	সং. ভ্রাতৃশ্বশুর
ঠোন্‌না	ঠোকনা	হি. ঠোঁগনা > ঠোকনা > ঠোন্‌না
বেনী	বেণী	সং. বেনীবন্ধন
বিলু দেওয়া	কেশ বিন্যাস	বিলি > বিলু
ডোলাঝারা পোলা	সর্বশেষ ছেলে	অজ্ঞাতমূল
বাজা	নিঃসন্তানা	সং. বন্ধ + য. কর্ম বা. > বন্ধ্যা > বাজা
অহুচ	অশৌচ	সং. অশুচি + অ (অণ্)
সেউড্‌গা বয়স	কম বয়সী	অজ্ঞাতমূল
টোনকাডা/ঠাট্‌টা	টিটকারী	সং. টট্টরী
ফাসিফুসি	মৃদু স্বরে কথা বলা	মারাঠী ফাস > ফাসি + হি. ফুস > ফুসি
খামেকা	খামোখা	ফা. খামহখাহ/খাহনখাহ্
মিন্‌সে	পুরুষ (স্বামী)	সং. মনুষ্য
চ্যাংগোর	রসিক/চেংড়া	হি. চাঁগলা, ঠী. চাংগলা

৩২. সময় নির্দেশক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
অন্‌টাইম	অসময়	ইং. Ontime
হাপব্যালা	অর্ধেকদিন	ইং. Half + সং. বেলা
হকাল	সকাল	সং. ঊষকাল > বাং. সক্কাল > সকাল
বেইন্‌গ্যাস সোমায় বেয়ানে	খুব ভোরবেলা	সং. বিভান > বিহান + বেলা
ওকত্তো	সময়	আ. বক্‌ত্
বেইন্‌গা রাইত	ভোর রাত	সং. বিভান > বেয়ান > বেইন্‌গা
রাইত	রাত	সং. রাত্রি
ব্যালা	সূর্য	সং. বেলা
দুফার	দুপুর	সং. দ্বিপ্রহর
বিয়াল	বিকেল	সং. বিকাল
সনদা ব্যালা	সন্ধ্যা বেলা	সং. সম্ + ধ্যে > সন্ধ্যা + বেলা

৩৩. মাস নির্দেশক শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
বৈশাক	বৈশাখ	সং. বিশাখা + অ
জৈষ্ট	জৈষ্ঠ্য	সং. জৈষ্ঠ্য
আশার	আষাঢ়	সং. আষাঢ়
শেরাবন	শ্রাবণ	সং. শ্রাবণ
ভাদ্দর/ভাদ্‌দোর	ভাদ্র	সং. ভাদ্র
আশ্‌শিন	আশ্বিন	সং. আশ্বিন
কার্‌তিক	কার্ত্তিক	সং. কার্ত্তিক
অগ্‌রান	অগ্রহায়ণ	সং. অগ্রহায়ণ
পউশ	পৌষ	সং. পৌষ
মাগ	মাঘ	সং. মাঘী
ফাল্‌গুন	ফাল্গুন	সং. ফাল্গুন
চত্‌তির	চৈত্র	সং. চৈত্র

৩৪. বারের নাম

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
রইব্‌বার	রবিবার	সং. রবিবার
হোম্‌বার	সোমবার	সং. সোমবার
মোঙ্গলবার	মঙ্গলবার	সং. মঙ্গলবার
বুদ্‌বার	বুধবার	সং. বুধবার
বিস্‌সইদ্‌বার	বৃহস্পতিবার	সং. বৃহস্পতিবার
শুক্‌কুর্‌বার	শুক্রবার	সং. শুক্রবার
শনিবার	শনিবার	সং. শনিবার

৩৫. ভগ্নাংশ সংখ্যা শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
পোওয়া	পোয়া	সং. পাদ
শিহি	সিকি	আ. সিক্কহ্/হি. সূকা
চাইরআনা	চারআনা	সং. চতুর + আনা
আদলি	আধুলি	গু. আধালী, অস. আধলি
পোনে	পৌনে	সং. সপাদ
দ্যার	দেড়	সং. দ্বার্পাদ্ধ > ডেড় > দেড় > দ্যার

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
হারে	সাড়ে	সং. সার্ধ
আরোই	আড়াই	সং. অর্ধতৃতীয়
আদা	অর্ধেক/আধা	সং. অর্দ্ধ > আধা > আদা

৩৬. সংখ্যা শব্দ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
এ্যাক	এক	সং. এক
দুই/দু	দুই	সং. দ্বি > প্রা. বাং. দুই
তিন্	তিন	সং. ত্রি, ত্রীণি > প্রা. তিন্নি >
চাইর	চার	সং. চতুর , চত্বারি > প্রা. চত্তার > চারি
পাচ/পাশ	পাঁচ	সং. পঞ্চন > প্রা. পংচ > পাঁচ
ছয়	ছয়	সং. ষট্
সাত্	সাত	সং. সপ্তন্ > প্রা. সত্ত > সাত
আড/আশতো	আট	সং. অষ্ট > প্রা. অট্ঠ > বাং. আঠ
নয়/ন	নয়	সং. নব > প্রা. ণঅ > বাং. নয়
দশ	দশ	সং. দশ
অ্যাগারো	এগার	সং. একাদশ
বারো	বার	সং. দ্বাদশ
ত্যারো	তেরো	সং. ত্রয়োদশ
চইদ্দ/চৈদ্দ	চৌদ্দ	সং. চতুর্দশ
পোনারো	পনেরো	সং.পঞ্চাদশ
শোলো	ষোল	সং. ষোড়শ
সতারো	সতেরো	সং. সপ্তদশ
আঠারো/আডারো	আঠারো	সং. অষ্টাদশ
উন্‌নিশ	ঊনিশ	সং. একোনবিংশতি
কুরি	বিশ	সং. বিংশতি
এ্যাকইশ	একুশ	সং. একবিংশতি
বাইশ	বাইশ	সং. দ্বাবিংশতি
তেইশ	তেইশ	সং. ত্রয়োবিংশতি
চব্‌বিশ	চব্বিশ	সং. চতুর্বিংশতি
পোচিশ/পোশি্শ	পঁচিশ	সং. পঞ্চবিংশতি
ছাব্‌বিশ	ছাব্বিশ	সং. ষড়বিংশতি

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
সাতাইশ	সাতাশ	সং. সপ্তবিংশতি
আঠাইশ	আঠাশ	সং. অষ্টাবিংশতি
উনোতিরিশ	উনত্রিশ	সং. ঊনত্রিংশৎ/সং. একোনত্রিংশৎ
তিরিশ	ত্রিশ	সং. ত্রিংশৎ
অ্যাকোত্তিরিশ	একত্রিশ	একত্রিংশৎ
বোত্তিরিশ	বত্রিশ	সং. দ্বাত্রিংশতি
তেত্তিরিশ	তেত্রিশ	সং. ত্রয়োস্ত্রিংশৎ
চৌতিরিশ	চৌত্রিশ	সং. চতুস্ত্রিংশৎ
পয়তিরিশ	পঁয়ত্রিশ	সং. পঞ্চত্রিংশৎ
ছয়তিরিশ	ছত্রিশ	সং. ষট্ত্রিংশৎ
সাত্তিরিশ	সাঁয়ত্রিশ	সং. সপ্তস্ত্রিংশৎ
আট্তিরিশ	আটত্রিশ	সং. অষ্টাত্রিংশৎ
উন্চল্লিশ	ঊনচল্লিশ	সং. ঊনচত্বারিংশৎ/একোনচত্বারিংশৎ
চল্লিশ	চল্লিশ	সং. চত্বারিংশৎ
অ্যাকচল্লিশ	একচল্লিশ	সং. একচত্বারিংশৎ
বেয়াল্লিশ	বিয়াল্লিশ	সং. দ্বিতত্বারিংশৎ
তেতাল্লিশ	তেতাল্লিশ	সং. ত্রিচত্বারিংশৎ
চৌচল্লিশ	চুয়াল্লিশ	সং. চতুশ্চত্বারিংশৎ
পাচ্চল্লিশ	পয়তাল্লিশ	সং. পঞ্চচত্বারিংশৎ
ছেল্লিশ	ছেচল্লিশ	সং. ষট্চত্বারিংশৎ
সাত্চল্লিশ	সাতচল্লিশ	সং. সপ্তচত্বারিংশৎ
আট্চল্লিশ	আটচল্লিশ	সং. অষ্ট চত্বারিংশৎ
উনোপন্চাশ	উনপঞ্চাশ	সং. ঊন পঞ্চাশৎ/একোনপঞ্চাশৎ
পন্চাশ	পঞ্চাশ	সং. পঞ্চাশৎ
অ্যাকন্নো	একান্ন	সং. একপঞ্চাশৎ
বাওয়ান্নো	বাহান্ন	সং. দ্বিপঞ্চাশৎ
তেপ্পান্নো	তেপান্ন	সং. ত্রি পঞ্চাশৎ
চুয়ান্নো	চুয়ান্ন	সং. চতুরপঞ্চাশৎ
পন্চান্নো/পাচ্পন্চাশ	পঞ্চান্ন	সং. পঞ্চ পঞ্চাশৎ
ছাপ্পান্ন	ছাপান্ন	সং. ষট্ পঞ্চাশৎ
সাত্পন্চাশ	সাতান্ন	সং. সপ্ত পঞ্চাশৎ
আট্পন্চাশ	আটান্ন	সং. অষ্ট পঞ্চাশৎ

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
উন্‌সাইট	ঊনষাট	সং. ঊনষষ্টি/একোনষষ্টি
সাইট	ষাট	সং. ষষ্টি
অ্যাকসাট্‌টি	একষট্টি	সং. একষষ্টি
বাসাট্‌টি	বাষট্টি	সং. দ্বাষষ্টি
তেসাট্‌টি	তেষট্টি	সং. ত্রিষষ্টি
চৌসাট্‌টি	চৌষট্টি	সং. চতুঃষষ্টি
পয়সাট্‌টি	পঁয়ষট্টি	সং. পঞ্চষষ্টি
ছেসাট্‌টি	ছেষট্টি	সং. ষট্‌ষষ্টি
সাসাট্‌টি	সাতষট্টি	সং. সপ্তষষ্টি
আরসাট্‌টি	আটষট্টি	সং. অষ্টষষ্টি
উনসত্তইর	উনসত্তর	সং. ঊনসপ্ততি/একোনসপ্ততি
সত্তইর	সত্তর	সং. সপ্ততি
অ্যাকাত্তইর	একাত্তর	সং. এক সপ্ততি
বাহাত্তইর	বাহাত্তর	সং. দ্বাসপ্ততি
তেহাত্তইর	তেয়াত্তর	সং. ত্রি সপ্ততি
চৌহাত্তইর	চুয়াত্তর	সং. চতুঃ সপ্ততি
পচাত্তইর	পঁচাত্তর	সং. পঞ্চ সপ্ততি
সিয়াত্তইর	ছিয়াত্তর	সং. ষট্‌ সপ্ততি
সাতাত্তইর	সাতাত্তর	সং. সপ্ত সপ্ততি
আটাত্তইর	আটাত্তর	সং. অষ্ট সপ্ততি
উনোআশি	ঊনআশি	সং. ঊন অশীতি/একোনাশীতি
আশি	আশি	সং. অশীতি
অ্যাক্‌আশি	একাশি	সং. একাশীতি
বের্‌আশি	বিরাশি	সং. দ্বি-অশীতি
তের্‌আশি	তিরাশি	সং. ত্র্যশীতি
চৌরাশি	চুরাশি	সং. চতুরশীতি
পশ্‌আশি	পঁচাশি	সং. পঞ্চশীতি
ছেআশি	ছিয়াশি	সং. ষড় শীতি
সাত্‌আশি	সপ্তাশি	সং. সপ্তাশীতি
আট্‌আশি	আটাশি	সং. অষ্টাশীতি
উনোনব্বই	উননব্বই	সং. ঊননবতি/একোননবতি
নব্বই/নব্যই	নব্বই	সং. নবতি

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	মান্য চলিতে	উৎস
অ্যাকানব্বই	একানব্বই	সং. একনবতি
বেরানব্বই	বিরানব্বই	সং. দ্বি নবতি
তেরানব্বই	তিরানব্বই	সং. ত্রিনবতি
চৌরানব্বই	চুরানব্বই	সং. চতুর্নবতী
পচানব্বই	পঁচানব্বই	সং. পঞ্চনবতি
ছিয়ানব্বই	ছিয়ানব্বই	সং. ষট্নবতি
সাতানব্বই	সাতানব্বই	সং. সপ্তনবতি
আডানব্বই	আটানব্বই	সং. অষ্টনবতি
নিরানব্বই	নিরানব্বই	সং. নবনবতি
অ্যাকশো, শ	একশ	সং. শতম্

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাগার্থতত্ত্ব (Semantics)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাগার্থতত্ত্ব বা শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা পরিবর্তিত হয়। আর এই পরিবর্তন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের মধ্যে লক্ষ করা যায়। আমাদের আলোচ্য উপভাষাতেও তা লক্ষণীয় ভাবে চোখে পড়ে। নানাবিধ কারণে শব্দের এই পরিবর্তন ঘটে থাকে। শব্দের অর্থ বিস্তার, অর্থ সংকোচ ও অর্থ সংশ্লেষ বা অর্থ সংক্রমের বিবর্তনও এই উপভাষায় বিদ্যমান। কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকেই এই পরিবর্তন ঘটে তা নয়। মান্য চলিতের পরিপ্রেক্ষিতেও এই উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দ গুলি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে। নিম্নে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণ ও ধারাগুলি উদাহরণ সহযোগে উল্লেখ করা হলো —

১. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

১. ১. আলঙ্কারিক প্রয়োগ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধায় অর্থের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তার মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ অর্থ (বাচ্যার্থ) এবং একটি ভাবার্থ ব্যক্ত হয়ে থাকে। যেমন —

'অ্যাক কলস দুদে অ্যাক ফোডা চেনা।' (বাচ্যার্থ - এক কলসি দুধে এক ফোঁটা গোমূত্র)। এখানে চোনা (চেনা বা গোমূত্র) শব্দটি দিয়ে খারাপ কাজকে বোঝানো হচ্ছে।

'কানা বগে বিল নষ্ট।' - এখানে 'কানা' শব্দটির সাধারণ অর্থ অন্ধ। কিন্তু ভাবার্থে মানুষের স্বভাব ও ব্যবহারকে বোঝানো হয়েছে। আর যে ব্যবহার মানুষের কিংবা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ও অমঙ্গল তাকেই 'কানা' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

'কাউয়ার ঠোড কাইড্‌গা দিলেও লাজ অয় না।' - 'কাউয়ার ঠোড' -এর সাধারণ অর্থ - কাকের ঠোট কিন্তু এর ভাবার্থ লজ্জাহীনা।

'কাউয়ার গলায় হবরি কলা'। সাধারণ অর্থ কাকের গলে সরবি কলা। উল্লেখিত প্রবাদটিতে 'কাউয়া' শব্দের দ্বারা অযোগ্য কিংবা অপাত্র বরকে বোঝাচ্ছে এবং 'হবরি কলা' দ্বারা সুন্দরী কিংবা গুণবতী পাত্রী কিংবা কন্যাকে বোঝানো হচ্ছে।

'মোহে কয় হরি হরি, রাতে করে গরু চুরি।' সাধারণ অর্থ - দিবালোকে সদা সর্বদা মুখে হরি নাম করে। রাত্রে তিনিই গরু চুরি করেন। ভাবার্থে - জনসমক্ষে সদা সাধুর ভাব এমনকি মুখ থেকে হরিনাম কখনো ছাড়েন না, অথচ রাতের অন্ধকারে (গরু চুরি) সমস্ত রকমের অপরাধমূলক ক্রিয়া কলাপ করে থাকেন এমন বৈশিষ্ট্য বুঝাতে 'গরু চুরি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

'বাওনের শতেক মোত্তর, পাডার অ্যাক কান ঝারা।' - প্রবাদটির 'পাডা' শব্দটির বাচ্যার্থ - পাঁঠা কিন্তু এর ভাবার্থ অসৎ ব্যক্তি। যেখানে শব্দটি তার মৌল অর্থ ছড়িয়ে একটি নতুন অর্থ প্রতিপন্ন করছে।

'আগা আছে, পাছা আছে মাজখানে নাই।' - ধাঁধাটির 'নাই' শব্দটির সাধারণ অর্থ নেই কিন্তু এর ভাবার্থ 'নাভি'।

'কালো কিষ্ণো জলে ভাসে আর নাই তার মাংশু আছে' - ধাঁধাটিতে 'কালো কিষ্ণো' শব্দটির দ্বারা সাধারণ ভাবে কৃষ্ণকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু ভাবার্থ - কালো রংঙের জলজ জোঁককে বোঝাচ্ছে। এখানে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার প্রয়োগ হয়েছে - কৃষ্ণের কালো রং এর সঙ্গে জোঁকের কালো রং এর তুলনা করা হয়েছে।

এমন বহু উদাহরণ এখানে প্রচলিত প্রবাদ ও ধাঁধা থেকে দেওয়া যায়।

১. ২. সৌজন্য ও সুভাষাণ রীতি

জি - শব্দটি সংস্কৃত 'জীব' শব্দ থেকে আগত। তবে এই উপভাষায় হ্যাঁ/yes অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যেমন — শিক্ষক বললেন — 'রোল নাম্বার ওয়ান? — জি সার।'

'বিনু আইজ ইচ্কুলে গেছিলি? — জি।'

কিষান/কিশান - শব্দটি সংস্কৃত 'কৃষাণ' শব্দজাত। সাধারণ অর্থ চাষী বা জমিতে চাষের কাজ করে যারা। কিন্তু শব্দটি হেয় কাজ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। 'কিশান' শব্দের সমার্থক হিসেবে 'বদলা' শব্দটিকে ব্যবহার করেন এখানকার মানুষ।

'খালি ভাত' কেবল বা শুধু অর্থের শব্দটি আরবি 'খালী' শব্দজাত। সম্ভ্রান্ত কিংবা গরিব বাড়িতে কাউকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো সময় বিনয়ের সুরে বলে থাকেন 'খাবা কইলোম খালিভাত।' অথচ সেই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে নিরামিষ, আমিষ এমনকি মাংস ও থাকতে পারে। সব থাকা সত্বেও 'খালি খাও' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এখানে লক্ষণীয় শব্দটি তার নিজস্ব আভিধানিক অর্থ হারিয়ে বরং বিনয়ের ভাব প্রকাশ করছে।

'দুইডা' শব্দটি সংখ্যা শব্দ (Cardinal Number)। 'ওমা দুইডা ভাত দ্যাও'। এখানে দুটো (1+1=2) সংখ্যাকে না বুঝিয়ে বহু সংখ্যক ভাতকে দেওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

১. ৩. বাক্যাংশের অর্থ সংহতি

ভাষা ব্যবহারে অনেক সময় একটা শব্দ গুচ্ছের সম্পূর্ণটা ব্যবহার না করে তার অংশ বা অংশ বিশেষের দ্বারা সেই শব্দগুচ্ছের ভাব প্রকাশ করা হয়।

আমাদের আলোচ্য উপভাষার বাগ্‌রীতিতেও তা লক্ষ করা যায়। যেমন —

১. 'ঝোলটোল' — এখানে 'টোল' অংশটির দ্বারা - ঝোলের মধ্যেকার মাছ, মাংস বা অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যকে বোঝাচ্ছে।

২. 'তোমরা কি জাত্রা -টাত্‌রা হোনতে জাও নাহি?' — এখানে 'টাত্‌রা' অংশটির দ্বারা গান বা অভিনয় সম্বন্ধীয় যে কোনো অনুষ্ঠানকে বোঝানো হচ্ছে।

৩. 'ব্যারা-ঠ্যারা' - এখানে 'ঠ্যারা' অংশটির দ্বারা প্রাচীর জাতীয় যে কোনো আবেষ্টনীকেই বোঝাচ্ছে।

১. ৪. লৈঙ্গিক সংস্রব

লিঙ্গ ভেদে আলোচ্য উপভাষায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন লক্ষণীয় ভাবে চোখে পড়ে।

১. 'লক্‌কি ছারা' (লক্ষ্মী ছাড়া) শব্দটি ছেলেদের ক্ষেত্রে অধিকতর - দুষ্টুমি অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাভক্তি কিংবা বিনয়ের অভাবকে বোঝায়।

২. 'প্যাড' — শব্দটি পুরুষের ক্ষেত্রে পেটকে বা উদরকে বোঝালেও নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভবতীকে বোঝানো হয়।

৩. 'খাতির' — শব্দটি আরবি খাত্‌র শব্দজাত। পুরুষের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব বা সুসম্পর্ক অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কের ভাবব্যঞ্জনাই প্রকাশ পায়।

৪. 'দেমাক' — পুরুষদের ক্ষেত্রে শব্দটি সাহসিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে অভিমান বা অহঙ্কার প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ছেলেদের ক্ষেত্রে - 'দ্যাক ভুলু বেশি দেমাক দ্যাহানো ভালো না।'

মেয়েদের ক্ষেত্রে - 'দ্যাহো তো মাইয়াডার দেমাক কত।'

১. ৫. সংস্কারজাত বাচনিক নিষিদ্ধতা

সাধারণ লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের ফলে অনেক সময় অশুভ ও বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণে বিধি নিষেধ লক্ষ করা যায়। এর ফলে নতুন শব্দ ব্যবহার করা হয় এতে অর্থ বিস্তার বা অর্থ পরিবর্তন এই উপভাষায়ও লক্ষ করা যায়। নিম্নে আলাদা আলাদা শিরোনামে তা উল্লেখ করা হলো —

ক. লোকবিশ্বাসজাত বাচনিকনিষিদ্ধতা

১. চুন — দই

এখানকার মানুষের বিশ্বাস রাত্রি বেলা (চুন) বললে অমঙ্গল হয় তাই চুনকে দই বলে। এমন কি 'চুন' উচ্চারণ করলেও গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

২. হলুদ — রাংতা

রাত্রিকালে হলুদ উচ্চারণ করলে নারীদের ভালো চোখে দেখা হয় না। সেই কারণে তারা হলুদকে 'রাংতা' বলে উচ্চারণ করে থাকে।

৩. গুটি বসন্তরোগ — নুন্‌তি কিংবা মায়ের দয়া

এই রোগটি অতি ভয়ঙ্কর একটি রোগ যার নাম শুনলে গ্রাম শুদ্ধ আতঙ্ক গ্রস্থ হয়ে পড়তেন সেই কারণে মানুষ এই রোগটিকে অন্য নামে ডাকার প্রচলন করেন।

৪. লবন — চিনি

রাত্রি বেলা নুন/লবন চুরি পর্যন্ত হয় না এমন একটা বিশ্বাস মানুষের আছে। তাই লবন না থাকলে কারো কাছে ধার করতে গেলে লবন বললে একটা হীন অবস্থার প্রকাশ পায় এবং সেই পরিবারের প্রতি অবজ্ঞায় মানুষ মুখ ঢাকে, তাই তার বদলে 'চিনি' বলার প্রচলন এখানে দেখা যায়।

৫. মৃত্যু — উইড্‌গা জাওয়া, চইল্‌গা জাওয়া

মৃত্যু একটা অপ্রত্যাশিত চিরসত্য বিষয় তবু মানুষ মরতে চায় না। সেই মৃত্যু ভয়কে দূরে রাখার জন্য মানুষ মৃত্যুর বদলে, 'উইড্‌গা জাওয়া', 'চইল্‌গা জাওয়া' দেহ রাখা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

৬. হাপ (সাপ) — লতা

রাত্রি বেলা সাপকে লতা বা অন্য নামে ডাকলে তার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাস থেকেই অন্য নামে ডাকার প্রচলন বলে শোনা যায়।

খ. সমাজ-সংস্কারজাত বাচনিকনিষিদ্ধতা

আমাদের সমাজে বহু কুসংস্কার আজও আমরা বয়ে চলেছি। মান্য চলিতে কথা বলা মানুষও কম-বেশি কুসংস্কার কিংবা সমাজের কিছু কিছু অবিশ্বাস্য রীতি-নীতি মেনে চলেন একথা ভ্রান্ত নয়। আমাদের আলোচ্য আঞ্চলের মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন—

বিবাহিত নারীদের স্বামীর নাম উচ্চারণ করা অমঙ্গলজনক। এছাড়া

বিবাহিত রমণীদের হাতের শঙ্খ কোনো কারণে ভেঙ্গে গেলে সেই শুন্য হাত কাউকে দেখানো হয় না। এতে তাঁর স্বামীর অমঙ্গল হয়। এমন বিশ্বাস আজও প্রচলিত।

স্বামীর পূর্বে স্ত্রীর না খাওয়া, বিধবা কিংবা সন্তানহীনা রমণীর কোনো শুভ কাজে যোগদান না করা এমন বহু সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলার প্রবণতা এখানে প্রচলিত আছে।

স্ত্রী কিংবা সন্তান হীনা মেয়েদের এবং মেয়ে সন্তানদের স্বামীর সম্পত্তিতে কিংবা পিতার সম্পত্তিতে অংশ নেওয়ার আইনগত কিংবা সামাজিক কোনো অধিকার নেই। — এমন বহু সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার এখানকার মানুষ মনে প্রাণে মেনে চলেন।

গ. নামকরণে অন্ধসংস্কার

একাধিক সন্তানের বাবা-মা আর সন্তান না নিতে চাওয়ার পরেও সন্তান হলে নাম রাখার মধ্যেই সেটা প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য স্বাভাবিকভাবে সন্তান হওয়া কেউই প্রায় বন্ধ করে না, পাছে ধর্মনষ্ট হয় এই বিশ্বাস থেকে। যেমন — সমাপ্তি, আর নয় > আন্না, ইতি প্রভৃতি। আবার ছেলে সন্তানের জন্য যত মেয়েই হোক না কেন সে ক্ষেত্রে তাদরে 'অনিচ্ছা' কিংবা 'ইতি' নাম কখনোই রাখা হয় না, পাছে সন্তান হওয়া বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়ে।

নাম রাখার মধ্য দিয়ে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান অনুধাবন করা যায়। যেমন — পেল্লাদ, দুঃখীরাম, অভাগী, ভ্যাদোর ইত্যাদি। আর্থিক অবস্থার উন্নতি নাম রাখার সাথে যুক্ত সেই বিশ্বাসে দেব-দেবীর নামে মানুষের নাম রাখার প্রবণতা প্রচুর লক্ষ করা যায়। যেমন — নারায়ণ > নারান, জগৎপতি > জগবন্ধু, জগন্নাত, দুঃখকষ্ট হরণ করেন ভগবান > হরেন, শান্‌তি, জয়া, বিজয়া, সরসতি, দুর্‌গা, কালি ইত্যাদি।

এছাড়া আচার-আচরণ, স্বভাব, দেহের রং ও গঠনের পরিপ্রেক্ষিতেও মানুষের নামকরণ করা হয়। যেমন —

কাইল্‌গা	—	গায়ের রং কালো বলে এই নাম।
ধলু	—	গায়ের রং ফর্সা/ধবল থেকে এই নাম।
বুচি	—	বুদ্ধি কম বলে এই নাম।
মরাই	—	জন্ম থেকে অসুস্থ বলে। এবং ঐ অর্থে মরু।
কালু	—	গায়ের রং কালো বলে এই নাম।
কলি	—	কলি যুগের স্বভাব যুক্ত বলে, এই নাম।
মায়া	—	মমতাময়ী বৈশিষ্ট্য যুক্ত বলে।
দয়া	—	দয়া-মায়া, বৈশিষ্ট্য যুক্ত বলে।
ভুড়ু/ভুইড্‌গা	—	মোটা অর্থে এই নাম।

এমন শত শত উদাহরণ এই উপভাষায় লক্ষ করা যায়।

১.৬. ভাবাবেগ জনিত অর্থ পরিবর্তন

ভাবাবেগের জন্য অনেক সময় শব্দের মৌলিক অর্থ পাল্টে যায়, অবশ্য এই পরিবর্তন সাময়িক। যেমন — 'মাগি' শব্দটি স্ত্রী লোক অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রাগান্বিত অবস্থায় 'মাগী' শব্দটি গালি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমন কি ' ি'-কার এর বদলে 'ী'-কার হয়ে যায়। অর্থাৎ অন্ত্য ধ্বনিতে জোর দেওয়া হয়।

এমনি 'হালা' (শ্যালক) এবং 'হালি' (শালি) শব্দ দুটির মৌলিক অর্থ-স্ত্রীর ভ্রাতা ও ভগ্নি। কিন্তু ক্রোধের বশে 'হালা' ও 'হালি' শব্দ দুটি মৌল অর্থ হারিয়ে নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঘুঘু > 'ঘুগু' শব্দটির অর্থ এক প্রকার পাখি। কিন্তু জটিল ও কু-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আচরণ বোঝাতে বর্তমানে 'ঘুগু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

এগুলি ছাড়াও মান্য চলিতের মতো কিছু কিছু শব্দের অর্থ পরিবর্তন চোখে পড়ে। যেমন — বয়স্ক > বয়েচ্‌তা শব্দটির অর্থ ছিল বয়স্ক যে কোনো মানুষ, কিন্তু 'বয়েচ্‌তা' শব্দটি দ্বারা বর্তমানে কেবল মাত্র অবিবাহিত অর্থাৎ আইবুড়ো মেয়েদেরকেই বোঝায়। উল্লেখ্য এখানে শব্দটির অর্থ সংকোচ ঘটেছে।

'ঝি' — শব্দটির অর্থ মেয়ে মানুষ কিন্তু এই উপভাষায় কেবলমাত্র কাজ করার জন্য নিযুক্ত মেয়েকেই 'ঝি' শব্দের দ্বারা বোঝায়। এক্ষেত্রেও শব্দটির অর্থ সংকোচ ঘটেছে।

'লাকরি' — শব্দটি হিন্দী লকড়ী শব্দ জাত। যা দ্বারা কাঠের জ্বালানিকে বোঝাতো। এখন অর্থ প্রসারে ফলে পাতা, নাড়া, বাঁশের তৈরি এই জাতীয় সমস্ত জ্বালানিকে বোঝায়।

১. ৭. সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ পার্থক্য

মান্য চলিতের সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার এই উপভাষাতেও উল্লেখযোগ্য ভাবে চোখে পড়ে। যেমন —

আমল	-	যুগ, কাল	হেই আমলের কতা আর কইও না।
আমল	-	কর্ণপাত না কয়া	পোলাডা কোনো কতায় আমল দেয় না।

আল	-	জমির সীমানা	আইল দিয়্যা আডিস না।
আল	-	হুল	বল্লায় মোরে আল দিছে।
কাল	-	সময়	গ্যালো কাইল ইচ্কুলে জাই নাই।
কাল	-	ঠাণ্ডা	ওমা কি কাল পরছে।
কলিজা > কইল্জা	-	মেটে	কইল্জা খাওয়া ভালো।
কলিজা > কইল্জা	-	প্রাণ	পোলা তো না ওয়ার কইল্জা।
খাড	-	খাট	খাডের উপায় বহিছ না।
খাড	-	কষ্ট করা	জমিতে গ্যালে ঠাহুর ভাই জম্মের খাডা খাডে।
গা	-	শরীর	ওলো অ্যাহোন গা তোল।
গা	-	গ্রাম	ধু-ধু করে গা হান।
গা	-	মন দেওয়া	কামে গা লাগা।
গা	-	গান গাওয়া	নিরু গানডা গা দেহি।
ঘাডা	-	নড়াচড়া করা	বইগুল্যন ঘাডা ঘাডি হরিস না।
ঘাডা	-	জ্বালানো/বিরক্ত করানো	ওয়ারে বেশি ঘাডা ভালো না।
চাল	-	ধানের শ্বাঁস	ঘরে চাল বারন্ত।
চাল	-	ঘরের ছাউনি	ঘরের চাল দিয়া জল পরে।
চাল	-	খেলার চাল	বিশ্বনাথ আনন্দ দাবায় ভালা চাল দেয়।
চাল	-	বুদ্ধির খেলা	নলুর চাল বোজা দায়।
জাল	-	মাছ ধরার যন্ত্র	আইজ পহিরে জাল খ্যাওয়ামু।
জাল	-	নকল	আইজ কাইল ব্যাঙ্কেও জাল নোট দ্যায়।
জাল	-	খপ্পর	ওয়ার জালে পরিস না।
জাল	-	জ্বালানো	আহালে জাল দে।
জুইত/যুত	-	কায়দা	জুইত মতন আটকা।
জুইত/যুত	-	লাভ	কারবারে জুইত নাই।
জুইত/যুত	-	আরাম	জুইত কইরগা বয়।
জুইত/যুত	-	উপযুক্ত	বিষ্টিডা জুইত মত অইছে।

টাই	-	গলার টাই	তুই আবার টাই পরছ?
টাই	-	সমান সমান	খ্যালায় টাই অইছে।
টাই	-	অর্থ সংহতি	মুই অ্যাহোনো খাই-টাই নাই।
ঠাই	-	থৈ	পহিরের জলে ঠাই পাবি না।
ঠাই	-	উচুউচু	অ্যাক ঠাই ভাত দিছে।
ঠাই	-	আস্তানা/ঠিকানা	পোলাডার কোতায়ও ঠাই নাই।
ডাইল	-	দানা শস্য/ডাল	ডাইল না অইলে খাওয়া জায় না।
ডাইল	-	কিছুই না	আরাইছে তোমার ডাইল।
তিল	-	তিল শস্য	তিলে ত্যাল অয়।
তিল	-	কালো ছোট দাগ	তোর হারা গায় তিল।
তিল	-	ছোট অর্থে	ম্যালায় অ্যাতো লোক তিল পরতে জাগা নাই।
			তিল তিল হইর্‌গা বারিডা বানাইছি।
ত্যাল	-	তেল	আডেত্যা ত্যাল আইন্‌গো।
ত্যাল	-	তেজ	তোমার বেশ ত্যাল অইয়া গ্যাছে।
ত্যাল	-	মাতামাতি	ত্যালা ত্যেলি কম হর।
থ্যাতা	-	পিষানো	আদাডা ভালো হইর্‌গা থ্যাতা হর।
থ্যাতা	-	লজ্জাহীন	পোলাডা বর থ্যাতা।
থ্যাতা	-	তোতলা	থ্যাতাইয়া কতা কও ক্যান?
থ্যাতা	-	একগুঁয়ে	তোর থ্যাতামি গ্যালো না।
দারা	-	দন্ডায়মান	তুই দারা মুইও জামু।
দারা	-	ধারা	তোর কামের কোনো দারা নাই।
দারা	-	উচু স্থান	দারায় দারায় জাইস।
দারা	-	স্ত্রী-সম্পর্ক	দারা-পুত্র-পরিবার কেউ কারো নয়।
ধার	-	ঋণ করা	নলু ধারে জরজরিত।
ধার	-	নদীর কূল	নদীর ধার দিয়া নাও নিস।
ধার	-	নিজ সীমানার স্থান	মোগে ধারে অ্যাটট্যু আহিস।
ধার	-	ধারালো	গাচ কাটতে দাওতে ধার লাগে।

ধার	-	কাছে	পোলাডা কামের ধারেও জায় না।
নারা	-	বিচালি	নারাগুলা উডা।
নারা	-	নাড়ানো	জলে নারা দিস না।
পার	-	শাড়ীর কিনারা	শারীহানের পার কি সুন্দার।
পাড়	-	নামানো	নাইরকোলডা পার।
পার	-	আড় কাঠ	ঘরে পার লাগানো দরকার।
পার	-	অতিক্রম	এবার তুই পরিক্খায় পার পাইলি।
পার	-	কিনারা	নদীর পার জাইস্ না।
পাকা > পাহা	-	পক্ক	আমগুলা পাহা নাহি দ্যাক্তো।
পাকা > পাহা	-	দুষ্টু	পোলাডা খুব পাহা।
পাকা > পাহা	-	ওস্তাদ	ও যে কোনো কামে পাহা।
পাকা > পাহা	-	শক্ত	এবার ঘর হান পাহা-পোক্তো অইছে।
পাকা > পাহা	-	সিমেন্ট বালি দিয়ে মেঝ করা	পুলিন ঘর পাহা হরসে।
ফ্যার	-	দাঁড়িপাল্লার অসমতা	পাল্লার ফ্যার ভাং।
ফ্যার	-	অসুবিধা	মহানন্দ খুব ফ্যারে গোরে আছে।
ফ্যার	-	শব্দ বিশেষ	ফ্যার ফ্যার আওয়াজ কিসের?
বল	-	শক্তি	ওয়ার গায় খুব বল।
বল	-	Foot ball	বল খ্যালাবি না?
বল	-	বলা	কতা ঠিক কইর্গা বল।
বল	-	বাল্ব	এই ঘরে অ্যাট্টা বল লাগা।
ভির	-	গুড় বিশেষ	ভির গুর দিয়া চিতই পিডা খাইতে মজা।
ভির	-	চাপা-চাপি/ঠাসাঠাসি	আইজ বাচে খুব ভির ছিলো।
ম্যালা	-	প্রচুর	ঝরে ম্যালা আম পরছে।
ম্যালা	-	মেলা	আইজ শ্রীকান্তর বারি ম্যালা।
ম্যালা	-	প্রসারিত	তাবুডা ম্যালা দেহি।

শাল	-	চাদর বিশেষ	ভারতেত্যা অ্যাক্‌খান শাল আনিস্‌।
শাল	-	গাছ বিশেষ	মোগো ঘরে হগোল শালের খুড়ি।
শাল	-	ক্ষতি করা	ওতো খালি শাল দিয়া ব্যারায়।
হ্যালা	-	অবহেলা	হ্যালায় সময় কাডাইস না।
হ্যালা	-	ফেলে দেওয়া	জঙ্গলগুলা হ্যালা।
হরা	-	করা	কাম হরা অইছে।
হরা	-	সরা	ভাতের হরা সরাই দে।
হর	-	সর	দ্যাক তো দুদে হর পরছে নাকি?
হর	-	সরে যাওয়া	তুই এখানত্যে হর।
হলা	-	চিংড়ি মাছ বিশেষ	আইজ ম্যালা হলা চিঙ্গইর ধরছি।
হলা	-	শলাকা	পিচার হলা ভাঙ্গিছ না।

১. ৮. বিশিষ্টার্থক শব্দ

অর্থ পার্থক্য

মান্য চলিতের ন্যায় আমাদের আলোচ্য উপভাষায়ও অনেক বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তাদের মধ্যে রয়েছে মুখ, হাত, মাথা প্রভৃতি। নিম্নে একটি শব্দের ব্যবহার দেখানো হল।

মাতা (মাথা)

১. মাতা (মস্তিষ্ক)	-	খুব মাতা ধরছে (ভীষণ মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে)।
২. মাতা (জ্ঞান)	-	পোলাডার অঙ্কে মাতা নাই (ছেলেটার অঙ্কে জ্ঞান নেই)।
৩. মাতা (প্রতিজ্ঞা)	-	এই কাম হরলে মোর মাতা খাও।
৪. মাতা খাওয়া (নষ্ট করা)	-	তুমি পোলাডার আর মাতা খাইও না।
৫. মাতামাতি (উল্লাস)	-	অ্যাহোন মাতামাতি থামা।
৬. মাতা (আগা)	-	মাতা মরা বাশের টৈন্যা বেশি।
৭. মাতায় ওডা (অতিরিক্ত আহ্লাদ দেওয়া)	-	পোলাডারে আশকারা দিয়া আর মাতায় উডাইস না।
৮. মাতা পাতা (আগ্রহ)	-	বয়সতো কম অয় নাই অ্যাহোনও কোনো কামে মাতা পাতার নাম নাই।
৯. মাতা দেওয়া (মনসংযোগ)	-	টেশ্‌ পরিক্‌খা সামনে পরাশুনায় মাতা দে।
১০. মাতায় মাতায় (সবাই একসাথে বসে থাকা)	-	ব্যালা তো কম অয় নায়, মাতায় মাতায় না বইয়া কাম-কাইজ হর।

১১. মাতা তোলা (এই শব্দটি একাধিক অর্থে এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয় যেমন — মুখরাখা অর্থে, অবস্থার উন্নতি অর্থে, আন্দোলনে সামিল হওয়া অর্থে প্রভৃতি)।

ক. মাতা তোলা (মুখ রাখা) - যে কাম করছ হেয়াতে সমাজে আর মাতা তোলা যায় না।

খ. মাতা তোলা (অবস্থার উন্নতি) - অ্যাতো খতির পরেও সঞ্জয় আইজ মাতা তুইল্‌গা দারাইছে।

গ. মাতা তোলা (সংগ্রামে অবতীন হওয়া) - দ্যাশের সারতে ছাত্রদের মাতা তোলা উচিত।

২. শব্দার্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা

ক. অর্থের বিস্তার

কোনো কোনো শব্দের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য তার অর্থ সম্প্রসারিত হওয়ার উদাহরণ এই উপভাষায়ও দেখা যায়। যেমন —

ঘুঘু > 'ঘুগু' শব্দটির দ্বারা একপ্রকার পাখিকে বোঝানো হয়। কিন্তু এই উপভাষায় 'ঘুগু' শব্দটির দ্বারা কূটবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। এমনকি দুর্নীতি গ্রস্থ ক্ষেত্রকে বোঝাতে বলা হয় 'ঘুগুর বাসা'।

' পেরোন' শব্দটি ফারসি 'পয়রাহন' থেকে আগত। যার অর্থ ঢিলে-ঢালা জামা। অথচ যে কোনো স্কিন টাইট জামা সহ সমস্ত জামাকেই 'পেরোন' বলা হয় এই উপভাষায়।

'লাকরি' শব্দটি হিন্দী 'লকড়ী' শব্দজাত। যার অর্থ কাঠের জ্বালানী কিন্তু এই উপভাষায় খড়-কুটা, নাড়া, বাঁশ সহ সমস্ত জ্বালানীকেই 'লাকরি' বলা হয়।

'মাল' শব্দটির অর্থ পণ্যদ্রব্য। এই উপভাষায় তাকে বাদ দিয়েও প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের মাল বলে বোঝানো হয় এতে শব্দটির অর্থ প্রসারিত হয়েছে।

'রাম' শব্দটির দ্বারা ভগবান রামচন্দ্রকেই বোঝানো হত কিন্তু এই শব্দটি এখন যে কোনো বৃহৎ আকার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন — রামদা, রাম ছাগল, রাম গরু, রাম পাড়া (রাম পাঁঠা) প্রভৃতি।

'ঝুরি' শব্দটি বাঁশ, বেত সহযোগে তৈরি ঝাঁকাকে বোঝাতো। এই উপভাষায় প্লাষ্টিক, লোহা প্রভৃতি যে কোনো বস্তুর দ্বারা তৈরি ঐ রূপ আধারকে ঝুড়ি > ঝুরি বোঝায়।

'দিবাহলি' শব্দটি সংস্কৃত দীপ শলাকা জাত। যার অর্থ বারুদ যুক্ত কাঠি, যা দ্বারা আগুন জ্বালানো হয়। এই উপভাষায় যে উপাদানের ধাতুর তৈরি আগুন জ্বালানো যন্ত্রকে 'দিবাহলি' বলা হয়। এমন কি পাট খড়ি দিয়ে তৈরি আগুন জ্বালাবার উপকরণকেও বুঝানো হয়, যার নাম দিয়াশলাই > দিবাহলি।

খ. অর্থের সংকোচ

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষাতেও কিছু কিছু শব্দের ব্যাপকার্থ লোপ পেয়ে গৌণার্থ প্রকাশ পায়। যেমন —

'ঝি' শব্দটির দ্বারা, মেয়ে মাত্রকেই বোঝানো হত। সে ঝি-চাকর যাই হোক না কেন। এই উপভাষায় 'ঝি' শব্দটির দ্বারা শুধু মাত্র কাজের মেয়েকেই বুঝিয়ে থাকেন।

'বয়েচ্‌তা' শব্দটি সংস্কৃত বয়স থেকে জাত। যে কোনো বয়সের মেয়েদের বোঝানো হত। [স্ত্রী বাচক বয়ঃস্থ > বয়েচ্‌তা] কিন্তু এই উপভাষায় 'বয়েচ্‌তা' শব্দটির দ্বারা কেবলমাত্র অবিবাহিত পূর্ণবয়স্ক মেয়েদেরকেই বোঝানো হয়।

'কিশান' শব্দটি সংস্কৃত কৃষাণ শব্দজাত। যার দ্বারা ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর অর্থাৎ যে কোনো কৃষককেই বোঝানো হত। কিন্তু এখন এই উপভাষায় শুধু মাত্র অন্যের জমিতে মূল্যের বিনিময়ে কাজ করে তাকেই 'কিশান' শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়।

'জিয়াল' শব্দটির অর্থ জিইয়ে রাখা যায় এমন মাছকে বোঝাতো। বর্তমানে এখানকার মানুষ জনেরা শুধু মাত্র শিঙ্গি/শিং মাছকেই 'জিয়াল' মাছ বলে মনে করেন।

'মিনসে' শব্দটি সংস্কৃত 'মনুষ্য' শব্দ থেকে আগত। যার অর্থ যে কোনো মানুষকে বোঝাতো কিন্তু বর্তমানে স্ত্রীরা ব্যাঙ্গার্থে বিয়ে করা স্বামীদেরকে বোঝাতে 'মিনসে' শব্দটি ব্যবহার করেন।

গ. অর্থের সংক্রম

মান্য চলিতের ন্যায় এই উপভাষায়ও অনেক শব্দের অর্থ পরিবর্তন হতে হতে শেষে এমন একটি অর্থ দাঁড়ায় যার সঙ্গে পূর্বের অর্থের কোনো সম্পর্ক আপাত দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। যেমন —

'ব্যাবার' শব্দটি সংস্কৃত ব্যবহার শব্দ জাত। যার অর্থ আচার, আচরণ সম্পর্কিত। এই শব্দটি ব্যবহার্য দ্রব্যকে বোঝায়, তার থেকে বিবাহে দেওয়া যৌতুকাদিকে বোঝায়। 'ব্যাবার' শব্দটির অন্য অর্থ ছিল কিনা সে ধারনাটিও হারিয়েছে এখানকার মানুষজনেরা। উপহার কিংবা কাজের মূল্য হিসেবেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন — 'কামাইয়া কুলাইয়া নাপিত ব্যাবার পাইছ কি? - গান, -যার সঙ্গে পূর্বের অর্থের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন।

'সন্তেশ' শব্দটির অর্থ সংবাদ বা খবর। কিছুকাল পরে সংবাদ সবরাহকারীর নিয়ে আসা মিষ্টি দ্রব্যের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। [সন্তেশ < সন্দেশ] বর্তমানে 'সন্তেশ' একপ্রকার মিষ্টি দ্রব্যের নাম বলেই প্রচলিত।

'গুরি' শব্দটির অর্থ গাছের মোটা খণ্ড বা মোটা অংশ। এর পর গুঁড়ি গুঁড়ি > বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি বর্তমানে 'গুরি' বলতে ছোট অর্থে ব্যবহৃত যার সঙ্গে প্রথমের 'গুরি' শব্দের অর্থের কোনো মিল নেই বরং বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হয়।

'মহাজোন' শব্দটি মহৎ যে জন = মহাজন শব্দজাত। অর্থ সংকোচের ফলে 'মহাজোন' শব্দটির দ্বারা ছোট খাট সুদখোর ব্যবসায়ীকে বোঝায়। বর্তমানে মাহাজোন বলতে শুধুমাত্র গুদাম-জাত বা গদি জাতীয় প্রচুর টাকার ব্যবসা করে এমন ব্যক্তিদের বোঝায়।

উপসংহার

উপসংহার

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষায় ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, বাগার্থতত্ত্ব এবং শব্দভাণ্ডারের দিক থেকে বিশেষ কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, যা উক্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক তথা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিপন্ন করে। ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে বাংলা চলিত স্বরধ্বনিগুলি প্রচলিত থাকলেও উচ্চারণগত, মাত্রাগত কতগুলি ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন — আলোচ্য কথ্যভাষায় '-এ' ধ্বনি '-অ্যা' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। আবার '-অ', '-আ', '-উ', '-ই', '-ও' ধ্বনির ক্ষেত্রেও এরূপ পরিবর্তন অব্যাহত, যা সাধারণত বাংলা ভাষার অন্যান্য কথ্যরূপে এরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। উচ্চ-মধ্য ও অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনির উচ্চারণ নানাভাবে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন '-ও' ধ্বনি '-অ', '-উ', '-আ', '-এ' '-অ্যা' এমনকি দ্বিমাত্রিকতার প্রভাবে শব্দের মধ্যেকার '-ও' ধ্বনি লোপ হতে পারে। র-ফলা যুক্ত আদ্যাক্ষর অ-কারান্ত হলে এই উপভাষায় অ-কার কিংবা ও-কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমন- ক্রমে ক্রমে >কেরমে কেরমে। অন্যদিকে মান্যচলিত বাংলায় সাধারণ ভাবে একত্রিশটি দ্বি-স্বরধ্বনি পাওয়া যায়, আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষায় - ২৩টি দ্বি-স্বরধ্বনির ব্যবহার দেখানো হয়েছে। অনুমান করতে পারি উক্ত উপজেলায় আরও দ্বি-স্বরধ্বনি পাওয়া যেতে পারে। ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যায়ে এ বিষয়ে দ্বি-স্বরধ্বনির সম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর মধ্যে উক্ত উপজেলায় 'চ' -এর উচ্চারণ ইংরেজি ch বা tch -এর মতো না হয়ে অনেকটা ইংরেজি ts এর মতো হয়। স্বাভাবিকভাবে 'জ' -এর উচ্চারণ ইংরেজি j -এর মতো না হয়ে dz বা z এর মতো মনে হয়। তাই আমরা এই উপভাষায় 'চ'-বর্গীয় ধ্বনিগুলিকে যথাক্রমে চ, ছ, জ, ঝ রূপে চিহ্নিত করেছি। এছাড়া উষ্মবর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিশেষ স্বকীয়তা লক্ষ করা যায়। শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে 'স' ও 'শ', 'হ' -এ পরিণত হয় যেমন - শাক > হাগ, বসা > বহা, বসেন > বহেন, 'ছ' ধ্বনি কখনো 'স' এর মতো উচ্চারিত হয় যেমন - আসিছ > আহিস (এই ক্ষেত্রে স চিহ্ন প্রয়োগ করেছি) তবে শব্দের আদিতে 'চ' ধ্বনিটি মান্য চলিতের মতোই অবিকৃত থাকে তবু ধ্বনিটি যেহেতু ঐ বর্গীয় তাই চ চিহ্ন সর্বত্রই দেওয়া হয়েছে। এর উল্টোটাও হতে দেখা যায় এই উপভাষায় যেমন - ছিপ > সিপ [অর্থাৎ ছ ~ স = ছ/স চিহ্নিত করেছি], আবার 'স' -এর উচ্চারণ 'চ' এর মতো হয় যেমন - স্কুল > ইচকুল, স্ক্র > ইচকুরু (তাই স ~ চ = চ করা হয়েছে)। ট-বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ) ক্ষেত্রে

শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে কিন্তু শব্দের মধ্যে ও অন্ত্যে প্রায় সর্বত্র ড, -এ রূপান্তরিত হয়। যেমন — কাঁঠাল > কাডাল, পাট > পাড। 'ঢ়', 'ড়', এবং চন্দ্রবিন্দু এই উপভাষায় স্বাভাবিক ভাবে আসে না। যেমন - ঘড়ি > ঘরি, গাড়ী > গারি, চাঁদ > চান, বাঁশ > বাশ, আষাঢ় > আশার। মান্য চলিতের যে সমস্ত শব্দের মধ্যে 'র', 'ড়' থাকে এই উপভাষায় তা সম্পূর্ণরূপে উবে গিয়ে 'ল' ধ্বনিটিকে তার স্থানে বসিয়ে দেয়। যেমন — করলে > হললে, পড়লে > পললে। এছাড়া অপিনিহিতির ক্ষেত্রে অর্ধ-অপিনিহিতি দেখা যায়। দ্রুত উচ্চারণের জন্য অপিনিহিতির '-ই' ধ্বনি ক্ষীণ হতে হতে লুপ্ত হয়ে যায়।

আলোচ্য উপজেলার কথ্যভাষার রূপতত্ত্বে চলিত বাংলার মতো ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, লিঙ্গ, বচন প্রভৃতির রূপ বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেলেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্যতা দেখা যায়। এই উপভাষায় 'ইড্‌গা' প্রত্যয় যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। কর্তৃকারকের ভাববাচ্যে '-র' এর ব্যবহার আছে। যেমন — মোর জাওয়া লাগে (আমার যাওয়া দরকার)। অপাদান কারকে থ্যে, চাইয়া, থেইক্যা, অইতে প্রভৃতি বিভক্তি ও অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়াও মার কাছে > মাড্‌ডি, লগে, গোনে, হানেত্যা উপসর্গের প্রয়োগ রয়েছে। ফারসি উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন আলোচ্য কথ্যভাষায় বিশেষ্য ভাবে লক্ষ করা যায়। মান্য চলিতের মতো এই কথ্যভাষায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। উত্তম পুরুষে সর্বনাম পদের এক বচনে মুই, বহুবচনে মোগো; প্রথম পুরুষে এক বচনে হে, বহুবচনে হেয়াগো; মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে সম্ভ্রমার্থে একবচনে আম্‌নার (আপনার), আম্‌নে (আপনি), এবং বহুবচনে আম্‌নাগো (আপনাদের) -এর ব্যবহার দেখা যায়। এই উপভাষায় এক বচনের রূপ বোঝাতে ডা, হানা, হানি, হান এবং বহুবচনের রূপ বোঝাতে ম্যালা, গুল্যান/গুলা -এর ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে। লিঙ্গ গঠনের ক্ষেত্রে পুং. লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ বাদ দিয়েও উভয় লিঙ্গের ব্যবহার আছে; রূপভেদ চলিত বাংলার মতো।

ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের ধারায় আলোচ্য উপজেলার কথ্যভাষার বাক্যরীতি চলিত বাংলার মতো সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় হিসাবে 'ফের', 'জুদি', সম্মতিজ্ঞাপন অব্যয় রূপে '-হয়', '-হু', '-জি' ব্যবহৃত হয়। বাচ্যগত দিক থেকে এই কথ্যভাষায় কর্ম ও ভাব বাচ্যের তুলনায় কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ বেশি।

শব্দ ভাণ্ডার কথ্যভাষার একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। আলোচ্য অঞ্চলটিতে এমন কিছু শব্দের প্রচলন দেখা যায় যা চলিত বাংলায় নেই; এমনকি তাদের উৎসমূল নির্ণয় করাও সম্ভব নয়। হিন্দি ছাড়াও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার শব্দ আলোচ্য কথ্যভাষায় প্রয়োগ হতে দেখা যায়। বিদেশি মূলজাত শব্দগুলির

মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যাই বেশি। এই শব্দগুলি এতদ্ অঞ্চলের নিজস্ব রীতিতে উচ্চারিত হয়ে একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে, যা ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তিত হয়। অর্থ সংকোচ, অর্থবিস্তার ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই কথ্যভাষায় বেশকিছু শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এ ছাড়াও এ অঞ্চলের কথ্যভাষায় বাচনিক নিষিদ্ধতা ভাষাবিজ্ঞান অথবা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যেমন — রাত্রিবেলা বাঙালি রমণীদের হলুদ উচ্চারণ করা নিষেধ সে কারণে হলুদকে বলা হয় 'রাংতা'।

পরিশেষে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান যেমন - প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ও বিভিন্ন বিষয়ক লোকগান এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যাবলী সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে, যা আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষা আলোচনায় বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে এবং ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে উক্ত উপাদানের গুরুত্ব যে অপরিসীম, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

পরিশিষ্ট

১) লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান **(Folk-elements)**

২) ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যাবলী

পরিশিষ্ট

১. লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান (Folk-elements)

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষা ও তার ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ - বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষায় লোকসংস্কৃতির বহু উপাদান উঠে এসেছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম - প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ও গান। প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) প্রবাদ-প্রবচন, ২০০ (দুইশত) ধাঁধা ও শতাধিক লোকগান সংগ্রহ করেছি। এগুলি সবই লোকমুখ থেকে শুনে শুনে সংগ্রহ করেছি নানা পদ্ধতিতে। একটু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই উপাদান গুলোর মধ্যে সমগ্র এলাকাবাসীর পুরনো ঐতিহ্য, আর্থিক অবস্থা, অভাব-অনটন, মানুষের চরিত্র, ধর্মীয় আচার-বিচার, নানা অনুষ্ঠানাদির রীতি-নীতি ও লোকাচারের খণ্ড-খণ্ড চিত্ররূপ প্রত্যক্ষ কিংবা প্রচ্ছন্ন ভাবে জড়িয়ে আছে। এই নিয়ে আলাদা শিরোনামে গবেষণা করার সুযোগও রয়েছে বলে আমাদের ধারণা। সেই উপাদানগুলির কিছু কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক. **প্রবাদ-প্রবচন** - (যথাসাধ্য উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হলো।)

১. 'অতিত আইছে হাইজগা আডা দিমু ভাইজগা।'
(অতিথি এসেছে সেজে আটা দেব ভেজে।)
[**অর্থ নির্দেশ** ঃ অতিত = অতিথি, আইছে = এসেছে, হাইজগা = সেজে, আডা = আটা, দিমু = দেব, ভাইজগা = ভেজে]

২. অরুন-তরুন দুই ভাই, পতে বাজলো মরা গাই, অরুন বলে খাইয়া জাই, তরুন বলে লইয়া জাই।'
(অরুণ-তরুণ দুই ভাই পথে বাঁধলো মৃত গরু, অরুণ বলে খেয়ে যাই, তরুণ বলে নিয়ে যাই।)
[**অর্থ নির্দেশ** ঃ পতে = পথে, লইয়া = নিয়ে, বাজলো = বাঁধলো]

৩. 'আতি ইন্দলে পল্‌লে, ব্যাঙেও লাতি দ্যায়।'
(হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি দেয়।)
[**অর্থ নির্দেশ** ঃ ইন্দলে = কাদায়, লাতি = লাথি, আতি = হাতি]

৪. 'আসোল কামে নাই মতি, অসত কামে বিরস্‌পতি'।
(ভালো কাজে নেই মতি, খারাপ কাজে বৃহস্পতি।)
[**অর্থ নির্দেশ** ঃ কামে = কাজে, মতি = মন, বৃহস্পতি = শিরোমণি]

৫. 'আমার প্যাডে লাগজে খিদা, আইড্‌গা জামু সিদা।'
(আমার পেটে গেলেছে খিদে, হেঁটে যাব সিধে।)
[**অর্থ নির্দেশ** ঃ লাগজে = লেগেছে, খিদা = খিদে, আইড্‌গা = হেঁটে, সিদা = সোজা]

৬. 'অ্যাট্‌ট্যা অইছে সানাইয়া, কতা কয় বানাইয়া।'
(একটা হচ্ছে সেয়ানে কথা বলে বানিয়ে।)
[**অর্থ নির্দেশ** ঃ অ্যাট্‌ট্যা = একটা, অইছে = হয়েছে, সানাইয়া = সেয়ানা]

৭. 'অ্যাট্‌ট্যা বিয়্যা হরছি মাডে, হেয়া ক্যাল রদ্দুরে ফাডে।'
(একটা বিয়ে করেছি মাঠে তা কেবল রোদে ফাঁটে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অ্যাট্‌ট্যা = একটা, বিয়্যা = বিয়ে, হরছি = করেছি, মাডে = ঐচার মাঠ গ্রামে, ক্যাল = কেবল, রদ্দুরে =রৌদ্রে, ফাডে =মেয়েটির রাগকে বোঝানো হয়েছে।]

৮. 'অ্যাট্‌ট্যা বিয়্যা হরছি সুয়াগাও, হে কয় পান নাই গুয়া খাও।'
(একটা বিয়ে করেছি সুয়াগাও, সে বলে পান নেই সুপারী খাও।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গুয়া = সুপারী, সুয়াগাও = গ্রামের নাম]

৯. 'অ্যাট্‌ট্যা বিয়্যা হরছি চানসি, সে দ্যায় খালি খামচি।'
(একটা বিয়ে করেছি চাঁদসী, সে দেয় কেবল খামচি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হরছি = করেছি, চান্‌সি = চাঁদসি, খামচি = খোঁচা/আঁচর কাটা]

১০. 'আগা মরা বাশের টৈন্যা বেশি।'
(মাথা মরা বাঁশের কঞ্চি বেশি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আগা = মাথা, টৈন্যা = কঞ্চি]

১১. 'আসটা জায় জাউক, খাডাসটা তো চিনলাম।'
(হাসটা গেলেও চোরটা তো চিনলাম।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আসটা = হাসটা, জাউক = যাক, খাডাস = বিড়াল জাতীয় বন্য জীব]

১২. 'আলো মাগি তোর বারি আর আম গাচ্‌ নাই।'
(ভদ্র-মহিলার আর বোধ-বুদ্ধি হল না।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আলো মাগি = মেয়ে মানুষ, বারি = বাড়ি, আম গাচ = আক্কেল অর্থে]

১৩. 'অ্যাহেতে নাচনী বুরি, আরো দ্যাও ঢোলের বারি।'
(এমনিতে নাচনী বুড়ি তারপর দাও ঢোলের তাল।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অ্যাহেতে = এমনিতে, বুরি = বুড়ি, দ্যাও = দাও, বারি = বাজনা]

১৪. 'আতুর নাই বাডইল নাই, কিনারাম মিচ্‌তিরি।'
(হাতুড়ি নেই বাটালি নেই কিনারাম মিস্ত্রী।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আতুর = হাতুড়ি, বাডইল = বাটালি, মিচ্‌তিরি = মিস্ত্রী]

১৫. 'আফলা বাশের গিড়্‌গা বেশি।'
(অপক্ক বাঁশের গিরে ঘন ঘন।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আফলা = অপক্ক, গিড়্‌গা = গিট, বেশি = ঘন ঘন]

১৬. 'আলে আডে না, অ্যাংলার জোম।'
(হালে হাঁটে না হ্যাংলার যম।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আলে = হালে, আডা = হাঁটা,
অ্যাংলার = হ্যাংলা (খেতে ওস্তাদ)]

১৭. 'আগে জলের সিডা পরে চহিরের গুতা'।
(আগে জলের ছিঁটে পরে লগির গুতো।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** সিডা = ছিঁটে, চহির = লগি]

১৮. 'অ্যামোন পাডার পাডা, চাউল বেইচকা খায় আডা।'
(এমন বোকার বোকা, চাল বিক্রি করে খায় আটা।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অ্যামোন = এমন, পাডা = পাঁঠা,
বেইচকা = বেচে, আডা = আটা]

১৯. 'আমার নাও অইছে পাতলা, জামু অ্যাট্টু হাতলা।'
(আমার নৌকা হচ্ছে পাতলা, যাব একটু শাতলা।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পাতলা = ছোট, হাতলা = শাতলা
(স্থানের নাম।)]

২০. 'আদইল্যা মাগি পরছে কাপুর, হোগাহান হরে ফাক্কুর ফুক্কুর।'
(নতুন পোশাক পরিধান করে আনন্দে লাফালাফি করা।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আদইল্যা = আদিহিলা, কাপুর = কাপড়,
হোগাহান = পাছাখান, হরে = করে, ফাক্কুর- ফুক্কুর = নাচানাচি]

২১. 'আরের ব্যাখ্যা পরে হরে, মোর ব্যাখ্যা মোর ভাতারে হরে।'
(অন্যের ব্যাখ্যা অন্যে করে, আমার ব্যাখ্যা আমার স্বামী করে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আরের = পরের, হরে = করে, মোর = আমার,
ভাতার = স্বামী]

২২. 'আতে বিরি, দ্যাহো পোলার ছিরি।'
(হাতে বিড়ি দেখ ছেলের অবস্থা।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বিরি = বিড়ি, দ্যাহো = দেখ, ছিরি = অবস্থা]

২৩. 'আমি চাই রাজা অইতে, বিদাতা দিছে মোরে মাইগ্‌গা খাইতে।'
(আমি চাচ্ছি রাজা হতে, সৃষ্টিকর্তা কপালে দিয়েছে ভিক্ষা করে খেতে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অইতে = হতে, মাইগ্‌গা = ভিক্ষা করে,
বিদাতা = বিধাতা]

২৪. 'অ্যাক ধানে অ্যাক চাউল, গিন্‌নি গুনে আউল-জাউল।'
(একটা ধানে একটাই চাল কিন্তু এক গৃহিণীর জন্য বাহু ঝামেলার সৃষ্টি হয়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আউল-জাউল = গণ্ডগোল, গিন্‌নি = গিন্নি]

২৫. 'আইছে পোজাপতি বইছে ডালে, নুপুর ছেমরি মালা দিল ঢ্যামনা জামাইর গলে।'
(প্রজাপতি এসেছে বসেছে ডালে, নুপুর নামের মেয়েটি মালা দিল খারাপ বরের গলে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আইছে = এসেছে, পোজাপতি = প্রজাপতি, বইছে = বসেছে, ছেমরি = মেয়ে, ঢ্যামনা = খারাপ]

২৬. 'এই চেহারায় তাজেলের পাট।'
(ঐ চেহারায় তাজেলের পাঠ।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** তাজেল = কাঠিন অভিনয়ের রোল, পাট = পাঠ]

২৭. 'ঐ বাইর্‌গারা সাতভাই, হ্যাগো নার গলই নাই।'
(ঐ বাড়িওয়ালারা সাতভাই তাদের নৌকার গলুই নেই।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হ্যাগো = তাদের, নার = নৌকার]

২৮. 'উনা ভাতে দুনা বল, নিত্য উনা রসাতল।'
(অর্দ্ধ ভোজনে বেশি বল, রোজ অর্দ্ধ ভোজনে সর্বনাশ।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** উনা = কম, দুনা = বেশি]

২৯. 'ইন্‌দুর মারা কল, মোহে হরি হরি বল।'
(ইন্দুর মারা কল মুখে হরি হরি বল।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মোহে = মুখে, ইন্‌দুর = ইন্দুর]

৩০. 'কাউয়ার ঠোড কাইড্‌গা দিলেও লাজ অয় না।'
(কাকের ঠোঁট কেটে দিলেও লজ্জা হয় না।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কাইড্‌গা = কেটে, লাজ = লজ্জা, অয় = হয়]

৩১. 'কাউয়ার গলায় হবরি কলা।'
(অপাত্রে কন্যা দান।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কাউয়ার = কাকের, হবরি = সরবি]

৩২. 'করতার ইচ্ছায় করম, পাহাধানে মই।'
(কর্তা যদি বলে পাকা ধানেও মই পড়ে যায়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** করতার = কর্তার, ইচ্ছায় = ইচ্ছায়, করম = কর্ম, পাহা = পাকা, মই = নষ্ট]

৩৩. 'কামের কতা কইলে বুরির গায়ে লয় জ্বর'।
বিয়ার কতা কইলে বুরি উইড্‌গা লয় লর।'
(কাজের কথা বললে বুড়ির জ্বর আসে
বিয়ের কথা বললে উঠে দৌড়াতে শুরু করে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কতা = কথা, কইলে = বললে, লয় = আসে, উইড্‌গা = উঠে, লয় = দেয়, লর = দৌড়, এখানে- লয় শব্দটির দুটো অর্থ প্রকাশিত]

৩৪. 'কুত্তার ল্যাজে ঘি ডল্‌লেও সোজা অয় না।'
(কুকুরের লেজে ঘি মাখলেও সোজা হয় না।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ কুত্তার = কুকুরের, ল্যাজ = লেজ, ডল্‌লে = ঘষলে, অয় = হয়]

৩৫. 'কালা না কাজলী, তাইতে অ্যামোন ব্যাশ
রাঙ্গা জদি অইতিরে কাজলী, থুইতিনা আর দ্যাশ।
(কাজল কালো কাজলী তাতে এমন বেশ, ফর্সা যদি হইতিসরে কাজলী রাখতিস না আর দেশ।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ কালা না কাজলী = খুব কালো, ব্যাশ = বেশ, রাঙ্গা = ফর্সা, অইতিরে = হইতিস, থুইতিনা = রাখতি না, দ্যাশ = দেশ]

৩৬. 'কালা জামাই আর পচা হুদ্দুর, ঘর জামাই আর পুশ্‌শ্যা পুত্তুর।'
(কালো জামাই আর পচা ব্রাহ্মণ, ঘর-জামাই আর সন্তানহীন ছেলে।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ হুদ্দুর = ব্রাহ্মণ, পুশ্‌শ্যা পুত্তুর = সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম ছেলে]

৩৭. 'কাল গ্যাছে কলিতে, লোয়া ধরছে উলিতে।'
(দিন ক্ষণ পাল্টে গেছে লোহা খাচ্ছে উই পোকাতে।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ লোয়া = লোহা, ধরছে = ধরেছে/খাচ্ছে, উলি = উঁই]

৩৮. 'কুড়ুম্বের মইদ্যে পুত্‌রা, ফুলের মইদ্যে ধুত্‌রা।'
(আত্মীয়ের মধ্যে পুত্রা, ফুলের মধ্যে ধুতুরা)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ পুত্‌রা = জামাতার বড় কিংবা ছোট ভাই, ধুত্‌রা = ধুতুরা, মইদ্যে = মধ্যে]

৩৯. 'কি কমু হোলক বিডিরা হরে বোলক।'
(কি আর বলব শ্লোক, আজকাল বউয়েরা করে ব্লক।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ কমু = বলব, হোলক = শ্লোক, বিডি = বউ, বোলক = ব্লক (জমিতে ধান চাষ)]

৪০. 'কই মাচ্‌ ভাজে দুই পিডে, আমারে ভাজে চাইর পিডে।'
(কই মাছ ভাজে দুই পিঠে আমাকে ভাজে চার পিঠে।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ মাচ্‌ = মাছ, পিডে = পিঠে, চাইর = চার]

৪১. 'খুদ বিচাইলে কাউয়ার অবাব অয় না।'
(খাবার দিতে পারলে খাবার লোকের অভাব হয় না।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ খুদ = ভাঙ্গা চালের ক্ষুদ্র অংশ, বিচাইলে = ছড়ালে, কাউয়ার = কাকের, অবাব = অভাব, অয় = হয়]

৪২. 'খায় খয়রাত হইর্‌গা, ঘুমায় ল্যাম আঙ্গাইয়া।'
(ভিক্ষা করে খায় লাইট জ্বালিয়ে ঘুমোয়।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ খয়রাত = ভিক্ষা, হইর্‌গা = করে, ল্যাম = ল্যাম্প (বাতি), আঙ্গাইয়া = জ্বালিয়ে]

৪৩. 'খাজনা তুমি দ্যাও আর না দ্যাও ভুইয়া কইও।'
(খাজনা না দিলে ক্ষতি নেই কিন্তু ভুঁইয়া বলিও।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ দ্যাও = দাও, ভুইয়া = জমিদার (মালিক), কইও = বলো।]

৪৪. 'খারই কয় হুইরে, তোর হোগায় অ্যাট্‌ট্যা ফুডা।'
(বেশি অন্যায় কারী কম অন্যায় কারীর দোষ খোঁজে।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ খারই = বাঁশের তৈরী মাছ ধোয়ার ঝুড়ি, হুই = সূজ, হোগায় = পিছনে, অ্যাট্‌ট্যা = একটা, ফুডা = ছিদ্র]

৪৫. 'খাট্টো জলের তিত্‌পুডি, খাইতে লাগে বড়্‌বডি।'
(কম জলের ছোট-পুঠি, খেতে লাগে বরবটি।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ খাট্টো = কম, তিত্‌পুডি = ছোট পুঠি, লাগে = দরকার, বড়্‌বডি = লাফা]

৪৬. 'খিদা লাগজে ঘিদা খাও, পান্তা ভাতের ঝোল খাও।'
(খিদে লাগছে শামুক খাও, বাসি ভাতের ঝোল খাও।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ খিদা = খিদে, ঘিদা = শামুকের মাংস, পান্তা = বাসিভাত]

৪৭. 'খায় লয় অ্যাকসাত, সপ্নে দ্যাহে জুদা।
(খায়-দায় এক সাথে স্বপ্নে দেখে ভিন্ন।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ সপ্নে = স্বপ্নে, জুদা = আলাদা, একসাত = একত্রে]

৪৮. 'খোলার খোলাও গ্যালো, লোডের খোলাও গ্যালো।'
(খোলার খোলাও গেল লোটের খোলাও গেল।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ লোডের = ঢেঁকির পাড় যেখানে পড়ে, অর্থাৎ সুদ আসল সবই নষ্ট হল]

৪৯. 'খাইয়া লইয়া কামাই, ঝি বাচলে জামাই।'
(খেয়ে দেয়ে জমানো মেয়ে বাঁচলে জামাই বানানো।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ কামাই = জমানো, ঝি = মেয়ে]

৫০. 'খাইতারে না ভাত, জাইতে চায় চন্দ্রনাত।'
(খেতে পায় না ভাত আবার যেতে চায় চন্দ্রনাথ।)

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ চন্দ্র নাত = চন্দ্র নাথ (তীর্থক্ষেত্র)]

৫১. 'ক্ষিরোদ বেডা বুইর্‌গা, তেমু ভাত খায় না ঘুইর্‌গা।'
(ক্ষিরোদ বেটা বুড়ো তবু ভাত খায় না ঘুরে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বুইর্‌গা = বুড়ো, তেমু = তবু, ঘুইর্‌গা = ঘুরে]

৫২. 'খাওয়াইছে গাডি মুলেও খাডি।'
(খাইয়েছে গাঠি কথা কিন্তু খাঁটি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গাডি = ছোট কচু, খাডি = খাঁটি/ঠিক]

৫৩. 'গাং গ্যালেও গাঙ্গের র‍্যাত থাহে।'
(নদী শুকিয়ে গেলেও তার চিহ্ন থাকে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** র‍্যাত = রেত, থাহে = থাকে, গাং = নদী]

৫৪. 'গোদের উপর বিশ ফোরা'
(বিপদের উপর বিপদ।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গোদের = পশ্চাৎদেশ (বাচ্যার্থ),
ভাবার্থ = বিপদ, ফোরা = ফোঁড়া]

৫৪. 'গ্যাছে ব্যালা, রাইত অবে ম্যালা।'
(গেছে বেলা রাত হবে অনেক।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গ্যাছে = গেছে, ব্যালা = বেলা,
রাইত = রাত, ম্যালা = অনেক]

৫৫. 'ভাগের মায় গঙ্গা পায় না।'
(ভাগের মা জল পায় না।)

[অর্থ নির্দেশ ঃ গঙ্গা = মৃত্যুকালীন জল]

৫৬. 'ঘুমে বোজে না ক্যাদা কোদা, খিদায় বোজে না আইল্যা ওদা।'
(ঘুম এলে জায়গার বিচার করে না, তেমনি খিদে পেলে ভালো মন্দ বিচার করে না।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বোজে = বোঝে, ক্যাদা = কাদা,
আইল্যা = আলুনে, ওদা = ভিজা]

৫৭. 'ঘর নাই মাগি দুয়ার দিয়া হো।'
(ঘর নেই মাগি দুয়ার দিয়ে ঘুমো।) [**অর্থ নির্দেশ ঃ** দুয়ার = দরজা, হো = শোয়া,
মাগি = স্ত্রী, দিয়া = দিয়ে]

৫৮. 'ঘোনা নাই, টৌশক বানায়।'
(মশরিই নেই তো তোশক তৈরী করে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গোনা = মশারি, টৌশক = তোশক]

৫৯. 'ঘরের চাইতে আইত্না ভারী, জাইয়া দ্যাহো কলাবারি।'
(ঘরের চেয়ে বারান্দা ভারী, গিয়ে দেখ কলাবাড়ি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আইত্না = বারান্দা, দ্যাহো = দেখ, ভারী = বড়]

৬০. 'ঘরে নাই ইন্দুর কপালে নাই হিন্দুর।'
(ঘরে নেই ইঁদুর, কপালে নেই সিঁদূর)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ইন্দুর = ইঁদুর, হিন্দুর = সিঁদূর]

৬১. 'ঘর নাই জামাইর আইত্না লম-লমি।'
(ঘরই নেই জামাইয়ের অথচ বারান্দার বহর বেশ।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আইত্না = বারান্দা, লম্লমি = বহর (লম্বা)]

৬২. 'চোরের কিল নিশাইতেও নাই ফোপাইতেও নাই।'
(চোরকে পিঠানোর সময় নিঃশ্বাসও নিতে নেই উ-আ-ও করতে নেই।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** নিশাইতে = নিঃশ্বাস নিতে, ফোপাইতে = উ-আ শব্দ]

৬৩. 'চোরেরে কয় চুরি হরতে, গিরাস্তেরে কয় হজাক থাকতে।'
(চোরকে চুরি করতে বলে অন্যদিকে গৃহস্থকে বলে জেগে থাকতে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কয় = বলে, হরতে = করতে, হজাক = সজাগ]

৬৪. 'চেনা বাওনের পৈতা লাগে না।'
(চেনা ব্রাহ্মণের পৈতে লাগে না)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চেনা =পরিচিত, বাওনের = ব্রহ্মণের]

৬৫. 'চাউল নাই মাগি, ফ্যানে ফ্যানে রান।'
(চালই নেই , ভাত রান্না জলে জলে করতে বলা।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চাউল = চাল, মাগি = স্ত্রী, রান = রান্না কর, ফ্যান = ভাতের মাড়]

৬৬. 'চাক্কা মাডি চুক্কা দই, গৌতম কয় মনিকা কই।'
(শক্ত মাটি টক দই গৌতম বলে মানিকা কই।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চাক্কা = চাকাচাকা, মাডি = মাটি, চুক্কা = টক্‌টক্]

৬৭. 'চান্দা উজলা বাতাসে খায়, আইজ বুজি মাসের ত্যারো দিন জায়।'
(পার্শ্ব বেড়া খোলা ঘরে বসে খায়, আজ বুঝি মাসের তের দিন যায়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** উজলা = ফাঁকা, বুজি = বুঝি, এখানে 'চান্দা উজলা' - শব্দের দ্বারা অভাবের অবস্থা বোঝানো হচ্ছে এবং সেই গৃহের দিন শেষ হতে চায় না।]

৬৮. 'চ্যাংরা চেংরির ঘর খোদায় রক্খা হর।'
(অপরিণত বয়সের স্বামী-স্ত্রীর ঘর সৃষ্টি কর্তা রক্ষা কর।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চ্যাংরা-চেংরি = অল্প বয়সের ছেলে-মেয়ে, খোদা = আল্লা, রক্খা = রক্ষা, হর = কর]

৬৯. 'চিতায় ঠ্যালে উডান।'
(কবরে কবরে উঠোন কমে যাচ্ছে।) [**অর্থ নির্দেশ ঃ** উডান = উঠোন]

৭০. 'ছাল নাই কুত্তার বাগা নাম।'
(ছাল নেই কুকুরের বাঘা নাম।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কুত্তার = কুকুরের, বাগা = বাঘা]

৭১. 'জ্যামোন হাজ, ত্যামোন পিডা'।
(সাজ যেমন পিঠে তেমনই হয়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** জ্যামোন = যেমন, ত্যামোন = তেমন, পিডা = পিঠে]

৭২. 'জত ফ্যার ফেরি, অত আগা না।'
(আওয়াজ বেশি হলে কাজে কম হয়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ফ্যারফেরি = পায়খানার শব্দ, আগা =পায়খানা]

৭৪. 'জে বিরাল ইন্দুর মারে, হেয়ার গোপ (মোচ) দ্যাকলেই কওয়া যায়।'
(কাজের মানুষ দেখলেই চেনা যায়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ইন্দুর = ইঁদুর, হেয়ার = তার, গোপ = গোঁফ, কওয়া = বলা]

৭৫. 'জত মাইয়া ফুলেশ্রী, তত দেহি কুশ্রী।'
(ফুল্লশ্রীর সমস্ত মেয়েই কুৎশ্রী।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাইয়া = মেয়ে, ফুলেশ্রী = ফুল্লশ্রী,
দেহি = দেখি, কুৎশ্রী = দেখতে খারাপ]

৭৬. 'জত মাইয়া আডে, জাইয়া দেহি মাডে।'
(যত মেয়ে হাঁটে গিয়ে দেখি মাঠে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাইয়া = মেয়ে, আডে = হাঁটে, মাডে = মাঠে।
একদা এই অঞ্চলে (ঐচার মাডের গ্রামে) খুব সুন্দরী মেয়েদের বাসভূমি ছিল, তাই এই প্রবাদ প্রচলিত অর্থাৎ চোখে পড়া মেয়ে মানেই ঐ অঞ্চলের।]

৭৭. 'জার জ্যামোন কাতা, হেয়ার হেইরহম শীত।'
(যার যেমন কাঁথা তার সেই রকম শীত।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** জ্যামন = যেমন, কাতা = কাঁথা, হেয়ার = তার,
হেইরহম = সেই রকম]

৭৮. 'জত বুদ্‌দি আগে আর পাছে, কোনো বুদ্‌দি খাডবে না ঘর পোরার কাছে।'
(যত বুদ্ধি আগে আর পিছে, কোনো বুদ্ধি খাটবে না, ঘর পোড়ার কাছে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পাছে = পিছনে, বুদ্‌দি = বুদ্ধি, খাডবে = খাটবে]

৭৯. 'জা না চেহারা, কুত্তায় দ্যায় না পাহারা।'
(যা শ্রী কুকুরেও পছন্দ করে না।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কুত্তা = কুকুর, চেহারা = গঠন]

৮০. 'জার জার ভাতারের নাম পদ্‌দোলোচন।'
(যার যার স্বমী তার তার কাছে পদ্ম চোখা।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ভাতার = স্বামী, পদ্‌দোলোচন = সুন্দর]

৮১. 'জাগার নাম আন্দার মানিক, খায় না খায়, দ্যাহে খানিক।'
(জায়গার নাম আদার মানিক, খায় বা না খাক, দেখে খানিক।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** জাগা = জায়গা, দ্যাহে = দেখে,
আন্দার মানিক = একটি স্থানের নাম, খানিক = কিছুক্ষণ]

৮২. 'জার রান্‌দা খাই নাই হে জ্যান কত রান্‌দুনি
জারে কোনদিন দেহি নাই হে জ্যান কত সুন্‌দরি।'
(যার রান্না খাই নি সে যেন কত রাঁধুনি
যাকে কোনদিন দেখি নি সে যেন কত সুন্দরী।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** রান্‌দা = রাঁধা, রান্‌দুনি = রাঁধুনি, সুন্‌দরি = সুন্দরী]

৮৩. 'জাগো বারি অ্যাতো মিডা, হেরা খায় ফ্যান দিয়া পিডা।'
(যাদের বাড়ি এত মিঠে, তারা খায় মিঠে ছাড়া পিঠে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** জাগো = যাদের, অ্যাতো = এত,
মিডা = গুড়, হেরা = তারা]

৮৪. 'জে না বিয়া, হেয়ার আবার চিত বাইদ্য।'
(যা না বিয়ে তার আবার ইংরেজী বাদ্য ।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চিত = ইংরেজি, হেয়ার = তার জন্য,
বাইদ্য = বাদ্য/বাজনা]

৮৫. 'জা না আছে গাওয়ালে, হেইয়া চায় ছাওয়ালে।'
(যা না আছে গ্রামে তা চায় ছেলে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গাওয়াল = গ্রাম, হেইয়া = তা, ছাওয়াল = ছেলে]

৮৬. 'জদিও অইছি বুরা, কাম হরি তেমু পুরা।'
(হয়েছি যদিও বুড়ো কাজ করি তবু পুরো।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অইছি = হয়েছি, বুরা = বুড়ো, হরি = করি]

৮৭. 'জার নাই বউ হেয়ার নাই কেউ, জার নাই বেডা হেয়ার আছে কেডা?'
(যার বউ নেই তার কেহ নেই, যার নেই স্বামী তার আছে কে?)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হেয়ার = তার, বেডা = স্বামী, কেডা = কে]

৮৮. 'জার নাই মা, হেয়ার খিদা লাগে না।'
(যার নেই মা, তার খিদে পায় না।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হেয়ার = তার, খিদা = খিদে]

৮৯. 'তেরান দ্যায় দুইডা গোম, হেয়া মাপে অয় কোম।'
(ত্রাণ দেয় দুটো গম তা ওজনে হয় কম।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** তেরান = ত্রাণ, দুইডা = দুটো,
গোম = গম, হেয়া = তা, অয় = হয়, কোম = কম]

৯০. 'ঠ্যাডা টিহির বাইদ্য বেশি।'
(ভাঙ্গা টিকির বাজনা বেশি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ঠ্যাডা = ফাঁটা, টিহির = টিঁকির, বাইদ্য = বাদ্য]

৯১. 'ঢ্যামনা মাগির কুরা বেশি'।
(খারাপ মেয়েদের কুঁড়েমি বেশি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ঢ্যামনা = কুলাঙ্গার স্ত্রী লোক, কুরা = ঢং/ কুঁড়েমি]

৯২. 'দুই পয়সার বিয়া, তিন পয়সা দ্যায় নরেরে।'
(দুই পয়সার বিয়ে তিন পয়সা দেয় নরেরে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বিয়া = বিয়ে, নরেরে = নাপিত তথা আনুসঙ্গিক খরচ]

৯৩. 'দ্যাশ গুনে ব্যাশ, পাথার গুণে চাস।'
(দেশ গুণে বেশ মাটি বুজে চাষ।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** দ্যাশ = দেশ, ব্যাশ = বেশ, পাথার = মাটির উপযুক্ততা]

৯৪. 'দায় ঠ্যাকলে বুরা গরুতেও চার বায়।'
(বিপদে পড়লে বৃদ্ধ গরুতে সাঁকো পার হয়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চার = সাঁকো, বায় = পাড় হয়, দায় ঠ্যাকা = বিপদে পড়া]

৯৫. 'দুরবলের বল হরিবল।'
(দুর্বলের বল হরিবল।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বল = শক্তি]

৯৬. 'ধান নাই পান নাই, গোলা ভরা ইন্দুর
পোলা নাই পান নাই, কপাল ভরা হিন্দুর।'
(ধান নেই পান নেই গোলা ভর্তি ইঁদুর, ছেলে নেই মেয়ে নেই কপাল ভর্তি সিঁন্দুর।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ইন্দুর = ইঁদুর, সিন্দুর = সিঁদুর]

৯৭. 'ধরমের ভরা নিরিতিরি বায়, অধরমের ভরা ডুবদে ডুবদে যায়।'
(ধর্মের জয় ধীরে ধীরে হয়, অধর্মের ক্ষয় ক্রমাগত হয়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বায় = বাওয়া, নিরিতিরি = ধীরে ধীরে,
ভরা = কর্ম ফল, ডুবদে ডুবদে = ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত]

৯৮. 'ধরমের কুডুম্ব বইন্যার আছারি টাক দিলে জায় খইয়া।'
(ধর্মের আত্মীয় আর বাজে গাছ দিয়ে কাজের কিছু করলে একটু এদিকি ওদিক হলে নষ্ট হয়ে যায়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ধরমের = ধর্মের, বইন্যা = এক প্রকার নরম
কাঠ, আছারি = হাতল, খইয়া = খসে]

৯৯. 'নতুন নতুন দিন দুই, চিতই পিডা খান দুই।'
(নতুন নতুন দিন দুই সাজে ভাজা পিঠে খান দুই।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চিতই = সাজে বাজা পিঠে]

১০০. 'নাম কামাইছে মদন বাইনগা, গোডাউন ভরছে ওগলা কিন্‌গা।'
(নাম কিনেছে মদন বেনে, গুদাম ভরেছে ওগলা পাতা কিনে।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কামাইছে = কামিয়েছে, বাইন্‌গা = বেনে,
ওগলা = এক প্রকার জলজ পাতা, যা দিয়ে পাটি তৈরী হয়, কিন্‌গা = কিনে]

১০১. 'নাই কোনো বোদ, গ্যাছে অ্যাককারে হোত।'
(বুদ্ধি না থাকার জন্য একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বোদ = বুদ্ধি, অ্যাক্‌কারে = একেবারে, হোত = সর্বনাস]

১০২. 'নাও গরাইন্‌গা অইয়া গ্যালে, বারই চ্যাডের বাল।'
(নৌকা তৈরী হয়ে গেলে মিস্ত্রীর দাম থাকে না।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** নাও = নৌকা, গরাইন্‌গা = গড়ানো,
গ্যালে = গেলে, চ্যাডেরবাল = মূল্যহীন]

১০৩. 'নাক তলাইলে জল চৌদ্দ আত অইলে কি।'
(অথৈ জলে ডোবার পরে জল যত বৃদ্ধি পায় অর্থ একই।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** তলাইলে = ডুবলে, আত = হাত, অইলে = হলে]

১০৪. 'পারে না চ্যাডো, অইয়া বইছে জ্যাডো।'
(বয়সে জ্যেষ্ঠ হলেও বোঝে না কিছুই।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চ্যাডো = কোন কিছু (গালি অর্থে),
বইছে = রয়েছে, অইয়া = হয়ে, জ্যাডো = জ্যেষ্ঠ]

১০৫. 'পান দিছে ছির্‌গা আর আমুনা ফিরগা।'
(পান দিয়েছে ছিঁড়ে, আর যাব না ফিরে।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** দিছে = দিয়েছে, ছির্‌গা = ছিঁড়ে, আমুনা = আসব না,
ফির্‌গা = ফিরে]

১০৬. 'প্যাডে নাই হোস, ভাত বেনুনের দোস'।
(পেটে খিদে না থাকলে তরকারীর দোষ হয়।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ**প্যাডে = পেটে, হোস = খিদে,]

১০৭. 'পাডার কপালে হিন্‌দুর লাগে না।'
(পাঁঠার কপালে পূজো জোটে না।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পাডা = পাঁঠা, হিন্‌দুর = সিঁদুর]

১০৮. 'পরেত্যা দিয়্যা পরমেশ্বরী নিজেত্যা দিয়্যা গিরচুতালি।'
(অন্যেরটা দিয়ে দান নিজেরটা দিয়ে গৃহকর্ম।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পরেত্যা = অন্যেরটা, পরমেশ্বরী = মাতব্বরি,
গিরচুতালি = গৃহকর্ম]

১০৯. 'পারে না লোম ছিরতে, উইড্‌গা বইছে বেইন্‌গা রাত্তিরে।'
(কাজ কিছুই করতে পারে না অথচ ভোর বেলা উঠে রয়েছে)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** লোমছিরতে = অযোগ্য, উইড্‌গা = উঠে, বইছে = বসেছে, বেইন্‌গা = ভোরবেলা, রাত্তিরে = রাত্রে]

১১০. 'ফেন জোডে না দুদ্‌ রোজ।'
(ফ্যানই জোটে না অথচ দুধ রোজ করে খায়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ফেন্‌ = ফ্যান, দুদ্‌ = দুধ, রোজ = প্রতিদিন নেওয়া]

১১১. 'ফেন জোডে না কুত্তা পালে বর্‌গা।'
(ফ্যান জোটে না কুকুর পোষে ধার করে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ফেন = ভাতের মাড়, কুত্তা = কুকুর, পালা = পোষা, বরগা = ভাগে]

১১২. 'ফাও গোরু পাইলে বাগুনেও খায়।'
(বিনে পয়সায় পেলে ব্রহ্মণেও গরু খায়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ফাও =পয়সা ছাড়া, বাওন = ব্রাহ্মণ]

১১৩. 'বাওনের শতেক মোন্তোর, পাডার অ্যাক কান ঝারা।'
(ব্রাহ্মণের শত বুদ্ধিও অসৎ মানুষ গ্রহণ করে না।)

[**অর্থ নির্দেশঃ** বাওনের = ব্রাহ্মণের, মন্ত্রোর= মন্ত্র, পাডার = অসৎ মানুষের, কান ঝারা =কর্ণপাত না করা]

১১৪. 'বলদের আতে কুরাল দিলে জাম্‌বুরা গাচ্‌ থাহে না।'
(অযোগ্যের হাতে ক্ষমতা দিলে সব নষ্ট করে দেয়।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আতে = হাতে, জাম্‌বুরা গাচ্‌ = বাতাবি লেবুর গাছ (ব্যাঙ্গার্থে বুঝালেও মূল অর্থ - সব কিছুকেই নষ্ট করে দেওয়া বুঝায়।)]

১১৫. 'বলদা মাইন্‌শে খোলে কোপায়।'
(বোকা মানুষ প্রাণে মারে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাইশে = মানুষে, খোলে = প্রাণে, কোপায় = মারে]

১১৬. 'বাগের ল্যাজ না অইয়া, বিরালের মাতা অওয়া ভালো।'
(বাঘের লেজ না হয়ে বিড়ালের মাথা হওয়া ভালো।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বাগের = বাঘের, ল্যাজ = লেজ, অইয়া = হয়ে, মাতা = মাথা, অওয়া = হওয়া]

১১৭. 'ব্যাচো আলকাতরা, আবার জিগাও কি লাগবে?'
(বিক্রি করো আলকাতরা জিজ্ঞেস করো কি নেবেন?)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ব্যাচো = বিক্রি করো, জিগাও = জিজ্ঞাসা করো]

১১৮. 'বুরির বারির পেয়ারা, খাইয়া গ্যালো পুপ্ পারের মেয়ারা।'
(বৃদ্ধার বাড়ির পেয়ারা, খেয়ে গ্যালো পূর্ব পাড়ের মুসলমানরা।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বুরির = বুড়ির, বারির = বাড়ির,
খাইয়া = খেয়ে, গ্যালো = গেল, পুপ্ = পূর্ব, মেয়া = মুসলমান]

১১৯. 'বল আছে বুদ্‌দি কম, চাইল্‌গা ব্যারায় চিচ্‌রাবন।'
(বল আছে বুদ্ধি কম, খুঁড়ে উঠায় চিচড়াবন।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বুদ্‌দি = বুদ্ধি, চাইল্‌গা = খুঁড়ে, ব্যারায় = বেড়ায়,
চিচ্‌রা = একজাতীয় জলজ উদ্ভিদ]

১২০. 'বয়স অইছে সাইট, অ্যাহোনো পুরা করি আইট'।
(বয়স হয়েছে ষাট তবু কাজ করি কোমরে দিয়ে গাঁট।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অইছে = হয়েছে, সাইট = ষাট,
অ্যাহোনো = এখনও, আইট = জোর]

১২১. 'বলদে বোজে না ঘির মমতা, ঘি লাগে ঘ্যাতা ঘ্যাতা।'
(বোকার কাছে ঘী ভাত আর শাক ভাত একই রকম।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বোজে = বোঝে, মমতা = মর্ম, ঘ্যাতা-ঘ্যাতা = স্বাদহীন]

১২২. 'বর বুন্‌ডি যদি ভাইডি অইত, হেইলে বারইগো লগে অ্যাক খ্যাল খ্যালাইতাম।'
(বড় বোন যদি ভাই হত, তা হলে বাড়ৈদের সাথে একবার বোঝাবুঝি করতাম।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বুন্‌ডি = বোন, ভাইডি = ভাই, অইত = হত,
হেইলে = তাহলে]

১২৩. 'বাওনের আগে আডলেও দোশ পাছে আডলেও দোশ।'
(ব্রাহ্মণের আগে গেলেও দোষ, পিছনে গেলেও দোষ।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বাওনের = ব্রাহ্মণের, দোশ = দোষ]

১২৪. 'বাদুর বাদুর চৈতা, বাউসকা বারি নিতা,
মোরে থুইয়া যে ফল খায়, হে ফল লাগে তিতা।'
(বাদুর বাদুর মিতা বাউসক্যা বাড়ি নিতা, আমাকে রেখে যে ফল খায় তা লাগবে তেতো।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** থুইয়া = রেখে, মোরে = আমাকে,
নিতা = নিমন্ত্রণ, তিতা = তেতো, চৈতা = মিতা]

১২৫. 'বাগের ধারে গোরুর আহালি।'
(বাঘের কাছে গরু পুষতে দিলে তা থাকে না।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বাগের = বাঘের, আহালি = লালন পালনের দায়িত্ব]

১২৬. 'ভুতের মোহে রাম নাম।'
(ভুতের মুখে রাম নাম।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মোহে = মুখে]

১২৭. 'ভালো বারি খাই বর, তার চ্যাদরা বারি।'
(ভালো বাড়িতেই খাই না তো নোংরা বাড়ি।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বর = বড় (অপছন্দ অর্থে), চ্যাদরা = নোংরা]

১২৮. 'ভালো ভালো মাগিরা রইছে বইয়া, অ্যান্‌দা প্যান্‌দা মাগি দিছে পাশ স্যার চাউল ধুইয়া।'
(ভালো ভালো মহিলারা রয়েছে বসে, আজে বাজে মহিলারা দিয়েছে পাঁচ সের চাল ধুয়ে।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাগি = মেয়ে মানুষ, বইয়া = বসে, অ্যান্‌দা-প্যান্‌দা = আজে বাজে স্ত্রী লোক (অপরিষ্কার), স্যার = সের, চাউল = চাল, পাশ = পাঁচ]

১২৯. 'ভুইতে অইছে ফেনা, ভাইঙ্গা বইছে ডেনা।'
(জমিতে হয়েছে ফ্যানা, ভেঙ্গে রয়েছে ডেনা।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ভুই = জমি, ভাইঙ্গা = ভেঙ্গে, ডেনা = হাত]

১৩০. 'ভাইগ্যবতির বোজা পরে পরে বায়।'
(ভাগ্যবতীর বোঝা অন্য লোকে বহন করে নেয়।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বোজা = বোঝা, পরে পরে = অন্যলোকে, বায় = বহন করে]

১৩১. 'ভিক্‌কা হইর্‌গা খামু, তেমু পরের দুয়ারে জামু না।'
(ভিক্ষা করে খাব তবু পরের কাছে ধার চাব না।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ভিক্‌কা = ভিক্ষা, হইর্‌গা = করে, খামু = খাব, তেমু = তবু]

১৩২. 'ভাঙ্গা ঘরে চান্‌দের আলো, খাই বা না খাই আছি ভালো।'
(ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো খাই বা না খাই আছি ভালো।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চান্দের = চাঁদের]

১৩৩. 'ভুই আছে চ্যাডের মাতা, আল লইছে চৈদ্দ গাতা।'
(জমিই নেই অথচ হাল জুড়েছে চৌদ্দ জোড়া।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চ্যাডের মাতা = কিছুই না থাকা (গালি অর্থে), গাতা = জোড়া]

১৩৪. 'লাহে আহে লাহে যায়, গুইন্‌গা দেহি জোন পাশ্‌ সয়।'
(লাখে আসে যায় গুণে দেখি জন পাঁচ-ছয়।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** লাহে = লাখে, আহে = আসে, গুইন্‌গা = গুণে, দেহি = দেখি, জোন = জন, পাশ্‌-সয় = পাঁচ-ছয়]

১৩৫. ' লোক বরো আইল্‌সা, ধরা লাগে গাইল্‌সা।'
(লোক বড় আলসে গাল ধরে না টানলে ওঠে না।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বরো = বড়, আইল্‌সা = অলস, লাগে = হয়, গাইল্‌সা = গাল]

১৩৬. 'মাংসে মাংশু বির্‌দি ঘীতে বারে বল
দুদে্‌ চন্‌রো বিরদি হাগে বারে মল।'
(মাংসে মাংস বৃদ্ধি ঘীতে বৃদ্ধি পায় বল, দুধে চন্দ্র বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাংশু = মাংস, বির্‌দি = বৃদ্ধি, দুদে = দুধে, হাগে = শাকে, চন্‌রো = চন্দ্র]

১৩৭. 'মাওই আমার জ্যামোন ত্যামোন, পুতরা আমার মনের মতন।'
(মায়ই আমার যেমন তেমন পুত্রা আমার মনের মতন।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাওই = মায়ই, পুতরা = জামাতার দাদা কিংবা ভাই]

১৩৮. ' মোডে মায় রান্‌দে না, তক্ত আরো পান্তা।'
(এমনি রান্না চলে না, আবার বাসি ভাত, গরম ভাত।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মোডে = মোটেও, মায় = মা, তক্ত = গরম,
পান্তা = বাসি ভাত]

১৩৯. 'মুইত্‌কা চিরা ভিজাইবে, তেমু গাঙ্গের ঘাডে জাবে না।'
(কোনো রকম জোড়া-তালি দিয়ে কাজ চালাবে তবু কষ্ট করবে না।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** তেমু = তবু, ঘাডে = ঘাটে, মুইত্‌কা = প্রস্রাব
করে (মূল অর্থ জোরা-তালি)]

১৪০. 'মানুশ্‌টার নাহান মানু না গায় আত দিয়া কতা কয়।'
(মানুষের মতো মানুষ নয় অথচ গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** নাহান = মতন, মানু = মানুষ, আত = হাত,
কতা = কথা, কয় = বলে]

১৪১. 'মোহে কয় হরি হরি, রাতে হরে গরু চুরি'
(মুখে বলে হরি হরি, রাত্রে করে গরু চুরি।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মোহে = মুখে, হরে = করে]

১৪২. 'মোডে নাই ঘোনা, পাইল হইব্‌গা টানা।'
(মশারি নেই অথচ ঠিক করে খাটায়।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মোডে = মোটে, ঘোনা = মশারি, পাইল = ঠিক,
হইব্‌গা = করে]

১৪৩. 'মাচ কোপাইছে ঝুপি দিয়া, হেইয়া কাডে দাও দিয়া।'।
(মাছ কুপিয়েছে ফলা দিয়ে তা কাটছে দা দিয়ে।)
[অর্থ নির্দেশ ঃ কোপাইছে = কুপিয়েছে, ঝুপি = মাছ কোপানোর যন্ত্র]

১৪৪. 'মাইয়া অইছে কালা, মাইন্‌শের অইছে জালা।'
(মেয়ে হয়েছে কালো মানুষের হয়েছে মাথা ব্যথা।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অইছে = হয়েছে, কালা = কালো,
মাইন্‌শের = মানুষের, জালা = যন্ত্রণা]

১৪৫. 'মাইন্‌শে ভাত ছারে, তেমু সাদ ছারে না।'
(মানুষ ভাত ছাড়ে তবু স্বাদ ছাড়ে না।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাইন্‌শে = মানুষে, ছারে = ছাড়ে, তেমু = তবু, সাদ = স্বাদ]

১৪৬. ' মোহে দারি বুহে কেশ, হ্যারে কয় পুরুশের বেশ।'
(মুখে দাঁড়ি বুকে কেশ, তাকে বলে পুরুষের বেশ।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মোহে = মুখে, দারি = দাঁড়ি, বুহে = বুকে, হ্যারে = তাকে]

১৪৭. ' মোন্তরে জুদি ত্যাজ না থাহে, চোক গোরাইলে লাব কি?'
(মন্ত্রে যদি তেজ না থাকে, চোক গরমে লাভ কি?)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মোন্তরে =মন্ত্রে, ত্যাজ = তেজ, থাহে = থাকে,
চোক-গোরাইলে = চোখরাঙ্গালে]

১৪৮. 'মাইয়া মাইয়া হইর্‌গো না, মাইয়ার অ্যাতো দাম,
মাইয়াতেই অয় চিনা আর বাদাম।'
(মেয়ে মেয়ে করো না মেয়ের এতো দাম মেয়েতেই হয় চিনে-বাদাম।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাইয়া = মেয়ে (মাটি বা মৃর্তিকা)]

১৪৯. 'মোরা গরিব মানু ফরিং খাই, ঘোরায় চইর্‌গা আগদে জাই।'
(আমরা গরীব মানুষ পতঙ্গ খাই, ঘোড়ায় চড়ে পায়খানায় যাই।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চইর্‌গা = চড়ে, আগদে = পায়খানা করতে]

১৫০. 'মইর্‌গা জামু, তেমু বিরালের পাও ধরমু না।'
(মরে যাব তবু যেখানে সেখানে মাথা নথ করব না।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মইর্‌গা = মরে, তেমু = তবু, ধরমু = ধরব]

১৫১. 'মায় পারে না জোপার দিতে, মাইয়া জায় রয়য়ানি গাইতে।'
(মা পারে না উলুধ্বনি দিতে তার মেয়ে যায় গান গাইতে।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** জোপার = উলুধ্বনি, বয়য়ানি = গান বিশেষ]

১৫২. 'মারকা দেইখ্যা টিন কিনবেন, গুষ্টি দেইখ্যা সোমোন্‌দো করবেন।'
(মার্কা দেখে টিন কিনবেন, গোষ্ঠী দেখে বিয়ে করবেন।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** সোমোন্‌দো = সম্বন্ধ, মারকা = মার্কা]

১৫৩. 'মার নাম মাড্‌ডি, কমু কোন্ হালাড্‌ডি।'
(মার নাম মায়ের কাছে, বলব না কারো কাছে।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাড্‌ডি = মায়ের কাছে, হালাড্‌ডি = শালার
কাছে, কমু = বলব]

১৫৪. ' মোরা তো ছোডো, বইলে কয় ওডো।'
(আমরা তো ছোট, বসলে বলে ওঠো।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ছোডো = ছোট, বইলে = বসলে, ওডো = ওঠ]

১৫৫. 'মাচের মইদ্যে রুই, হাগের মইদ্যে পুই, মাইন্‌শের মইদ্যে মুই।'
(মাছের মধ্যে রুই, শকের মধ্যে পুই, মানুষের মধ্যে মুই।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাচের = মাছের, মইদ্যে = মধ্যে,
মাইন্‌শের = মানুষের, মুই = আমি]

১৫৬. 'মাচু খাই না, মাচু খাই না, পাতের তলায় কাডা,
লাং করি না, ভাতার করি না, চৈদ্দ ল্যাংগের ঘডা।'
(মাছ খাই না মাছ খাই না, থালের নীচে কাটা,
খাতির করিনা স্বামী করি না চৌদ্দ স্বামীর ঘটা।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাচু = মাছ, পাতের = থালের, কাডা = কাটা,
লাং = প্রেমিক, ভাতার = স্বামী (অবৈধ), ঘডা = আনাগোনা]

১৫৭. 'মেচি কুত্তার চোড বেশি।'
(নেড়ি কুকুরের চোট বেশি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মেচি = মেয়েলি স্বভাবের, চোড = চোট]

১৫৮. 'মক্কার মেয়ারা হজ পায় না।'
(মক্কার মুসলমানরা হজ পায় না)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মক্কার = মক্কার (মুসলমানদের তীর্থস্থান), মেয়া = মুসলমান]

১৫৯. 'রাইন্‌গা থুইলাম স্যান্দে প্যান্দে, খাবায়ানে কিসের গোন্দে।'
(রেঁধে রাখলাম যেমন তেমন করে, খাবে খানে কিসের গন্ধে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** রাইন্‌গা = রান্না করে, থুইলাম = রাখলাম,
স্যান্দে-প্যান্দে = কোনরকম, খাবায়ানে = খাবে খানে, গোন্দে = স্বাদে]

১৬০. 'রাইজ্যের অ্যামোন ভাইল, রাইন্‌গা থুইছে কোরাল মাচ, অইয়া গ্যাছে ডাইল।'
(রাজ্যের এমন অবস্থা রান্না করে রেখেছে কোরাল মাছ, হয়ে গেছে ডাল।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** রাইজ্যের = রাজ্যের, ভাইল = অবস্থা, রাইন্‌গা = রান্না
করে, থুইছে = রেখেছে, অইয়া = হয়ে]

১৬১. 'রাজা বারি কের্‌তোন কেডি নাচে পের্‌তোম।'।
(রাজা বাড়ি কীর্তন কুকুর নাচে প্রথম ।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কের্‌তোন = কীর্তন, কেডি = কুকুর, পের্‌তোম = প্রথম]

১৬২. 'রাম নামে কাম নাই, আয় মোরা পাডা ডাহি।'
(রাম নামে লাভ নেই, চল আমরা অন্য কাজ করি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** রাম নাম = ধর্ম কর্ম, আয় = আস, মোরা = আমরা,
পাডা-ডাহি = খারাপ-কাজ করি]

১৬৩. 'লাঙ্গের নায় আছে, ভাতারের নায়ও আছে।'
(ভাবের লোকের সাথেও আছে স্বামীর সাথেও আছে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** লাঙ্গের = প্রেমিকের, ভাতার = স্বামী]

১৬৪. 'সেয়ানের সাক্‌কি, খোডায় পাওয় যায়।'
(চতুর মানুষের উত্তর খোঁটাতে পাওয়া যায়)।

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** খোডায় = খোঁটায়, সেয়ানে = চতুর]

১৬৫. 'হোগায় নাই রোম, পুতি পরার জোম।'
(ভালো বুদ্ধি না থাকলেও খারাপ কাজের ওস্তাদ।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হোগায় নাই রোম = ঘটে নেই ভালো বুদ্ধি, পুতি পরার জোম = খারাপ কাজের শিরোমণি, সাধারণ অর্থ — হোগায় = পশ্চাৎদেশে, রোম = লোম, পুতি = পুঁথি, জোম = পটু]

১৬৬. 'হোগা নাই মাগি, উদ্‌দার হইর্‌গা পাদে'
(পাছা নেই মহিলা ধার করে বায়ু নির্গমন করে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হোগা = পশ্চাৎদেশ, উদ্‌দার = ধরে, হইর্‌গা = করে, পাদে = বায়ু নির্গমন করে]

১৬৭. 'হোগা মরা কাডালের গল্‌লা বেশি।'
(পাছা মরা কাঁঠালের কোষ বেশি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হোগা = পাছা, কাডালের = কাঁঠালের, গল্‌লা = কোষ]

১৬৮. 'হগোল ছ্যামরার অইয়া গ্যাছে, জামাই ছ্যামরা বাহি রইছে।'
(সবার চেষ্টা হয়ে গেছে জামাই বাবা বাকি আছে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হগোল = সমস্ত, ছ্যামরা = ছেলে, অইয়া = হয়ে, বাহি = বাকি]

১৬৯. 'হায়রে কলিকাল, হাপে চাডে ব্যাঙ্‌গের গাল।'
(হায়রে কলিকাল সাপে চাটে ব্যাঙের গাল।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হাপে = সাপে, চাডে = চাটে]

১৭০. 'হোগায় গু মাতায় পানি, সুইচ্‌না মুই আওলা ধান বান্দি।'
(পাছায় পায়খানা, মাথায় জল, ছুইসনা আমি আতপ চাল ভাঙ্গি।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হোগা = পশ্চাৎদেশ, গু = পায়খানা, সুইচ্‌না = স্পর্শ করিস না, আওলা = আতপ]

১৭১. 'হাইর্‌গা গ্যাছে ভয়, মাগি দুয়ার মেইল্‌গা বয়।'
(ভয় কেটে গেছে এবার তুমি দরজা খুলেও বসতে পার।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হাইর্‌গা = ভয় কেটে যাওয়া, মাগি = স্ত্রী, দুয়ার = দরজা, মেইল্‌গা = খুলে, বয় = বসো]

১৭২. 'সত্য বৈদ্যের নাও, কেউ ওডে না ফাও।'
(সত্য বৈদ্যের নৌকাতে কেহ এমনি এমনি উঠতে পারে না।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** নাও = নৌকা, ফাও = বিনে পয়সা, ওডে = ওঠে]

১৭৩. 'শ্বশুর বারি মদুর আরি, নিত্য গ্যালে পিছ্রার বারি।'
(শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি, রোজ গেলে ঝাঁটার বাড়ি)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মদুর = মধুর, হারি = হাড়ি, পিছ্রা = ঝাঁটা]

১৭৪. 'শিরি আংডি আতে, প্যাডা হুগায় ভাতে।'
(শ্রী আংটি হাতে পেট শুকোয় ভাতে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** শিরি = শ্রী, আংডি = আংটি, আতে = হাতে,
প্যাডা = নাড়ি, হুগায় = শুকায়]

খ) ধাঁধা -

ধাঁধার মধ্যে গণিতচর্চা, হিসাব-নিকাশ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১. 'অশিস্‌টি শিস্‌টি করছে, গুরু অইয়া হ্যাবা দ্যায় শিশ্‌শ্যের পায়।' — প্রতিমা-পাল
(অসৃষ্টি সৃষ্টি করেছে, গুরু হয়ে প্রণাম করে শিষ্যের পায়ে।)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অইয়া = হয়ে, শিশ্‌শ্যের = শিষ্যের, হ্যাবা = প্রণাম, শিস্‌টি = সৃষ্টি]

২. 'অজামিনী রায়, প্যাডের পোলায় ঢোল বাজায় ।' — চুহা
(অজামিনী রায় পেটের ছেলে ডোল বাজায়)। — পাকা তেতুল

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** তেতুল পাকলে ভেতরের অংশ খোসার থেকে আলাদা হয়ে
একটা শব্দ করে = প্যাডের পোলায় ঢোল বাজায়]

৩. 'আগে জন্‌মিলাল আমি পরে আইল হে, হে জন্‌মিয়া মরিল, হে আমার কে?' - দাত।
(আগে জন্মিলাম আমি পরে হল সে, সে জন্মিয়ে মরিল সে আমর কে?) — দাঁত

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** জন্‌মিলাল = জন্ম গ্রহণ করলাম, আইল = জন্মিল, মানুষ জন্মের
সময় দাঁত নিয়ে আসে না, আবার মরার সময় দাঁত থাকে না।]

৪. 'আমি চাইলে দ্যাও বা না দ্যাও , পরে চাইলে দিও।' — ঘোনটা
(আমি যদি চাই দাও বা না দাও অন্যে চাইলে দিও।) — ঘোমটা

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** দ্যাও = দাও, পরে = অন্যে, ঘোনটা = ঘোমটা

৫. 'আডে আর চাডে।' — হামুক
(হাটে আর চাটে।) — শামুক

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আডা = হাঁটা, চাডা = চাটা]

৬. 'আগায় থর থর গোরায় মউ, যে না কইতারে ভবনদাসের বউ।' — আউক
(আগায় থর থর গোড়ায় মউ যে না বলতে পারে ভবনদাসের বউ।) — আখ

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** থরথর = নরম, মউ = মধু, আউক = আখ]

৭. 'আইচার পার আইচা, যে না কইতারে হে খান্‌কির নার বাইচা।' — চাইলতা
(মালার উপর মালা যে না বলতে পারে, সে খানকির নায়ের মাঝি।) — চালতা

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আইচা = নারিকেলের মালা, খান্‌কি = গালি বিশেষ,
বাইচা = মাঝি, নার = নায়ের/মাঝি]

৮. 'আউকের গাছে ডাউকের বাসা, লাল টুকটুক করে
সোনার পক্‌কি উইর্‌গা গ্যালে আর কি ধরতে পারে।' — পেরান
(আঁখ গাছে ডাকের বাসা লাল টুকটুক করে,
সোনার পক্ষী উড়ে গেলে আর কি ধরতে পারে।) — প্রাণ-পাখি
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পক্‌কি = পাখি, আউকের = আখেঁর,
প্রাণ পাখি উড়ে গেলে দেহ পড়ে থাকে, তাকে আর পাওয়া যায় না।]

৯. 'আতা আতি জরা জরি মুকখান দেহি কালো,
টিপ্‌কা টিপ্‌কা ভইর্‌গা দিলে দোও জোনার ভালো।' — শাহা
(হাতা হাতি জড়া জড়ি মুখ খানা দেখি কালো
টিপে টিপে ভরে দিলে দুইজনেরই ভালো।) —শাঁখা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আতা-আতি = হাতাহাতি, দোও = দুই, ভইর্‌গা = ভরে]

১০. 'আন্‌দার ঘরে বান্দর নাচে, না না হল্‌লে আরো নাচে।' — জিব্বা।
(আঁধার ঘরে বাঁদর নচে, না না করলে আরো নাচে।) — জিহ্বা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আন্‌দার = অন্ধকার, হল্‌লে = করলে]

১১. 'আরচার্য অ্যাক কাণ্ড দ্যাক্‌লাম আডে
আসটো পাও দুই আডু ল্যাজ আছে তার পিডে।' — পালা-পাতর
(আশ্চর্য এক ব্যাপার দেখলাম হাটে, আট পা দুই হাটু লেজ আচে তার পিঠে।) — দাঁড়ি-পাল্লা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আরচার্য = আশ্চর্য, আডে = হাটে, আডু = হাটু]

১২. 'আসটো পাও শোল আডু জাল পাতে নিমাই ঠাডু,
জাল পাতে চায় না, মাচ্‌ বাজে খায় না।' — মাকরা
(আট পা ষোল হাটু জাল পাতে নিমাই ঠাডু,
জাল পাতে উঠায় না মাছ বাঝে খায় না।) — মাকড়শার জাল
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আসটো = আট, আডু = হাটু, নিমাই ঠাডু = মাকড়শা]

১৩. 'আল্লার অ্যামোন কুদ্‌রাত লাডির মইদ্দে সরবত।' — আউক
(আল্লাহর এমন দান লাঠির মধ্যে সরবত।) — আঁখ
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কুদ্‌রাত = দয়া, লাডির = লাঠির, মইদ্যে = মধ্যে]

১৪. 'আইলে আইলে ধায়, হোগায় আধার খায়।' — হুই-হুতা
(আইলে আইলে ধেয়ে চলে পিছন দিয়ে খাবার গিলে।) — সূচ-সুতো
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আইলে-আইলে = আলে-আলে, হোগায় = পশ্চাৎদেশে,
আধার খায় = সূইতে সূতো গাঁথা]

১৫. 'আগা আছে, পাছা আছে, মাজখানে নাই।' — নাবি
(আগা আছে পাছা আছে মাঝখানে নাই।) — নাভি
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** নাই = নাভি]

১৬. 'অ্যাক বিডি নার জল এচে, বাইল্‌গা পোহে কামর দিলে তুর্‌তুরাইয়া নাচে।' — খই ভাজা
(এক মহিলা নৌকার জল ফেলে, বেলে পোকায় কামড় দিলে এদিক ওদিক নাচতে থাকে।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বিডি = স্ত্রী লোক, এচে = সেচে, বাইল্‌গা = বালি,
তুর্‌তুরাইয়া = গরমবালিতে চাল ফেললে যেমন লাফায়]

১৭. 'অ্যাকশো বেরাশিডা লতা, ফল খায়, ফুল খায়, খায় না তার পাতা।' — হালুক
(একশত বিরাশিটি লতা, ফল খায়, ফুল খায়, খায় না, তার পাতা।) — শালুক
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অ্যাকশো = একশত, বেরাশিডা = বিরাশিটি, শালুকের গোড়া থেকে একাধিক লতা জাতীয় শাপলার মতো নাল তৈরী হয় যেগুলোর সবই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খাওয়া যায় শুধু পাতা খায় না]

১৮. 'আরাইলে বিচুরায়, পাইলে আনে না।' — পত
(হারিয়ে গেলে খোঁজে, পেলে আনে না।) — পথ
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আরাইলে = হারালে, বিচুরায় = খোঁজে, পাইলে = পেলে]

১৯. 'অ্যাক গাচে তিন তরকারী, ঝুইল্‌গা বইছে লাল ব্যাটারী।' — কলার মোচা
(একটি গাছে তিন তরকারী, ঝুলে আছে লাল ব্যাটারী।) — কালার মোচা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গাচে = গাছে, বইছে = রয়েছে]

২০. 'অ্যাট্‌ট্যা গাছে বারডা ফল, পাকলে অয় অ্যাট্‌ট্যা।' — ১ বছর
(একটা গাছে ১২ টি ফল পাকলে হয় একটি।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অ্যাট্‌ট্যা = একটি বছর, বারডা = বারোটি, অয় = হয়]

২১. 'অ্যাক আত গাচুটি, ফল তার পাশটি।' — আত
(এক হাত গাছটি ফল তার পাঁচটি।) — হাত
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অ্যাক = এক, আত = হাত, গাচুটি = গাছটি, পাশ = পাঁচ]

২২. 'অ্যাত সুন্দার লেমুটি, বোড নাই তার ধরমু কি।' — ডিমা।
(এত সুন্দর লেবুটি বোঁটা নেই তার ধরব কি।) — ডিম।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অ্যাত = এত, লেমু = লেবু, বোড = বোঁটা]

২৩. 'ইট্‌টুয় হানে পহিড্যা, ইচা বুইচা গাবায়, জে না কইতারে হুগনা গু চাবায়।' — ভাতের হাড়ি।
(একটু খানি পুকুরে ছোট মাছ উজায়, যে না বলতে পারে সে শুকনো গু চিবোয়।) — হাড়ি।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পহির = পুকুর, ইচা = চিংড়ি মাছ, গাবায় = উজায়,
গু = পায়খানা, হুগনা = শুকনো, চাবায় = চিবোয়]

২৪. 'উট্‌কি উট্‌কি চুট্‌কি চুট্‌কি, মারসিলি তো পরানে,
সুইজবডিকরাতি আইসিলি ক্যান এহানে।' — চালতা আর থুইরগা মাছ।
(উট্‌কি উট্‌কি চুট্‌কি চুট্‌কি মেরেছিলিশ তো প্রাণে,
সুইচ বটি করাতি এসেছিলিশ কেন এখানে।) — চালতা-থুরকিনা মাছ।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** সুইজবডিকরাতি = থুইর্‌গা মাছ = কাঁকলা মাছ, টক জাতীয় ফল চালতা জলের থুরকিনা মাছের গায়ে আঘাত করে। মাছ বলে প্রাণে তো মেরে ফেলতিস। চালতা বলে করাত মুখী তুই এসেছিল কেন এখানে?]

২৫. 'উপরেত্যা পল্‌লো বুরি, তার সব্ব অঙ্গে কুরি।' — কাডাল।
(উপর থেকে পড়ল বুড়ি তার সর্ব অঙ্গে কুঁড়ি।) — কাঁঠাল
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পল্‌লো = পড়ল, উপরেত্যা = উপর থেকে]

২৬. 'উপরেত্যা আইল তুইত্‌কা, ভাতে দিল মুইত্‌কা।' — লেমু
(উপর থেকে এলো তুতে ভাতে দিলে মুতে।) — লেবু
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মুইত্‌কা = প্রস্রাব করে, লেমু = লেবু]

২৭. 'এ পার খাগ্‌রা, ওপার খাগরা, মাজখানে লাগল ঝগরা।' — চোহের পাতা।
(এ পাড়ে খাগড়া ওপাড়ে খাগড়া মাঝ পথে লাগল ঝগড়া।) — চোখের পাতা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** খাগরা = ভ্রূ-কে নল খাগড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে]

২৮. 'ও ভিজা কাতার মা, ক্যানো ভিজা কাতা হুগায় না।' — জিব্বা।
(ও ভিজে কাঁথার মা কেন ভিজে কাঁথা শুকায় না।) — জিহ্বা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ভিজা = সিক্ত, কাতা = কাঁথা, হুগায় = শুকায়, ভিজাকাতা = জিহ্বা]

২৯. 'কাচা থাকতে তুলতুল, পাকলে অয় ইঙ্গুল।' — পোরা আরি।
(কাঁচা থাকতে তুলতুল, পাকলে হয় ইঙ্গুল।) — পোড়া হাঁড়ি।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** তুলতুল = নরম, ইঙ্গুল = টক্‌টকে লাল]

৩০. 'কুমার বারি আগুন লাগজে, গাচ বারি পুইর্‌গা,
নাহিল বারি দিয়া ধুমা বাইরাইছে।' — হিলুম।
(কুমার বাড়ি আগুন লেগেছে, গাছ বাড়ি পুড়ে, নারিকেল
বাড়ি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।) — সিলুম।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** লাগজে = লেগেছে, পুইর্‌গা = পুড়ে, নাহিল = নারিকেল, ধুমা = ধোঁয়া]

৩১. 'কান্দার পর কান্দা গুরি গুষ্টি বান্দা।' — কলাগাচ
(একটার উপর একটা সব শুদ্ধ বাঁধা।) — কলাগাছ
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কান্দার পর কান্দা = একটার উপর একটা লেগে থাকা, কলার বাকল জড়িয়ে জড়িয়ে গাছটি তৈরী হয়, গুষ্টি = গোষ্ঠী।]

৩২. 'কালা কিষ্ণো জলে ভাসে আর নাই তার মাংশু আছে।' — জোক
(কালো কৃষ্ণ জলে ভাসে হাড় নেই তার মাংস আছে।) — জোঁক
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কিষ্ণো = কৃষ্ণ, আর = হাড়, মাংশু = মাংস]

৩৩. 'কুট্‌টি কুট্‌টি ছ্যামরারা দুদে ভাতে খায়,
বর বর গাচের লগে যুইদ্দ হরতে জায়।' — কুরাল/করাত।
(ছোট ছোট ছেলেরা দুধে ভাতে খায়, বড় বড় গাছের সাথে যুদ্ধ করতে যায়।) — কুঠার/করাত।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কুট্‌টি = ছোট, দুদে্ = দুধে, বর = বড়, লগে = সঙ্গে]

৩৪. 'কালা কালা মিচরি, মোরে ক্যানো ছিচলি, আমি অইলাম
জগত ঢিলা, তুমি ক্যানো পতে ছিলা।' — হাপ-তাল
(কালো কালো মিছরি আমাকে ক্যানো ছিচলি, আমি তো জগৎ ঢিলে, তুমি ক্যানো পথে ছিলে?)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কালা কালা মিচরি = সাপ, ছিচলি = আঘাত করা, পতে = পথে]

৩৫. 'গোজটা থুইয়াইছি হোসটা লইয়াইছি।' — পায়খানা।
(গোজটা রেখে ফাঁকা করে নিয়ে এসেছি।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** থুইয়াইছি = রেখে এসেছি, হোসটা = মল শূন্য পেট, গোজটা = মল]

৩৬. 'গোরায় জল এই তো বর কল, মইদ্দে হোস এই বর দোষ,
উপরে পাতা এই বর কতা।' — হাপলা।
(গোড়াতে জল এই বড় কল, মধ্যে শূন্য এই বড় দোষ, উপরে পাতা এই মূল কথা।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হোস = ফাঁকা, মইদ্দে = ভিতরে]

৩৭. 'গুন গুনাইয়া গান গায় গাইনও তো না, আতি খায় মানু খায়, মানুও তো না।' — মাশা
(গুন গুন করে গান গায় গাইনতো না, হাতি খায়, গরু খায় মানুষও না।) — মশা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মাশা = গুন গুন করে গান করে যে, সে মানুষের রক্ত খায়,
সমস্ত পশুর রক্ত খায় অথচ মানুষ নয়।]

৩৮. 'গেছিলাম আস্‌কর বিলে দেইখ্যা আইছি চামরায় মুগুর কাডে।' — পায়খানা করা।
(আস্কর বিলে দেখে এসেছি চমড়ায় মুগুর কাটে।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ফাঁকা মাঠে অনেকেই মলত্যাগ করে,
চামরায় মুগুর কাডে = মলদ্বার দিয়ে মোটা শক্ত পায়খানা করা।]

৩৯. 'গাচ নাই , ডাল নাই , হগোল জাগা পাতা।' — বই।
(গাছ নেই , ডাল নেই , সর্বত্র পাতা।) — পুস্তক।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গাচ = গাছ, হগোল = সর্বত্র, পাতা = পৃষ্ঠা]

৪০. 'ঘুড ঘুডানি ঘুইড্‌গা নাগর, বিনা বইডায় বায় সাগর।' — কচরীপানা।
(ঘুড ঘুডানি ঘুইডগা নাগর, বিনে বৈঠাতে বায় সাগর।) — কচুরীপানা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বাইডা = বৈঠা, বায় = বেয়ে যায়, নাগর = কাজ কর্ম ছাড়া ঘুরে বেড়ায় যে।]

৪১. 'ঘুমাইলে দিতে আয় , না দিলে খতি অয়।' — দরজা
(ঘুমালে দিতে হয়, না দিলে ক্ষতি হয়।) — দরজা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অয় = হয়, খতি = ক্ষতি]

৪২. 'ঘরের পাছের গাই অ্যাক বিয়ানে নাই।' — কলাগাচ
(ঘরের পিছনের গাভী একবার বাচ্চা দিলে শেষ।) — কলাগাছ
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পাছের = পিছনের, বিয়ানে = বাচ্চা দিলে/ফল হলে]

৪৩. 'ঘরের মইদ্দে ঘর হেয়ার তলে পইর্‌গা মর।' — ঘোনা।
(ঘরের ভিতর ঘর তার ভিতর ঢুকে মর।) — মশারি।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** মইদ্দে = মধ্যে/ভিতরে, হেয়ার = তার, তলে = নীচে]

৪৪. 'চাইর কলসি মদু ভরা, ঢাকনি ছারা উবুত করা।' — অলান গরুর দুধের বাট।
(চার কলসী মধু ভরা ঢাকনী নেই উবুত করা।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চাইর কলসি মদু = চারটি গাভীর দুধের বাট, উবুত = উল্টে রাখা]

৪৫. 'চামরার বন্‌দুক, হাওয়ার গুলি, মাল্‌লাম ফাকে, লাগলো নাকে।' — গ্যাস ছারা।
(চামড়ার বন্দুক হাওয়ার গুলি মারলাম হাওয়াতে লাগলো নাকে।) — পায়ু নির্গত বায়ু।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চামরার বন্‌দুক = পায়ু ছিদ্র, হাওয়ার গুলি = পায়ু নির্গত গ্যাস]

৪৬. 'ছোডো ছোডো বালির চাইতে ছোডো, বনে তার বাস,
শিক্ষিত জনের কইতে লাগে বারো মাস।' — ওগলা পাতার গুরি।
(ছোট ছোট বালির চেয়েও ছোট, বনে তার বাস,
শিক্ষিত জনের বলতে লাগে বারো মাস।) — হোগলাপাতার বীজ।
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ছোডো = ছোট, কইতে = বলতে]

৪৭. 'ছোডো কালে ময়না, বয়সের কালে আয়না, বুরাকালে
বান্দইর্‌গা থোত্‌মা, কেউর দিগে কেউ চায় না।' — বউ
(অল্প বয়সে আদরিনী, মধ্য বয়সে চোখের মনি, বৃদ্ধ বয়সে বাদরের মুখ কেউতো তাকায় না।)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ছোডো = ছোট, বুরাকালে বান্দইরগা থোত্‌মা = বয়সের ছাপ]

৪৮. 'জলে জন্‌ম জলে খয় হেয়ারে লোকে কি কয়?' — লবন
(জলে জন্ম জলে ক্ষয় তাকে লোকে কি বলে?)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** জন্‌ম = জন্ম, খয় = ক্ষয়, হেয়ারে = তাকে, কয় = বলে]

৪৯. 'জন্‌ম ধলা, পরে কালা, লেগুড্যা ধইর্‌গা জলে হালা।' — ঝাহি জাল
(জন্ম সাদা পরে কালো লেজ ধরে জলে ফেল।) — খেবলা জাল
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** জনম ধলা = জাল তৈরীর সময় সাদা সুতোর রঙ্গেরই থাকে,
ধইর্‌গা = ধরে, পরে কালা = গাব দিয়ে কালো রং করা হয়]

৫০. 'ডাক্‌তার আইছে, ইংরেশন দিছে, থাবোর দিছি, মইর্‌গা গ্যাছে।' — মাশা
(ডাক্তার এসছে ইংজেক্‌শন দিয়েছে চড় দিয়েছি মরে গেছে।) — মশা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আইছে = এসেছে, ইংরেশন = ইন্‌জেক্‌শন, দিছে = দিয়েছে, থাবোর = চড়]

৫১. 'ঢ্যাক্‌কোর ঢ্যাক্‌কোর ঢ্যাক্‌কোড্যা, আত চাইরে তার লেগুড্যা।' — ঢিহি।
(ঢ্যাক ঢ্যাক ঢ্যাককোরটি হাত চারি তার লেজটি।) — ঢেঁকি
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ঢ্যাক্‌কোর = ঢেঁকি পাড়ের শব্দ, লেগুড্যা = ঢেঁকির পেছনের অংশ]

৫২. 'ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং তিন পুট্‌কির দশ ঠ্যাং।' — আল চওয়া।
(ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং তিন পাছার দশ ঠ্যাং) (দুটো গরু একজন মানুষের হালচষা)
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পুট্‌কির = পায়ু ছিদ্র/পশ্চাদ্দেশ, ঠ্যাং = পা]

৫৩. 'ঢেউয়ের উপর ঢেউ, মাজখানেতে বইয়া আছে, লাট সাহেবের বউ।' — কচরী
(ঢেউয়ের উপর ঢেউ, মাঝখানে বসে আছে লাট সাহেবের বউ।) — কচুরী পানা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** লাট সাহেবের বউ, শত জলের ঢেউতে যার কিছু আসে যায় না = কচুরী পানা।]

৫৪. 'তিরিশ আত জলে, জোতা পায় দিয়া চলে।' — চিঙ্গইর মাচ।
(ত্রিশ হাত জলে জুতো পায়ে চলে।) — চিংড়ি মাছ
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আত = হাত, জোতা = জুতো]

৫৫. 'দুই মার প্যাডে অ্যাক ছাওয়াল।' — দরজার খিল
(দুই মায়ের পেটে এক ছেলে।) — দড়জার খিল

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** দুই মার প্যাডে = দুটো খাপে, অ্যাক ছাওয়াল = একটি খিল]

৫৬. 'দিলে খায় না, না দিলে খায়।' — গরুর মুখের ঠুসি
(দিলে খায় না, না দিলে খায়।) — গরুর মুখের ঢাকনা

[**অর্থনির্দেশ ঃ** দিলে খায় না = গরুর মুখে ঠুসি থাকলে খেতে পারে না/মশারী না থাকলে মশায় খায়, থাকলে খায় না।]

৫৭. 'দাদায় দ্যায় অ্যাকবার, বৌদি দ্যায় বার বার।' — হিন্দুর
(দাদা দেয় একবার বৌদি দেয় বার বার।) — সিন্দুর

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** দাদায় = দাদা, দ্যায় = দেয়, অ্যাক = এক]

৫৮. 'দুই ঠ্যাং ধইর্‌গা দিলাম ভইর্‌গা, কিছুক্ষন কইর্‌গা দিলাম ছাইর্‌গা।' — হরতা
(দুই পা ধরে দিলাম ভরে কিছুক্ষণ করে দিলাম ছেড়ে।) — যাতি

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ধইর্‌গা = ধরে, কইর্‌গা = কাটাকুটি করে, ভইর্‌গা = ভরে]

৫৯. 'ধ্যানে সেনান, সেনানে ভোজন।' — মাউচুকারাঙ্গা
(ধ্যানে স্নান স্নানে পেট ভরে।) — মাছরাঙ্গা

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** সেনান = স্নান, সেনানে ভোজন = মাছরাঙ্গার জলে পড়ে মাছ ধরা]

৬০. 'ধইর্‌গা খারা, কইর্‌গা কাইত, ভইর্‌গা রাক্‌লাম হারা রাইত।' — খিল
(ধরে খাড়া, করে কাত ভরে রাখলাম সারারাত।) — দরজার খিল।

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ধইর্‌গা = ধরে, কইর্‌গা = করে, কাইত = কাত, হারা = সমস্ত, রাইত = রাত]

৬১. 'নাই দেইক্‌কা খাই, থাকলে আর খাইতাম না।' — ঘোনা
(নেই বলে খাই থাকেল খেতাম না।) — মশারি

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** দেইক্‌কা = দেখে, ঘোনা = মশারি]

৬২. 'বাশের বাসক ব্যাতের তালা, যে না কইতারে হে নাপতের হালা।' — দহির
(বাঁশের বাক্স বেতের তালা যে না বলতে পারে সে প্রামাণিকের শালা।) — মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ব্যাতের = বেতের, বাসক = বাক্স, কইতারে = বলতে পারে, নাপ্‌তের = নাপিতের]

৬৩. 'মার মামার ভাগনি জামাই আম্‌নার অয় কি?' — বাবা
(মায়ের মামার ভাগনী-জামাই তার কি হয়?)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আম্‌নার = আপনার, অয় = সম্পর্ক]

৬৪. 'মরাতার প্যাডে জেতাতা আডে।' — দহির/চাই
(মরার পেটে জ্যান্ত হাটে।) — চাই

[**অর্থনির্দেশ ঃ** মারাতার প্যাডে = দহিরের মধ্যে, জেতাতা আডে = জ্যান্ত মাছ চলাফেরা করে]

৬৫. 'লাল মেয়া আডে জায়, টোক্কা দিলে পয়সা অয়।' — ক্যারা
(লাল মিঞা হাটে যায় ছুইলে পরে পয়সা হয়।) — কেম্ব
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** লাল মেয়া = কেম্ব, টোক্কা = টোকা, অয় = হয়]

৬৬. 'সুন্দার ফুল ফুইড্গা রইছে তোলনী নাই, অ্যামোন মরন মইর্গা বইছে
কান্দনী নাই, ফুল বিছানা লাইচ্কা থুইছে শোয়নী নাই।' — তারা, হাপ, আহাশ
(সুন্দর ফুল ফুঁটে আছে তোলনী নেই, এমন মরণ মরে আছে কাঁদার
লোক নেই, এমন সুন্দর বিছানা পাতা আছে, শোয়ার লোক নেই।) — তারা, সাপ, আকাশ
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** থুইছে = রেখেছে, লাইচ্কা = বিছিয়ে, বইছে = বসেছে, ফুইড্গা = ফুটে]

৬৭. 'সাগরে জনম নগরে বাস, মায় ছুইলে পুত্রের সর্বনাশ।' — লবন
(সাগরে জন্ম নগরে বাস, মা ছুলে পুত্রের সর্বনাশ।) — নুন
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** জনম = জন্ম, ছুইলে = স্পর্শ করলে]

৬৮. 'সবুজ ব্যাপারী অ্যাডে জায়, নিত্য অ্যাডে চিম্ডি খায়।' — কদু
(সবুজ ব্যাপারী হাটে যায় রোজ হাটে চিমটি খায়।) — লাউ
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** সবুজ ব্যাপারী = সাদা রঙ্গের লাউ, চিম্ডি খায় = চিমটি দিয়ে দেখে কচি কিনা]

৬৯. 'রাঙ্গা মেয়া আডে যায়, নিত্য আডে থাবর খায়।' — মাডির আরি
(লাল মিঞা হাটে যায় রোজ হাটে থাবর খায়।) — মাটির হাঁড়ি
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** রাঙ্গা মেয়া = পোড়া মাটির হাঁড়ি, থাবর খায় = বাজিয়ে দেখে]

৭০. 'হকাল বিয়াল সেনান করে, মাতায় তার ধুপতি জলে।' — হিলুম
(সকাল বিকেল স্নান করে মাথায় তার ধূপতি জ্বলে।) — হুক্কা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হকাল = সকাল, সেনান = স্নান, ধুপতি = কলকের আগুন]

৭১. 'হাপটি গ্যালো জল খাইতে, ল্যাজটি আমার আতে।' — জাল
(সাপটি গেল জল খেতে লেজটি আমার হাতে।) — খেবলা জাল
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ল্যাজ = জালের দরি]

৭২. 'হোলোক হোলোক মহা হোলোক অদে দিয়া পাও,
যে না কইতারে হে পাতিহিয়ালের ছাও।' — জোতা।
(শ্লোক শ্লোক মহা শ্লোক গর্তে দিয়ে পা, যে না বলতে পারে শিয়ালের ছা।) — জুতো
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অদে = গর্তে (জুতোর ফাঁকে), পাতি হিয়াল = শৃগাল]

৭৩. 'হগোলে কয় গোল, আমি দেহি লম্বা।' — গোল পাতা
(সবাই বলে গোল আমি দেখি লম্বা।) — হোগলা পাতা
[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হগোলে = সকলে, দেহি = দেখি]

গ. লোকগান -

১. "অধো গাঙ্গে ঝরো বিস্‌টি
অধো গাঙ্গে কুউয়া —
মইদ্দে গাঙ্গে বাজায় বাশি
রাধারে শুনাইয়া.... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অধো = অর্ধ, ঝরো = ঝড়, কুউয়া = কুঁয়াশা]

২. "আম ও ফলে থোকায় থোকায়
ডালও পরে নুইয়া —
তাহার তলে কিষ্ণো ঠাকুর
শুইয়া নিদ্‌রা যায় ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** নুইয়া = নিচু হয়ে পড়া, নিদ্‌রা = নিদ্রা]

৩. "আম তলাতে সীতার বাটি
তাইতে আমরা বারইল বাটি —
বারইল বাড়ির আনা গোনা —
ভাইর বৌরে দিয়া সোনার গয়না ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বাটি = বাড়ি, বারইল = মাটির তৈরী খেলনা]

৪. "আকাশেতে জয়ের ধনি মনচে মঙ্গল গায়
লা নিয়ে বর দিয়ে জা —
এইও বারির ঝি বউ সবাই
চাইয়া লইলো বর
কি না বর চাও তোমরা কি না বর দিব ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ধনি = ধ্বনি, মনচে মঙ্গল = মঙ্গলগীতি,
ব্রতের গান - ইচ্ছা পুরণে বর প্রার্থনা করা হয় এইভাবে]

৫. "আম ও পাতায় উচুর গো মুচুর
বাশের আগা নোওয়া
জত কতা কইছোরে মদন ভাত রান্দার জইন্যে —
অ্যাহোন ক্যানো কান্দরে মদন
শানে পাছার খাইয়া ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** উচুর গো মুচুর = মাচুর মুচুর শব্দ,
নোওয়া = নীচু, শানে পাছার = মাটিতে মাথা ঠুকে]

৬. "আউসের বিয়া করবে দাদা
দিদির ডাইন পাশে বইয়া —
পরের মাইয়া পাইয়ারে দাদা
রাখিও জতনও করিয়া ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আউসের = শখের, জতন = যত্ন, পাইয়া = পেয়ে]

৭. ''অনাতেরই নাত গৌরাবে
অনাতেরে দিয়া দুক্‌ক শহরে ভাসালি —
শহরের ফ্যানা হয়ে চলি বাকে বাকে
অনাতেরই নাত গৌরারে ...।''

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** অনাত = অনাথ, দুক্‌ক = দুঃখ]

৮. ''আইলে রুইলাম গান্দার গাচটি চিরল চিরল পাতা
জে ডালে মোর কিষ্ণো বসে সেই ডালের ফুল সাদা,
হারে ও হারে ও মাইলনী, সেই ডালের ফুল সাদা ...।''

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আইলে = আলে, রুইলাম = রোপন করলাম, চিরল = চওড়া, কিষ্ণো = কৃষ্ণ, মাইলনী = মালি]

৯. ''আমার রামের এই বাসনা
বাহির কর পাডা-পুতা —
পাডার উপর থুইয়া পুতা
অলুত ছ্যাচ ফেইস্যা ফেইস্যা ...।''

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পাডা-পুতা = শিল-নোড়া, অলুত = হলুদ, ছ্যাচ = থ্যাতাকরা, ফেইস্যা = মিহি]

১০. ''আয় গোলাপি আয় বাবুর বিছানায়
রংয়ের পাশা খ্যালতে খ্যালতে
গরম ছোড়ে গায় - তা দেখিয়া
বাবু পাহা কিনতে জায় ...।''

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** রংয়ের = রঙ্গের, ছুইড়্‌গা = গরমে ঘাম ঝরা, পাহা = পাখা]

১১. ''অ্যাত টাহা থাকতেরে সোনার মোক্ষিন
লোকে দেবে খোডা —
মোক্ষিন বাবুর বুইন্যাই কান্দে
আতে লইয়া লোডা ...।''

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** খোডা = খোটা, বুইন্যাই = বোন, লোডা = শেষ সম্বলের পুঁটলি]

১২. ''অ্যাত দিনও ছিলারে দুরবা রাজারও বাগানে
আইজ ক্যানে আইছোরে দুরবা রিয়ার ও আসরে ...।''

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** দুরবা = দুর্বা, আইছোরে = এলেরে]

১৩. ''আল চাস করে আইল্‌গা গো ভাইরা
আতে সোনার লরি —
কোন কোন পতে জাব গো আমরা
চান ঠাকুরের বারি ...।''

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** চাস = চাষ, আইল্‌গা = যে হাল চাষ করে, লারি = গরু তাড়ানো লাঠি, পত = পথ, চান = চাঁদ]

১৪. "ইরা দিছি জিরা দিছি না দিয়াছি নুন
জত রান্দা রানছি আমি জত মাতার চুল ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ইরা-জিরা = জিরাটিরা, দিছি = দিয়েছি]

১৫. "উত্তরেত্যা আইলো বেয়াই গোমের ছাতু খাইয়া
ঘাট চেনেনা পত চেনে না অমনি দিল বাইয়া ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** উত্তরেত্যা = উত্তর দিক থেকে,
আইলো = এলো, অমনি = তখনই, বইয়া = বসে পড়া]

১৬. "উত্তাধারের মাজে চেয়ার টেবিল সাজে
বইসতে দেব বেয়াই সেইখানে —
চেয়ার গুলা আরাই ফুট
বেয়াই গুলি very goot ....।" (good > goot)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** উত্তাধার = উত্তর পাশের , বইস্‌তে = বসতে]

১৭. "উত্তরাউলির বরই গাচ্‌টি
দক্ষিন আউলিয়ায় বায় —
ও মোর পিয়ে গো
দক্ষিন আউলিয়ায় বায় ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** উত্তরাউলিয়ার = উত্তর পাশের, বরই = কুল]

১৮. "ও ও কোদালে কাটিয়া না মাটি
রুইলাম বাশের ছোপা —
ও-মোর পিয়ে লো
রুইলাম বাশের ছোপা ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** রুইলাম = রোপন করলাম, ছোপা = গোছা]

১৯. "ও ও ... কোদালে, কাটিয়া গো মাটি আতেতে ছানাই
ও ও-ছানাইয়া না মাটি বারইলও বানাই
বারইলও না বানাইয়া
মাটি রদ্দুরেতে সাজাই ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ছানাই = মাখি, বারইল = খেলার পুতুল, রদ্দুরে = রৌদ্রে]

২০. "ও ও ... শাসকিয়া ভাই সীতার বিয়ার শংক দিবা তুমি
শংক জত কাটতে পার
টাকা জত লইতে পার,
সীতার বিয়ার জোরও দিবা তুমি...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** শাসকিয়া = শাঁখারি, শংক = শঙ্খ, লইতে = নিতে]

২১. "ওরে পাখি জোরে নদীরও কিনারে
কওহে পাখি কওহে কতা রাম কত দুরে —
কইয়াছি কইয়াছি রামেরে গিলারও দোকানে
বাইচ্‌কা বাইচ্‌কা কেনে গো গিলা বিয়ারও কারনে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কও = বল, গিলা = গিলে (বিয়েতে দরকার হয়), বাইচ্‌কা = বেছে]

২২. "ও হলুত ধীরে ধীরে মাখিও আমার রামের গায়
আমার রামের গায় জ্যান ব্যাতা নাহি পায় ...।
ও হলুদ ধীরে ধীরে মাখিও ...।
ও বিন্দ্যে কই তোমার সুখের নিশি প্রভাত অইয়া যায় ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** হলুত = হলুদ, জ্যান = যেন, ব্যাতা = ব্যথা]

২৩. "ও মনু তুই কোমনে গেলি তারা তারি আয়
নানু আইছে ছালুন লইয়া
ভাত খাইতে বোলায় ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** আদরের = ডাক, নানু = নানা, ছালুন = তরকারি, বোলায় = ডাকে, কোমনে = কোথায়]

২৪. "ও -ও কোকিল ডাইকো না, ডাইকো না
ঐ কদম ডালে —
শীত বসন্ত সুকের কালে
মোর পতি নাই ঘরে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** শীত-বসন্ত = সব সময়ই এক রকম, পতি = স্বামী, ডাইকো = ডেকো]

২৫. "ও রসিকা নাপিত রে
কামাইয়া কুলাইয়া নাপিত ব্যাবার
পাইছো কি ? ব্যাবার পাইছি জ্যামন
ত্যামন বউরে আরাইছি ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** রসিকা = রসিক, কামাইয়া-কুলাইয়া = কাজ করে, আরাইছি = হারিয়েছি, ব্যাবার = উপহার]

২৬. "ও পার বইয়া জিগায় মালী
কি ফুলে বরত করি —
কাল যে আনছি গান্দা ফুলটি
সেই সেই ফুলে বরত করি ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বইয়া = বসে, বরত = ব্রত, জিগায় = জিজ্ঞাসা করা]

২৭. "কামার বারি টাকুর টুকুর
সুতার বারি কি —
হারেও হারেও নগরী পল্‌লো জয়ের ধ্বনি ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কামার = লোহা ঝালাই করে যে,
সুতার = কাঠমিস্ত্রী, পল্‌লো = পড়লো]

২৮. "খাল ভাঙ্গিল খাল ভাঙ্গিল
এলোরে নোনা জল —
নোনা জলের এমনি ধারা
সোনার দেহ অইলো কালা ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** নোনা = লোনা, অইলো = হল, কালা = কালো]

২৯. "খাল পারেতে তমাল গাছটি
বানছে কোকিল বাসা —
সারা দিন তো ডাকলি কোকিল
কিঞ্চো নাই মোর দ্যাশে —
সন্দা ব্যালা আইস্‌পে কিঞ্চো ধুপেরই ঘেরানে ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পারেতে = পাড়েতে, বানছে = বেঁধেছে,
দ্যাশে = দেশে, আইস্‌পে = আসবে, ঘেরানে = ঘ্রাণে]

৩০. "গাব দিলাম কুরা দিলাম
খ্যাও হ্যালাইলাম
বারৈ বারির ঘাড়ে —
ও ইলিশ মাচরে, খলিশা রে
সেই মাচ্‌ থুইলাম থালে থালে ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কুরা = ধানের খোসার গুড়ো, খ্যাও = খেপ,
হ্যালাইলাম = ফেললাম, খলিশা = ছোট এক প্রকার মাছ, থুইলাম = রাখলাম]

৩১. "গগনেতে ওরে পাখি
নীল বরন দুইডা আখি —
সিতা জোর সিতা পরে
কিঞ্চের জোরে রইলো ঘরে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ওরে = ওড়ে, কিঞ্চের = কৃঞ্চের]

৩২. "ঘটি বোরাইলাম বাটি বোরাইলাম
বদনা দিলাম তল —
বারই বারির জল খাইতে লাগবে টিউবল ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বোরানো = ভর্তি করা, বদ্‌না = ঘটি
জাতীয়, টিউবল = টিউবয়েল]

৩৩. "চিকুন চাউলের ভাত রান্দিয়া
ফ্যান খসাইলাম চারাতে —
কে ছারিল কালো কুকুর পারাতে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ খসাইলাম = ঝরালাম, ছারিল = ছাড়ল,
চারা = মাটির ভাঙ্গা পাত্র , পারাতে = পাড়াতে]

৩৪. "ছোট্ট মুন্দির ভাঙ্গিয়ে
বর মুন্দির গরিয়ে
তাতে রুইলাম শিতলশীর দানা
ও কি হায়রে —
তাতে রুইলাম সিতালশীর দানা ...।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ মুন্দির = মন্দির, বর = বড়,
শিতলশীর দানা = পূজোর উপকরণ/অর্থাৎ ঘট সাজানো]

৩৫. "জেষ্ঠ আশার মাসে
গাঙ্গে উজায় মাচ —
কানাই জায় সেনান করিতে পিছে জায় রাধা
সুন্দর কানাইয়া রে
সুন্দর কানাইয়া রে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ আশার = আষাঢ়, উজায় = গাবায়,
মাচ = মাছ, সেনান = স্নান, কানাইয়া = কৃষ্ণ]

৩৬. "ডাউকও ডাকে ডংকুর ডাকে
ডাকে বনের কোরা —
অ্যাকই সনে খেলছি মোরা
তাগো দিছে বিয়া —
বর লোকের মাইয়া জারা
তাগো জনম সুকের ...।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ ডাউক = ডাক পাখি, কোরা =পাখি জাতীয়,
অ্যাকই = এক, দিছে = দিয়েছে, বড় = সম্ভ্রান্ত, জনম = জন্ম]

৩৭. "চিঠি পারাই চিঠি না লিখি
চিঠি খানতো থুইলাম ঘরের চালে —
বাপ মায়ে দিছে বিয়া দুরন দ্যাশে
চাইয়া পরান কান্দে
বারি জাই জাই বলে .... ।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ পরাই = পড়াই, থুইলাম = রাখলাম, দুরন
= দূরে, পরান = প্রাণ/হৃদয়]

৩৮. "তারা করে আস নিলাই সুন্দরী
গাঙ্গে উজান ভাডি —
মায়ে গ্যাছে গাঙ্গের ঘাডে
কাড্ডি কইয়া আসি।
ঘরে আছে পিতলের কলসী
তাইতে লিখে আসি ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** তারা করে = তাড়াতাড়ি, ভাডি = ভাঁটি/ভাঁটা, কাড্ডি = কার কাছে, কইয়া = বলে]

৩৯. "তোরে বলি তোরে বলি
ওরে গিলা তোমার জনম কোনখানে —
তোমায় লাগে কোন কাজে।
আমায় দিয়া সেনান করে —
লকাই বেউলা দুইজনে ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গিলা = বিয়ের সময় বেটে গায়ে দেওয়া এক প্রকার দ্রব্য, লকাই = লখিন্দর, বেউলা = বেহুলা]

৪০. "দম্ দমাইয়া আডে নারী চোক্ পাকাইয়া চায় —
ছয় মাসে ঐ নারীর আইয়ু ক্ষয় অয় ...।" (গাজীর গান)

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** দম্ দমাইয়া = দুম্ দুম্ করে হাঁটার শব্দ, পাকাইয়া = বিস্ফারিত করে, আইয়ু = আয়ু]

৪১. "ধান বুনাইলাম
শিকল টানিলাম
ধানতো ফলে না —
আলু মেলে, কচু মেলে, মাংশু মেলে না
খাবেন বেয়াইরা খালি ভাত
মন্দ বলবেন না ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** কচু = এক জাতীয় জলজ তরকারী, মাংশু=মাংস, বুনাইলাম = বুনলাম, বিয়ে বাড়িতে রসিকতা করে এই গান পরিবেশিত হয়]

৪২. "পাশা খ্যালো গুটিরে চাল
ও তোমার সোনার গুটি বাহির করো —
রঙ্গের পাশা খ্যালতে খ্যালতে ঘাম ছুটেছে গায়
ওরে পাশা খ্যালায় ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পাশা = এক প্রকার বিয়ের সময়কার খেলা]

৪৩. "পিপরার লেউতে
অতিত আইছে বারিতে —
বইস্তে দেব তারে কোনখানে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বইসতে = বসতে, লেউতে = লাইন দিয়ে, অতিত = অতিথি]

৪৪. "পুষ্কনিতে নাইকো জ্বল
পার ক্যানো ডোবে রে
গুরু চান বুজাও আমারে —
অ্যাকটি গাছে তিনটি পদ্‌দো
অ্যাকটি পদ্‌দো নীলরে গুরুচান বুঝাও আমারে —
সেই পদ্‌দতে ল্যাহা আছে হরিচাদের নাম রে গুরুচান
বুজাও আমারে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ পুষ্পনিতে = পুকুরে, পদ্‌দো = পদ্ম, গুরুচান = গুরুচাঁদ]

৪৫. "ফুল তুলিতে জ্বায় মোর মাইলনী
ফুলের বিন্দাবনে
ফুল তুলিব সাজি ভরিব থোবো মায়ের ঘরে —
মাগ মাসে আইস্‌পে কিষ্ণো দিব তাহার গলে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ মাইলনী = মালি, সাজি = ফুল রাখার
দানি, আইসপে = আসবে, কিষ্ণো = কৃষ্ণ, মাগ = মাঘ]

৪৬. "ফুল তোলে ডালে ডালে
বিল্‌লো তোলে মাঠে
ওলো প্রান সই —
এ বাগিচায় ফুল তোলে কে?
ফুল তোলে ইতি ছেমরি
আতে ডালা লইয়া ওলো প্রান সই
এ বাগিচায় ফুল তোলে কে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ বাগিচায় = বাগানে, বিল্‌লো = এক
প্রকার ফুল, ছেমরি = মেয়ে, লইয়া = নিয়ে]

৪৭. " ফুল তুলিতে জ্বায় মোর মালি
উত্তর কোলার মাজে —
এ ফুল তোলে ও ফুল তোলে
বাইচ্‌কা তোলে মৌরগা ...।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ কোলার = জমির, বাইচ্‌কা = বেছে,
মাজে = মাঝে, মৌরগা = এক প্রকার জলজ ফুল]

৪৮. "বট পাতা ঝুরো ঝুরো
বর আইছে কি ?
অ্যামোন পান আনছে
খাইয়া মোগো ঘুল্‌লায় ধরিছে ...।"

[**অর্থনির্দেশ** ঃ ঘুল্‌লায় = মাথাঘোরা, আনছে = এনেছে, মোগো = আমাদের]

৪৯. "বাইর বারিত্যা আইলো রে পোশাবর
ভিতর বারি থানা —
কিনা বাতাসা আনছেরে বেয়াইরা চারা মিশাইয়া ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** পোশাবর = বরযাত্রীর আনা মিষ্টিদ্রব্য,
চারা = ভাঙ্গা হাড়ির টুকরো টুকরো অংশ, আনছেরে = এনেছে]

৫০. "মাঠে বসে ধেনু ধরে
দিজ দিজ খ্যালা করে
ও গুনের ভাইরে কানাই —
তোর বুজি মায়ের কতা
মনে পরে না ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ধেনু = বাঁশি, কানাই = কৃষ্ণের ন্যায়
ভালো বাসে যে ভাইকে, কতা = কথা]

৫১. "ম্যাগ ও নয় সে ম্যাগ রাশি
ডবোল ম্যাগে বাজায় বাশি —
যে ঘাড়ে ভরিব কলসী সেই ঘাড়ে
দারোগার পান্‌সি ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ম্যাগ = মেঘ, ঘাড = ঘাট, পানসি = নৌকা]

৫২. "মোর গোপাল তিন দিন ধইর্‌গা গ্যাছেরে
গোপাল ও গোপাল রে —
খাইছে না খাইছে গোপাল আয় আয় রে
ভাত অইয়াছে করা করা,
বেনুন অইছে বাসি —
ও গোপাল রে ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ধইর্‌গা = ধরে, অইয়াছে = হয়ে গেছে,
করা করা = শক্ত, বেনুন = তরকারি]

৫৩. "মোণ্ডপেরই চতুর পাশে
গান্দা লাগাই সাইরে সাইরে —
অ্যাকটি গান্দা নীলরসে
মাগো আমার করম দোশে ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** গান্দা = গেদা ফুল, করম = কর্ম,
সাইরে সাইরে = লাইনে লাইনে]

৫৪. "মোগো মতো কোতায় পাবে অ্যাতো নদী অ্যাতোখাল
মোগো বারি বরিশাল ...।
তালতার মাড়ের চুন খাবেন
সাইবের আড়ের মুকরার রান।
বারপাইকার কুটীর শিল্পে তৈয়ার করে খাদা —
ভাইদ্‌গার পারের আমজেদ ব্যাচে আলু, রোসন, আদা
কুরিয়ানার গইয়া খাবেন হাতলার বিলের কই
কুরইল্‌গার হাপলা খাবেন, জীবন ঘোষের দই ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** সাইবার = সাহেবের, আড = হাট, খাদা = গাছের তৈরী বাসন, গইয়া = পেয়ারা, হাপলা = শাপলা]

(উল্লেখ্য —বারপাইকা 'সাইবের আড = সাহেরে হাট, ভাইদ্‌গার পার = ভদ্রপাড়া, 'হাতলা = শাতলা, সমস্ত গ্রামই আমার গবেষণা ক্ষেত্রের অন্তভুর্ক্ত।)

৫৫. "রাজার ছেলে খ্যালে পাশা
দোতালা দালানে —
বাম পাশে রাধিকা কাদিতে লাগিল
কাইন্দনা কাইন্দনা রাধিকা কান্দিওনা তুমি —
জাহা কিছু লাগিবে এনে দেব আমি ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** বিয়ে করে কন্যাকে নিয়ে যাওয়ার সময় বাসি বিয়েতে এই পাশা খেলা হয়। কাইন্দনা =কেঁদো না]

৫৬. "শীত গ্যালো বসন্ত এলো রে বন্দু
এলো ফাগুন মাস —
বন্দু জাবে বৈদ্যাশেতে খাবার নিবা কি?
চৌক্‌কে চৌক্‌কে চাইয়া রব
খাবার লাগবে কি ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** ফাগুন = ফাল্গুন, বন্দু = বন্ধু, বৈদ্যাশেতে = বিদেশেতে, চৌক্‌কে = চোখে]

৫৭. "সন্দা দ্যাও হে সন্দামনি
সন্দা দ্যাও সকালে —
সন্দার কালে দিও সন্দা
কাজ করিও পরে ...।"

[**অর্থ নির্দেশ ঃ** সন্দা = সন্ধ্যা, দ্যাও = দাও]

৫৮. "সুন্দরও সুন্দরও রাধিকার সনে
মিলিলো কানাইয়া গো —
সুন্দরও সুন্দরও কতা কইয়া —
স্বামির পায়ে দিচ্ছে তৈল
মাজিয়া মাজিয়া ....।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ কানাইয়া = কৃষ্ণ, কতা = কথা, তৈল = তেল, মাজিয়া-মাজিয়া = মেজে-মেজে]

৫৯. "সিন্দুরেরও বিন্দু বিন্দু
কাজলেরও ফোটা
পান দিবা বিরায় বিরায়
গুয়া লাগে জটা ... ।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ বিরা = বিড়া (এক গোছা), গুয়া = সুপারী, জটা = যতগুলো, লাগে = দরকার]

৬০. "সরলা বাশেরও বাশি
দক্খিনা বাতাসে নুইয়া পরে আগা ...।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ নুইয়া = নিচু হয়ে, আগা = অগ্র]

৬১. "হাওয়া গারি ঝাম্ ঝুম্ লিচু বাগানে, লিচু বাগানে,
হাওয়ায় হাওয়ায় চইল্গা গ্যালাম বন্দুর বাজারে —
সেই বাগানে নাইকো মোর সীতা সাজনে ....।"

[**অর্থ নির্দেশ** ঃ চইল্গা = চলে, বন্দুর = বন্ধুর, গারি = গাড়ি]

---

২. ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যাবলী

ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাঁদের অকৃত্রিম সাহায্য পেয়েছি এবং যাঁদের নিকট থেকে মৌখিক ভাষাগত উপাদান ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি তাঁদের নাম, বয়স, পেশা, ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হলো —

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
০১.	শ্রী সুনীল কুমার বাড়ৈ	৪৮	শিক্ষকতা	গ্রা. আগৈলঝাড়া, বরিশাল
০২.	শ্রী মহানন্দ সমাদ্দার	৫০	ব্যবসা	গ্রা. + পো. বারপাইকা , রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
০৩.	শ্রী রমণী মোহন ঢালী	৬২	শিক্ষকতা	গ্রা. + পো. বারপাইকা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
০৪.	শ্রী সুভাষ চন্দ্র হালদার	৬০	চাকুরী	গ্রা. ভাউধর, রত্নপুর (সংলগ্ন), বরিশাল
০৫.	শ্রী নীহাররঞ্জন বিশ্বাস	৩৮	শিক্ষকতা	গ্রা. খেজুরবাড়ী, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
০৬.	শ্রী উপেন বৈরাগী	৪৫	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
০৭.	শ্রী সত্যরঞ্জন বৈরাগী	৩৭	শিক্ষকতা	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
০৮.	মোঃ বজলুল হক	৩৫	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
০৯.	মোঃ করিম শাহ্	৩৭	শিক্ষকতা	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০.	শ্রী বরুণ বাড়ৈ	৪০	ছাত্র নেতা	গ্রা. গেইস্‌সার, পো. গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
১১.	শ্রী অজিত কর্মকার	৪৪	ব্যবসা	গ্রা. + পো. কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১২.	শ্রী মুকুল সুতার	৪০	শিক্ষকতা	গ্রা. সুতারবাড়ি, পো. সরবাড়ি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৩.	শ্রী নীরোদবরণ বিশ্বাস	৬৫	চাকুরী	গ্রা. আউলিয়ার বাসা, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৪.	শ্রী নির্মল চৌধুরী	৩৮	ডাক্তার	গ্রা. + পো. বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৫.	শ্রী ফণিভূষণ মজুমদার	৩৬	শিক্ষক (গান)	গ্রা. + পো. আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৬.	মোঃ টিপু শাহা	৪২	রাজনীতি	গ্রা. নগরবাড়ি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৭.	শ্রী নীলকান্ত চৌধুরী	৬৬	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৮.	শ্রী যাদব খুড়ি	৬৫	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. কোদাল ধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৯.	শ্রী দীনেশ বিশ্বাস	৫০	শিক্ষকতা	গ্রা. + পো. আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২০.	শ্রী বিচরণ বালা	৫০	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. আস্কর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২১.	শ্রী গৌরাঙ্গ হালদার	৭০	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
২২.	শ্রী অনন্ত অধিকারী	৭০	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. রাজাপুর, কদমবাড়ি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৩.	শ্রী মাখন অধিকারী	৭১	কৃষিজীবী	গ্রা. কদমবাড়ি, রাজাপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৪.	শ্রী কেষ্টা তালুকদার	৫৯	কৃষিজীবী	গ্রা. রাজাপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৫.	মোঃ ওমর ফারুক ভট্টি	৭০	কৃষিজীবী	গ্রা. চন্দ্রক্রিশিরা, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৬.	শ্রী অনিল রায়	৫৬	চাকুরী	গ্রা. আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৭.	শ্রী সঞ্জয় হালদার	৪৩	চাকুরী (আমিন)	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৮.	মোঃ লাল মেঞা	৫৫	ব্যবসা	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৯.	শ্রী ক্ষীরোদ বাড়ৈ	৮০	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩০.	শ্রী ভবসিন্ধু হালদার	৬৫	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩১.	শ্রী সদানন্দ হালদার	৪০	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩২.	শ্রী বিপ্লব সরকার	৬০	কৃষিজীবী	গ্রা. আমবাড়ি, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৩.	শ্রী সনাতন রায়	৫৫	কৃষিজীবী	গ্রা. মৌরিহার, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
৩৪.	শ্রী শিশির ভাংরা	৫০	কৃষিজীবী	গ্রা. শিমুলবাড়ি, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৫.	শ্রী কালাচাঁদ মৌরী	৪৫	কৃষিজীবী	গ্রা. মোল্লাপাড়া, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৬.	শ্রী প্রিয়লাল চৌধুরী	৫৫	কৃষিজীবী	গ্রা. নাগার, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৭.	শ্রী গোপাল কর্মকার	৫২	কৃষিজীবী	গ্রা. আহুতি বাটরা, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৮.	শ্রী অরুণ মাঝি	৪৮	শিক্ষকতা	গ্রা. সরকাড়ি, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৯.	শ্রী জীতেন্দ্র হালদার	৪৬	কৃষিজীবী	গ্রা. নাগিরপাড়, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪০.	শ্রী মন্টু বাড়ৈ	৩০	কৃষিজীবী	গ্রা. মাগুড়া, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪১.	শ্রী সুভাষ বাড়ৈ	৪২	ভ্যানচালক	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪২.	শ্রী সত্য বৈদ্য	৫৫	মাঝি	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪৩.	মোঃ শাজাহান কারিকর	৪৫	রিক্সাচালক	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪৪.	মোঃ মোতাহার আলি	৪০	ভ্যানচালক	গ্রা. আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪৫.	শ্রী হরেকৃষ্ণ বাড়ৈ	৬৫	অবশরপ্রাপ্ত চাকুরে	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
৪৬.	মোঃ রহিম মোল্লা	৪০	রিক্সাচালক	গ্রা. আস্কর (চক্রীবাড়ি), বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪৭.	শ্রী অনাদি ভক্ত	৩৫	খেয়া মাঝি	গ্রা. পয়সা, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪৮.	মোঃ আলি মোল্লা	৬৫	মৌলভি	গ্রা. + পো. আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪৯.	শ্রী অনু বাছার	৪৫	অটোচালক	গ্রা. + পো. আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫০.	শ্রী বিশ্বনাথ হাজরা	৪০	ভ্যানচালক	গ্রা. তালতা, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫১.	শ্রীমতি সরোজিনী বাড়ৈ	৬৫	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫২.	শ্রীমতি শেফালী বাড়ৈ	৪০	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫৩.	শ্রীমতি শিল্পী রায়	৩৫	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫৪.	শ্রীমতি মৌফুল বালা	৬৫	গৃহকর্মী	গ্রা. মোল্লাপাড়া, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫৫.	শ্রীমতি গীতা বালা	৪০	গৃহকর্মী	গ্রা. মোল্লাপাড়া, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫৬.	শ্রীমতি আহ্লাদি চৌধুরী	৭০	গৃহকর্মী	গ্রা. মোল্লাপাড়া, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫৭.	শ্রীমতি পবিত্র চৌধুরী	৩৫	গৃহকর্মী	গ্রা. মোল্লাপাড়া, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
৫৮.	শ্রীমতি অপর্ণা মোড়ল	৩০	গৃহকর্মী	গ্রা. পতিহার, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫৯.	শ্রীমতি শোভা সমাদ্দার	৫০	গৃহকর্মী	গ্রা. দিগিবালি, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬০.	শ্রীমতি জয়মালা সমাদ্দার	৪০	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬১.	শ্রীমতি সূচীতা বিশ্বাস	৪০	শিক্ষিকা	গ্রা. মোল্লাপাড়া, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬২.	শ্রীমতি পবিত্র হালদার	৩০	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬৩.	শ্রীমতি মঞ্জরী হালদার	৭০	গৃহকর্মী	গ্রা. জোবার পাড়, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬৪.	শ্রীমতি কুমদিনী চক্রবর্তী	৪০	গৃহকর্মী	গ্রা. পয়সার হাট, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬৫.	শ্রীমতি বিমলা সমাদ্দার	৮৫	গৃহকর্মী	গ্রা. পয়সার হাট, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬৬.	শ্রীমতি আভা মুখার্জী	৭০	গৃহকর্মী	গ্রা. মানসী ফুল্লশ্রী, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬৭.	শ্রীমতি মিঠু রায়	৪০	গৃহকর্মী	গ্রা. কোদালধোয়া, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬৮.	শ্রীমতি প্রণতি হালদার	৭৫	গৃহকর্মী	গ্রা. সরবাড়ি, বড় মাগরা, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
৬৯.	শ্রীমতি অপর্ণা সুতার	৫২	গৃহকর্মী	গ্রা. বড়মাগরা, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭০.	আশমা সন্নামত	৩৫	গৃহকর্মী	গ্রা. স্যারাল, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭১.	কোহিনূর খাতুন	৪০	শিক্ষিকা	গ্রা. + পো. বারপাইকা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭২.	নার্গিস খাতুন	৩৮	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. বারপাইকা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭৩.	নূরজাহান কাজী	৪৫	গৃহকর্মী	গ্রা. ট্যামার, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭৪.	লুৎফা বেগম	৪০	গৃহকর্মী	গ্রা. মোল্লাপাড়া, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭৫.	সেলিনা আখতার	৬২	গৃহকর্মী	গ্রা. আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭৬.	ফতেমা বেগম	৭০	গৃহকর্মী	গ্রা. পশ্চিম বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭৭.	আফুজা খাতুন	৬২	গৃহকর্মী	গ্রা. চক্রীবাড়ি (আস্কর), বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭৮.	নূরজাহান খাতুন	৪৫	গৃহকর্মী	গ্রা. আমবৌলা, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭৯.	শ্রীমতি সীমা বিশ্বাস	৩৮	শিক্ষিকা	গ্রা. পাকুরিতা, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
৮০.	শ্রীমতি মঞ্জু রায়	৫৫	শিক্ষিকা	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮১.	শ্রীমতি মুক্তি বিশ্বাস	৩৮	শিক্ষিকা	গ্রা. বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮২.	শ্রীমতি অঞ্জলি হালদার	৩০	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮৩.	শ্রীমতি বেলা সরকার	৬০	গৃহকর্মী	গ্রা. আহুতি বাটরা, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮৪.	শ্রীমতি সুজতা মণ্ডল	৩০	গৃহকর্মী	গ্রা. বাসাইল, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮৫.	হালিমা খাতুন	৪৫	গৃহকর্মী	গ্রা. স্যারাল, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮৬.	মাসুদা খাতুন	৫০	গৃহকর্মী	গ্রা. স্যারাল, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮৭.	সেলিমা বেগম	৪৪	গৃহকর্মী	গ্রা. স্যারাল, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮৮.	শ্রীমতি ধলি বাড়ৈ	৫৫	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮৯.	শ্রী হরনাথ হালদার	৪০	শিক্ষকতা	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯০.	শ্রীমতি নমিতা হালদার	৩০	শিক্ষিকা	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
৯১.	শ্রীমতি নুপুর বাড়ৈ	২৫	ছাত্রী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯২.	শ্রীমতি সুরবালা বাড়ৈ	৪৫	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৩.	শ্রীমতি দয়া বালা	৪০	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৪.	শ্রী বিশ্বজিৎ বালা	২৫	ছাত্র	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৫.	শ্রী সৌরভ সমাদ্দার	১৫	ছাত্র	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৬.	শ্রীমতি সুজাতা বাড়ৈ	৫৫	গৃহকর্মী	গ্রা. জলিরপাড়, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৭.	শ্রীমতি মৃদুলা সরকার	৪০	শিক্ষিকা	গ্রা. গোয়াইল, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৮.	শ্রীমতি আলো রায়	৩৫	গৃহকর্মী	গ্রা. + পো. আস্কর, বাগ্‌ধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৯.	শ্রীমতি দেবমতি হালদার	৫৫	শিক্ষিকা	গ্রা. ভাউধর, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০০.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	৩০	গৃহকর্মী	গ্রা. যবসেন (ফুল্লশ্রী), গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০১.	মোঃ আহম্মেদ জালাল	৬৬	মুক্তিযোদ্ধা	গ্রা. যবসেন (ফুল্লশ্রী), গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

নং	নাম	বয়স	পেশা	ঠিকানা
১০২.	মোঃ মান্নান শাহ	৬৫	মুক্তিযোদ্ধা	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০৩.	মোঃ হারুণ শাহ	৭০	মুক্তিযোদ্ধা	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০৪.	মোঃ রফিক মোল্লা	৬০	মুক্তিযোদ্ধা	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০৫.	শ্রী সুখদেব গোস্বামী	৫৫	সাধক	গ্রা. জোবারপাড়, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০৬.	মোঃ আলমগীর মোল্লা	৪৫	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০৭.	মোঃ আনিসুর ইসলাম	৩৮	আর্টিস্ট	গ্রা. + পো. আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০৮.	মোঃ বাবলু শাহ্	৫৫	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. খাজুরিয়া, বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০৯.	মোঃ নুরুল ইসলাম	৪৫	কৃষিজীবী	গ্রা. নগরবাড়ি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১১০.	মোঃ নুরা কাজী	৬০	কৃষিজীবী	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১১১.	মোঃ হয়দার মোল্লা	৪০	চাকুরী	গ্রা. + পো. বারপাইকা, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ক. বাংলা গ্রন্থ ঃ

১. 'শ, রামেশ্বর ঃ 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', ৮-ই অগ্রহায়ণ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৭০০০০৯।

২. ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশচন্দ্র ঃ 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়', পঞ্চম সংস্করণ, জুন ২০০০, কলকাতা - ৭০০০৯।

৩. মজুবদার, পরেশচন্দ্র ঃ 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা', (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড), দে'জ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০৩, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

৪. করিম, মীর রেজাউল ঃ 'শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি', পুস্তক বিপণি, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, কলকাতা - ৭০০০০৯।

৫. ইসলাম, পি. এম. সফিকুল ঃ 'রাজশাহীর উপভাষা', প্রথম সংস্করণ, জুন ১৯৯২, বাংলা একাডেমী — ঢাকা।

৬. চাকী, জ্যোতিভূষণ ঃ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ', দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০০, আনন্দ পি. পি. লি. পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা - ৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

৭. মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর ঃ 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব', ১৯৯৭, নয়া উদ্যোগ, ২০০৬ বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৬।

৮. হাই, মুহম্মদ আবদুল ঃ 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' , নবম সংস্করণ, মে, ২০০৬, মল্লিক ব্রাদার্স ৩/১ বাংলা বাজার, ঢাকা - ১১০০।

৯. মুহম্মদ হহীদুল্লাহ (প্রধান সম্পাদক) ঃ 'বাংলা একাডেমী', বাংলা দেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (অখণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, ঢাকা।

১০. আজাদ, হুমায়ুন (সম্পাদক) ঃ 'বাংলা ভাষা' (১ম ও ২য় খণ্ড), (বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন), সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২, আগামী প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা - ১১০০।

১১. রায় চৌধুরী, সুভাষ চন্দ্র ঃ 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা',১৯৮৮, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

১২. পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র ঃ 'বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ', রেনেসাঁস প্রিন্টার্স - ১৯৬৭, ঢাকা - ১।

১৩. চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) ঃ 'বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস', শুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাব্‌লিশার্স - ২০০২, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

i) সেন, রোহিনী কুমার - বাকলা।
ii) গুপ্ত, ঈশ্বর চন্দ্র - বরিশালের বিবরণ।
iii) রায়, খোসাল চন্দ্র - বাকরগঞ্জের ইতিহাস।

১৪. বিশ্বাস, দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ 'মহাত্মা নিবারণ' (জীবন ও সাধনা), প্রকাশক, শ্রী সতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পর্ণশ্রী - কলকাতা - ৭০০০৬০। মহাত্মা নিবারণ স্মৃতি রক্ষা সমিতির পক্ষে।

১৫. ভট্টাচার্য, রমেন ঃ 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম', চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৬, সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ - ৭০০০০৯।

১৬. মুখোপাধ্যায়, অশোক ঃ 'সংসদ ব্যাকরণ অভিধান', পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৫, শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ৭০০০০৯।

১৭. দাস, ঋষি (সংকলক) ঃ 'আধুনিক বাংলা অভিধান', ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৪, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ ঃ 'বঙ্গীয় শব্দ কোষ' (১ম ও ২য় খণ্ড) ষষ্ঠ মুদ্রণ - ২০০৪, সাহিত্য একাডেমী, নতুন দিল্লি - ১১০০০১।

১৯. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ঃ 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রথম রূপা সংস্করণ, ১৯৯২, কলকাতা।

২০. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ঃ 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', অষ্টম সংস্করণ, ১৯৭৪, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

২১. সেন, সুকুমার ঃ 'ভাষার ইতিবৃত্ত', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩ থেকে নবম মুদ্রণ ২০০২, দশম মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৪, কলকাতা - ৭০০০০৯।

২২. মুখোপাধ্যায়, শ্রী রঙ্গলাল ও মুখোপাধ্যায়, শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ (সঙ্কলিত) ঃ 'বাংলা বিশ্বকোষ', বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৯৮৮ (পুণ মুদ্রণ), দিল্লি - ১১০০০৭।

২৩. বিশ্বাস, রতন (সম্পাদিত) ঃ 'উত্তরবঙ্গের ভাষা', বইওয়ালা কলকাতা - ২০০৫, কলকাতা - ৭০০০০৯।

২৪. ইসলাম, রফিকুল ঃ 'ভাষাতত্ত্ব', ৭ম সংস্করণ - ২০০২, নজরুল ইসলাম বাহার শিখা, নজরুল ইসলাম বাহার শিখা প্রকাশনী, ৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা -১১০০।

২৫. সেন, দীনেশচন্দ্র ঃ 'বৃহৎবঙ্গ' (১ম ও ২য় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং - ২০০৬, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

২৬. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ঃ 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ', প্রথম সংস্করণ রূপা এণ্ড কোম্পানী ২০০৩, নতুন দিল্লি - ১১০০০২,
'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', অষ্টম সংস্করণ - ১৯৭৪, কলকাতা।

২৭. ভট্টাচার্য, সুভাষ ঃ 'সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান', পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০৫, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ৭০০০০৯।

২৮. সরকার, পবিত্র ঃ 'ভাষা, দেশ, কাল', দ্বিতীয় সংস্করণ, মিত্র এণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৯৯৮, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

২৯. 'শ, রামেশ্বর ঃ 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য, সমাজ চেতনা ও মূল্যায়ণ', দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৭০০০০৯।

৩০. মুখোপাধ্যায়, অশোক ঃ 'সংসদ সমার্থ শব্দকোষ', দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বাদশ মুদ্রণ - ২০০৫, কলকাতা - ৭০০০০৯।

৩১. বসু, রাজশেখর (সংকলিত) ঃ 'চলন্তিকা - আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান', এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৮৯, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

৩২. সরকার, পবিত্র ঃ 'বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা', তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৯৮, চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

৩৩. দাশ, কৃষ্ণা ঃ 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ', প্রথম প্রকাশ - ১৩৯৪, প্রকাশক - শ্রী শচীন্দ্র নাথ দাশ, ২৯ কালচাঁদ নন্দী লেন, হাওড়া - ৭১১১০১।

৩৪. মজুমদার, পরেশচন্দ্র ঃ i) 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ', দে'জ -এর চতুর্থ সংস্করণ - ২০০৪, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

ii) 'বাংলা বানান বিধি', পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম সংস্করণ, দে'জ - ১৯৯৮, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

৩৫. রায়, পুণ্য শ্লোক ঃ 'ভাষার মূল্যায়ন', প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩, শঙ্কর প্রকাশন, কলকাতা - ৭০০০০৬।

৩৬. মোহাম্মদ, শাহীদুল্লাহ ঃ 'বাংলা ব্যাকরণ' (১৯৬০), প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা।

৩৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঃ 'বাংলা ভাষা পরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৮৭।

৩৮. রায়, নীহাররঞ্জন ঃ i) 'মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সংকট ঃ আর একদিক', শারদীয় আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৩৮৬, কলকাতা - ২০০৯।

ii) 'বাঙালীর ইতিহাস - আদিপর্ব', পুন মুদ্রণ- ১৩৮২, কলকাতা।

৩৯. বৈরাগ্য, বিরাট ঃ 'মতুয়া গ্রাহিত্য পরিক্রমা', প্রথম প্রকাশ - শ্রাবণ ১৪০৬/১৯৯৯, প্রকাশক ড. পরিমল বৈরাগ্য (MBBS) মুদ্রক - অলোক কুমার রায়। কলকাতা - ৭০০০১২।

৪০. দাশ, নির্মল ঃ 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ', ১৯৮৪, কলকাতা।

৪১. বন্দোপাধ্যায়, দেবনাথ ঃ 'রাজসভার কবি ও কাব্য', তৃতীয় সংশোধিত সংস্করন - ২০০১, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা - ৭০০০৭৩।

৪২. ভৌমিক, নির্মলেন্দু ঃ 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা', ১৯৮৫, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৮ -হাজরা রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯।

৪৩. গুপ্ত, বিজয় ঃ 'মনসামঙ্গল', তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৮।

খ. বাংলা পত্র-পত্রিকা ঃ

১. 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা' — বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পাদক মানস মজুমদার ও বিমল কুমার মজুমদার, চতুর্দশ সংখ্যা - ২০০৫।

২. 'বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা'— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক - শেখর সমাদ্দার, প্রকাশক - রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্দশ-পঞ্চদশ সংখ্যা (ধারাবাহিক)।

৩. 'আকাদেমি পত্রিকা' — পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অষ্টাদশ সংখ্যা - ২০০৪।

৪. 'ভাষা বন্ধনে' — সর্বভারতীয় মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক নবারুণ ভট্টাচার্য, ৩/৫২ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০০০৩২।

৫. 'বার্ষিক স্মরণিকা - ২০০৫' — গৌরনদী-আগৈলঝাড়া থানা ঢাকাস্থ যুব সমিতি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা - ১০০০।

৬. 'রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা' — অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন লাহা সম্পাদিত - ১৯৮৪।

৭. 'সংবাদ প্রভাকর' — সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ২৮ শে চৈত্র ১২৬১

গ. ইংরেজী গ্রন্থ ঃ

1. Chatterje, Suniti kumar : i) 'The Origin and Development of The Bengali laguage', Second Impression in one volume Calcutta - 1993.

ii) 'A Bengali Phonefic Reader', London, 1828.

iii) 'Bengali Phonetic', - 1921, London,

2. Grierson, George A. : 'Linguistic Survey of India', Vol. I, Part - I and Motilal Banar Sidas, Delhi.

3.	Hai, M. A bdul	:	'Nasals and Nasalization in Bengali' - 1960, The University of Dhaka, Dhaka.
4.	Chowdhury, Munier	:	'The Language Problem in East Pakistan' - 1960, London', IJAL 26, 3/3 : 64-78.
5.	Hi lali, Shaikh Ghulam Maqsud	:	'Perso-Arabic Elements in Bengali', - 1967, Dhaka.
6.	Morshed, Abul Kalam Manjur	:	'A study of Standard Bengali and the Noakhali Dialect', First Edition Bangla Academy - 1985, Dhaka.
7.	Shaw, Rameswar	:	'A comparative study in the phanological systems of Bengali and German', First published by Pustak Bipani - 21 Feb- 2001, Kol - 700009.
8.	de Saussure, Ferdinand	:	'Course in General lingustics', New York, Mc Graw - Hill Book Co. - 1966.
9.	Taraporewala, I. J. S.	:	'Elements of the science of language', Calcutta University, 1962.
10.	Simpsom, I. A. and Wenmer, E.S.C.	:	'The Oxpord English Dictionary', Second Edition Vol. (I-XX)- 1989. Re printed (with correction) - 1991. Oxford University Press.
11.	Hawkins J. M. (Edited)	:	'The Oxford Reference Dictionary', First Published 1986, First Printed in India 1987, by arrangement with Oxford University Press Oxford.

ঘ. ইংরেজী পত্র-পত্রিকা ঃ

1.	India Imguistics	:	Journal of the linguistics society of India, Vol - 68, Number (1-2), Jan. - June - 2007. Editor of Publi cation Hukamchand Patyal Decan College Pune. Aug. 2007.

2. 'Indian literature' : Sahitya Akademi's Bi - Monthly Journal - Nov-Dec. 2008, Sahitya Akademy, New Delhi - 110001. India.

3. 'Barisal District Census Report' - 2001 :
Mauza Characterstics and thier Geo-codes - 02 - Agailjhara upazila.

Table - Co8, Page - 242 - 246.
Table - Co2, Page - 97-98.
Table - Co3, Page - 121-122.
Table - Co6, Page - 193-194.
Table - Co5, Page - 169-170.
Table - Co4, Page - 145-146.

4. 'Banglapedia' : Agailjhara Upazila http://bangla pedia. search. com.bd/HT/A- 0057. htm. Page 1 to 3 date 3.27.09.